বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চা : সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব

আরবী বিষয়ে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

প্রফেসর, আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

429903

429903

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

মোঃ জিয়াউদ্দিন সরকার

রেজিঃ নম্বর ২০৫, সেশন ২০০৩-০৪

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জুন, ২০০৮

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চাঃ সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এর পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোন ডিগ্রী লাভের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায়ও উপস্থাপন করিনি।

13.7.08

গবেষক
(মোঃ জিয়াউদ্দিন সরকার)
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-২০৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩-২০০৪
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

429993

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জিয়াউদ্দিন সরকার (এম.ফিল গবেষক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) কর্তৃক উপস্থাপিত **বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চাঃ সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি তার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির পান্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

২৬/৭/১৮

(ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর
আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

429900

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি গবেষণা কর্মটি উপস্থাপনের প্রারম্ভে সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। যারা আমাকে **বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চাঃ সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এ.বি.এম.ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, যাঁর দিক্ নির্দেশনা, স্নেহ ও দায়িত্ববোধ আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে। এ উপলক্ষে আমি আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ সহ ও বিভাগীয় সকল সম্মানিত শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন লাইব্রেরী ও পত্রিকা অফিসে গিয়েছি। আরবী বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরীসহ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীর সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা রইল।

এই পর্যায়ে আমি আন্তরিকতার সাথে আরও স্মরণ করছি আরবী বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ নুরে আলম ও মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম'কে এবং বিভাগের ছোট ভাই মোহাম্মদ শাহ্ আলম'কে গবেষণা কর্মে তাদের জ্ঞান-গর্ভ পরামর্শ এবং বিভিন্ন বইপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য। সর্বোপরি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহয্য করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে প্রার্থনা করছি, দয়াময় আল্লাহ তা'লা আমার এ পরিশ্রমটুকু কবুল করুক.....আমিন।

(মোঃ জিয়াউদ্দিন সরকার)
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-২০৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩-২০০৪
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ০২

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবি কাব্য-চর্চা ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবি গদ্য সাহিত্য-চর্চা ৪৭

১. খুতবা সাহিত্য ৪৭

২. সংকলিত আরবি সাহিত্য-গ্রন্থ ৫১

৩. আরবি প্রবন্ধ ৫৫

৪. আরবি পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ৭৭

তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্গানুবাদে আরবি সাহিত্য-চর্চা ৮০

১. আরবি কবিতা ৮০

২. আরবি উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ ৯২

৩. আরবি নাটকের বঙ্গানুবাদ ৯৪

৪. আরবী খুতবা সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ৯৬

৫. বাংলায় অনূদিত আরবি ভ্রমণ সাহিত্য ৯৭

৬. বাংলায় অনূদিত আরবি জীবনী সাহিত্য ৯৭

৭. আধুনিক আরবি গল্পের বঙ্গানুবাদ ৯৮

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার প্রভাব: আরবি হরফে লিখিত বাংলা পুঁথি ১০১

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবি সাহিত্যচর্চার প্রভাব: বাংলা ভাষায় আরবি শব্দ ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার প্রভাব: বাংলা সাহিত্যে আরবি শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ও ছন্দের ব্যবহার ১১৭

তথ্যসূত্র ১৪৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরবি ভাষা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ভাষা। এটি জাতিসংঘেরও অন্যতম ভাষা। বিশ্বের বাইশটি দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষাও আরবি। বিশ্বের একটি বৃহৎ ধর্মীয় গোষ্ঠী মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষাও আরবি। আরবি বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষার একটি। তবে এ ভাষার সূচনা কবে হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন।

কাহতানের পুত্র ইয়ারুব প্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন বলে অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। কারো কারো মতে হযরত ইসমাঈল (আ.) সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন। সে যা-ই হোক, আরবি ভাষা যে বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাসমূহের একটি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বেও আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনা মু'আল্লাকাসহ বহু কবিতার ব্যাপক চর্চা হয়।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আবির্ভাব ঘটে আরবি ভাষা-ভাষীদের মাঝে। যাঁর প্রতি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয় ইসলাম ধর্মের মৌলিক গ্রন্থ আল-কুরআন।

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় বহু যুগ পূর্ব হতে এদেশে আরবির প্রচলন অব্যহত রয়েছে। ইসলামের প্রধান দু'টি উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদিস-এর ভাষা আরবি। তাই অন্য কোন কারণে না হলেও কেবল ধর্মীয় কারণেই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরবি চর্চার হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান। নিম্নে বঙ্গে আরবি চর্চার কেন্দ্রসমূহের অতীত ও বর্তমান সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো।

বঙ্গ বিজয়ের পর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলায় অস্থায়ী প্রাক্তন রাজধানী নদীয়া শহরের বিকল্পরূপে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে কয়েকটি মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। যেগুলো তদানীন্তন মুসলিম শিক্ষার সূতিকাগার হিসেবে গণ্য হতো এবং এখানেই আরবি ফার্সি শিক্ষার সূচনা হয়। ইখতিয়ারের পর থেকেই এদেশে আরবি চর্চা বিকাশ লাভ করে। সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজী (১২১২-১২২৭ খ্রী.) বাংলার রাজধানী লখনৌতে একটি মসজিদ, একটি মাদ্‌রাসা ও একটি পান্থশালা স্থাপন করেন। সে মাদ্‌রাসার ভগ্নাবশেষ আজো তার স্মৃতি বহন করছে। মিনহাজউদ্দীন এ সম্পর্কে বলেন, 'সুলতান গিয়াসুদ্দীন লখনৌতে অনেক মিলনায়তন ও মসজিদ নির্মাণ করেন। কল্যাণকামী আলিম, পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন।'

খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের প্রথমার্ধে মওলানা তকীউদ্দীন আরাবি বাংলাদেশে আগমন করেন এবং ইসলামী ও আরবি শিক্ষা প্রচারের জন্য রাজশাহীর মাহিসন্তোষে বাংলার প্রথম আরবি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের (১২৬৬-১২৮৭) সময়ে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (মৃত ৭০০/১৩০০) রাশিয়ার বুখারা থেকে দিল্লীতে আগমন করে ইসলামী ও আরবি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। সুলতান তার পাণ্ডিত্যে শংকিত হয়ে তাকে বাংলার সোনারগাঁয়ে প্রেরণ করেন। শায়খ তাওয়ামাহ স্বীয় শিষ্য ও জামাতা মাখদুমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহইয়া মুনীরী (১২৬৩-১৩৮১) সহ ১২৭০ খ্রীঃ সোনারগাঁ উপনীত হন এবং সেখানে একটি মাদ্‌রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আবু তাওয়ামাহ এ মাদ্‌রাসায় ইসলামী ও আরবি শিক্ষাদানে রত ছিলেন। ড. আব্দুল্লাহ বলেন, 'এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ উপমহাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী তথা আরবি শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় সোনারগাঁয়ে তথা বাংলাদেশেই। এদিক থেকে আবু তাওয়ামাহ আল বুখারীকে বাংলায় ইসলামী তথা আরবি শিক্ষার পথিকৃত বলা যেতে পারে।'

উচ্চ শিক্ষিত, ধার্মিক এবং সুশাসক শামসুদ্দীন ইসহাক শাহ্ (১৪৭৪-'৮১) ১৪৭৯ সালে মাহ্দীপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী গৌড়ে 'দরস বাড়ি মাদ্‌রাসা' ও তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ স্থাপন করেন। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্ ও তদীয় পুত্র নুসরাত শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.) বহু মাদ্‌রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। হুসাইন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.) ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে গোরশহীদ নামক স্থানে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। নুসরাত শাহের আমলে (১৫১৯-'৩২) বিখ্যাত হাদিসবেত্তা তকীউদ্দীন ইবনে আইনুদ্দীন ১৫২২ সনে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কুরআন, হাদিস ও ফিক্‌হ এর পাশাপাশি আরবি চর্চা হতো।

শায়েস্তা খাঁ তাঁর শাসনামলে (১৬৬৩-১৬৭৮ ও ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রী.) কয়েকটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। এখানকার একটি মসজিদ আজো তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

শায়েস্তা খাঁর অসমাপ্ত লালবাগ কিল্লার দু'ফার্লং পশ্চিমে একটি দ্বিতল মসজিদ আছে। মসজিদের আঙ্গিনার চারদিকে প্রশস্থ প্রকৌষ্টগুলো আজো মাদ্‌রাসা নামে পরিচিত। মৌলভী আসাদুল্লাহ ঐ মসজিদে আরবি-ফার্সির মাধ্যমে ছাত্রদের যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও ফিক্‌হ ইত্যাদি পাঠদান করতেন।

ঢাকার আজীমপুর গোরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে মুহাম্মদ আযম (আওরঙ্গযেবের পুত্র) এর মসজিদ বলে কথিত দ্বিতল মসজিদের দোতলা এখনো মাদ্‌রাসারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ১৭৪৭ সালে জনৈক ফয়জুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা শহরে মাদ্‌রাসা-সংযুক্ত এমন অনেক মসজিদের সন্ধান মেলে, যেখানে এককালে ইসলামী শিক্ষা ও ফার্সির পাশাপাশি আরবি চর্চা হত বলে অনুমান করা হয়।

ঢাকার অনুরূপ মুর্শিদাবাদেও তথাকার শাসক ও নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সব প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা আরবি-ফার্সির অনুশীলন সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে। মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-১৭২৭ খ্রী.) মুর্শিদাবাদে 'কাটরা মাদ্‌রাসা' এবং তৎসংলগ্ন একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন বিধায় পাটনার মীর মুহাম্মদ আলী হুসাইন খাঁ, আলী ইব্রাহীম খাঁ প্রমুখ আরবি পণ্ডিত ও আলেমদেরকে মুর্শিদাবাদে আমন্ত্রণ জানান।

বর্ধমান জেলার বুহার মাদ্‌রাসা ও বুহার গ্রন্থাগারটি ছিল সেখানকার বিখ্যাত জমিদার মুনশী সদরুদ্দীন আহমদ প্রতিষ্ঠিত আরবি-ফার্সি চর্চার একটি বিশাল কেন্দ্র।

অনুরূপভাবে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটেও একসময় আরবি-ফার্সির যথেষ্ট চর্চা হয় এবং বড় একটি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। সেখানে আরবি-ফার্সির অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত রয়েছে।

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের পর এ উপমহাদেশের সমস্ত কর্তৃত্ব চলে যায় ইংরেজদের হাতে। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট দ্বিতীয় শাহ আলম East India Company-এর হাতে বাংলার দেওয়ানী সমর্পণ করেন। এসময় কোম্পানী নিজ খরচে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে ওয়ারেন হেষ্টিং (১৭৭২-'৮৫) ১৭৮০ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।

তবে ফার্সি সরকারী ও সুধী সমাজের ভাষা হওয়ায় আরবির গুরুত্বটা এসময়ে কমে যায়। এ প্রসংগে ১৯৩৭ সালে Muslim Education Advisory Committe-এর রিপোর্টে বলা হয়:

'বৃটিশ আমলে ১৮৭২ সালের পূর্বে সরকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি-ফার্সি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৭৩ সালে সরকারী নির্দেশে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় আরবি-ফার্সি শিক্ষায় জন্য অধিকতর কার্যকর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের প্রথম তিন-চতুর্থাংশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার তেমন কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। এর যতটুকু প্রসার ঘটেছিল তা সম্ভব হয়েছিল সরকারী সহায়তার বাহিরে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

১৮৭৩ সালে সুদীর্ঘ ছ'শ বছর যাবত প্রচলিত ফার্সি ভাষা রহিত করে ইংরেজিকে পর্যায়ক্রমে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হলেও উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কবি-সাহিত্যিকদের মনে আরবি-ফার্সি চর্চার প্রেরণা বেড়ে যায়। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশে নব উদ্যমে আরবি সাহিত্য চর্চার অগ্রগতি সাধিত হয় এবং তা চলতি শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে ষাটের দশকে নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসা রহিত হলে ওল্ড-স্কিম মাদ্‌রাসাসমূহে আরবি সাহিত্য চর্চার মান হ্রাস পেতে থাকে।

এ সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা গোটা বাংলার ইসলামী তথা আরবি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮২৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইংরেজি ক্লাস, ১৮২৯ সালে ইংরেজি বিভাগ এবং ১৮৪৯ সালে Anglo Arabic বিভাগ খোলা হয় এবং আলিয়া মাদ্‌রাসাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবে ব্যর্থ হওয়ায় মুসলমানরা আরবি শিক্ষাকে আরো দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে। তাঁরা সাহরানপুর, দেওবন্দ, দিল্লী, লখনৌ, রামপুর প্রভৃতি স্থানে মাদ্‌রাসা স্থাপন করে আরবি শিক্ষাকে আরো জোরদার করে। এ সময় মুসলিম সমাজে আরবি-ফার্সিতে অভিজ্ঞ লোকদের কদর ছিল। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই নওয়াব আব্দুল লতীফ আরবি-ফার্সির সাথে ইংরেজিকে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন।

১৮৬৯ সালে সরকার একটি মাদ্‌রাসা সংস্কার কমিটি গঠন করে। ১৮৭১ সালে এ কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে। অন্যদিকে W.W. Hunter এই মর্মে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, The moslems have not been very fairly treated in regard to our educational machinery.

তিনি আরো বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিষয়সহ আরবি-ফার্সি শিক্ষা প্রবর্তনই তাদের কাম্য। বৃটিশ সরকার Hunter এর কথায় সম্মতি দিয়ে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি-ফার্সি শিক্ষার প্রবর্তন করে।

১৮৭১ সালে হুগলী ও কলিকাতা আলিয়ায় আরবি বিভাগের জন্য সরকার প্রণীত সংস্কার কমিটি একটি পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে; যাতে আরবি-ফার্সি ভাষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৮৭১ সালে W.W. hunter এর 'Our Indian Muslims' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের Lieutenant Governor Campble মুসলিম শিক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মহসীন ফান্ডের অর্থে ১৮৭৪ সালে কলিকাতা আলিয়ার অনুকরণে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এতে যে সুফল হয় সেদিকে ইঙ্গিত করে ১৮৭৬ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গদেশের সরকার জনশিক্ষা পরিচালকের নিকট একপত্রে বলেন,

"It was to supply this defect that the Madrasah at Chittagong, Dhaka and Rajshahi were established. The encouragement of the study of oriental literature for its own sake was a very subsidiary part of the plan. The main purpose was to found institution which should realise the moslem ideas of a liberal education."

এ সময় বাংলাদেশে কলিকাতা মাদ্‌রাসা, হুগলী মাদ্‌রাসা, ঢাকা মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম মাদ্‌রাসা ও রাজশাহী মাদ্‌রাসা একাধারে এই পাঁচটি মাদ্‌রাসা পুরোদমে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে থাকে। লক্ষ্যণীয় এসব মাদ্‌রাসায় প্রত্যেক শ্রেণীতে আরবি পাঠ্যভুক্ত থাকা সত্ত্বেও আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। সে সময়ে হাদিস-তাফসির সহায়ক বিষয়রূপে পড়ানো হতো। আরবি

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের এই অনুপযোগী পরিবেশেও উনিশ শতক ও বিশ শতকে বেশ কিছু আরবিবিদ ও আরবি কবি-সাহিত্যিক বঙ্গদেশে জন্মলাভ করেন। আরবি সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন উল্লেখ করে ১৯০৪ খ্রী. মওলানা শিবলী বলেন,

> 'এমনিভাবে অযথা নাহু বা ছরফ-এ দুটি বিষয়ের শিক্ষায় দীর্ঘ কাল-ক্ষেপণ করা হয়, অথচ শিক্ষার যেটা আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করা, সেটাতে খুবই কম সময় ব্যয় করা হয়। ফলে শ-এর মধ্যে এমন কি হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যেও একজন সাহিত্যিক সৃষ্টি হচ্ছেনা।'

আরবি শিক্ষা ও আরবি সাহিত্যিক সৃষ্টির পেছনে মওলানা শিবলীর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর চিন্তাধারায় সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হয়ে মাওলানা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩) মাওলানা শিবলীর ন্যায় প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে ১৯১০ সালে একটি নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর সে পরিকল্পনা ১৯১৪ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯১৫ সালে তা প্রবর্তিত হয়। সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্যসূচীতে আরবি, ইংরেজি ও অংকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসা প্রবর্তনের ফলে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদের বিশেষতঃ পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসা থেকেই ড. সিরাজুল হক, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, ড. মফিজ উল্লাহ কবীর, ড. এম.এ বারী, জনাব এ.এফ আব্দুল হক, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ খ্যাতনামা আরবিবিদ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসায় পাঠ্যভুক্ত আরবি সাহিত্য ওল্ড-স্কিমের চেয়ে মানে উন্নত হলেও নিউ-স্কিমে শিক্ষার্থীরা আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদানের কারণে আরবি সাহিত্যে অধিকতর জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকরা প্রয়োজনের তাগিদে আধুনিক পদ্ধতিতে বেশ কিছু আরবি পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেন। এঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা আবূ নসর ওহীদ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিউ-স্কিম পদ্ধতি ৪০ বছর স্থায়ী ছিল।

এরপর ওল্ড-স্কিম পদ্ধতিতে এদেশে আরবি চর্চার জন্য আলিয়া নেসাবের (এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মানের) শত শত মাদ্‌রাসা ও দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চতর পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া স্কুল ও কলেজগুলোতেও কম-বেশী আরবি চর্চা হচ্ছে। নিম্নে এসব প্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

এক. বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সরকারী ১৭টি, বেসরকারী ৫২টি; একত্রে ৬৯টি। তন্মধ্যে বেসরকারী ৩টি সহ মোট ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি চর্চা হচ্ছে। সেগুলো হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ও আল-মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়।

০১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯২১ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯টি অনুষদ, ৫০টি বিভাগ ও ১০টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চালু আছে। 'কর্ণার স্টোন' নামে খ্যাত এ বিভাগটি বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে আরবী বিভাগ ও ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ নামে দুটি আলাদা বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ক. **আরবী বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষক এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এ বিভাগ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ২৬ জন গবেষক পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এ বিভাগ থেকে المجلة العربية নামে একটি আরবি ষান্মাসিক গবেষণা জার্নাল ১৯৯৩ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ বিভাগে জাহেলী যুগ থেকে আধুনিক যুগের হাল আমল পর্যন্ত কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

খ. **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ২০ জন শিক্ষক এবং ছয় শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় ছাড়াও আরবি ভাষা, আরবি সাহিত্য এবং আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিভাগ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ২৪ জন গবেষক পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

গ. **আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট:** এখানে আরবি বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ইনস্টিটিউট হতে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলা অনুষদ হতে দু'টি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে, যাতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

০২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৫৩ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি অনুষদ, ৪৪টি বিভাগ ও ৫টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। তন্মধ্যে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্যতম। এ বিভাগটি ১৯৯৫ সালে আরবী বিভাগ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে দুটি আলাদা বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ক. **আরবী বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষক এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এ বিভাগে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

খ. **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষক এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় ছাড়াও আরবি ভাষা, আরবি সাহিত্য এবং আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে একাধিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

০৩. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৬৫ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ, ৩১টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৯৭৫ সালে আরবি ও ফার্সি বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বিভাগটি ২০০৫ সালে আরবী বিভাগ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে দুটি আলাদা বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ দু'বিভাগে বর্তমানে ২৫ জন শিক্ষক এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষক এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। আরবী বিভাগে আরবি ভাষা,

Dhaka University Institutional Repository

আরবি সাহিত্য এবং আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিয়মিত গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

০৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

১৯৭৯ সালে শহীদ জিয়াউর রহমান ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে একটি আলাদা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদ, ২০টি বিভাগ ও ১টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই বেশী হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় ৭২টি এম.ফিল ডিগ্রী ও ৬৫টি পি-এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করেছে। তন্মধ্যে ৪৮টি এম.ফিল এবং ৩৪টি পি-এইচ.ডি আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে। এখানে আরবী বিভাগ ছাড়াও থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের তিনটি বিভাগে আরবি ভাষার মাধ্যমে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ অনুষদ থেকে مجلة الدراسات الإسلامية নামে একটি আরবি ষন্মাসিক গবেষণা জার্নাল ১৯৯৩ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর মাধ্যমে আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে চার শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরবি কবিতা ও আরবি গদ্যের নানা শাখা- গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে এখানে পঠন, পাঠন ও গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

ক. **আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ২০ জন (২ জন লিয়েনে) শিক্ষক এবং প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এ বিভাগ থেকে মে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৫ জনকে এম.ফিল ডিগ্রী এবং ৭ জনকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় ছাড়াও আরবি ভাষা, আরবি সাহিত্য এবং আরবি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিভাগ থেকে مجلة الدراسات القرآنية নামে একটি আরবি ষন্মাসিক গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।

খ. **দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ২২ জন শিক্ষক এবং প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এ বিভাগ থেকে মে ২০০৫ পর্যন্ত ১৫ জনকে এম.ফিল ডিগ্রী এবং ১৫ জনকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় ছাড়াও আরবি ভাষা পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিভাগ থেকে DAWAH RESERCH JOURNAL নামে একটি আরবি ষন্মাসিক গবেষণা জার্নাল চলতি বছর (২০০৬ইং) থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গ. **আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ১৮ জন শিক্ষক এবং প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এ বিভাগ থেকে মে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১১ জনকে এম.ফিল ডিগ্রী এবং ৮ জনকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় ছাড়াও আরবি ভাষা পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিভাগ থেকে অচিরেই مجلة دراسات الحديث নামে একটি আরবি ষন্মাসিক গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

ঘ. **আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ:** এ বিভাগে বর্তমানে ২০ জন (১ জন লিয়েনে) শিক্ষক এবং প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এ বিভাগ থেকে মে ২০০৫ পর্যন্ত ৭ জনকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এম.ফিল ডিগ্রী এবং ৭ জনকে একই বিষয়ে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

০৫. দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯৩ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি অনুষদ ও ৪টি বিভাগ রয়েছে। এখানে দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে আরবি মিডিয়ামে শিক্ষাদান ছাড়াও আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিয়মিত গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। আরবি সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন রয়েছে এ বিভাগের সিলেবাসে।

০৬. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯৫ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি অনুষদ ও ৬টি বিভাগ রয়েছে। এখানে কুরআনিক সাইন্স বিভাগে আরবি মিডিয়ামে শিক্ষাদান ছাড়াও আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

০৭. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯২ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১৪১০টি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৫টি ইনস্টিটিউট, ৩টি একাডেমিক ইউনিট এবং ১০টি ডিসিপ্লিন রয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলের বেশ কয়েকটি কলেজে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে।

০৮. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯২ সালে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ ও ১০টি বিভাগ রয়েছে। এখানে ইসলামী শিক্ষা ছাড়াও আরবি ভাষা কোর্সে পাঠদান করা হয়ে থাকে।

দুই. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশে ৭টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এ বোর্ডগুলো ৩য় শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ও আরবি বাধ্যতামূলক করেছে। আর ৯ম শ্রেণী হতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে।

তিন. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড আরবি চর্চায় সবচে' বেশী অবদান রাখছে। এ বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৪৯ সালে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬২০০টি দাখিল মাদ্‌রাসা, ৪৫০৯টি আলিম মাদ্‌রাসা, ৭২০টি ফাযিল মাদ্‌রাসা এবং ১৯৩টি কামিল মাদ্‌রাসা রয়েছে। এসব মাদ্‌রাসায় ১ম শ্রেণী থেকে ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত আরবি সাহিত্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া বেশ কয়েকটি আলিয়া মাদ্‌রাসায় কামিল শ্রেণীতে আদব বা আরবি বিভাগ চালু করা হয়েছে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় মানের আরবি পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে।

চার. দরসে নিযামিয়া

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষার অন্য একটি ধারা হল দরসে নিযামিয়া। দরসে নিযামিয়া চালু আছে এমন মাদ্‌রাসার সংখ্যা সহস্রাধিক। এসব মাদ্‌রাসায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী (BMA Long Course)

বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে সেনা অফিসার প্রেরণের জন্য তৎকালীন সেনা প্রধান LG Nuruddin 15th BMA Long Course হতে ক্যাডেটদের জন্য আরবি ভাষা কোর্স বাধ্যতামূলক করেন। এখানে একটি অত্যাধুনিক Language Laboratory আছে যেখানে ক্যাডেটরা অতি সহজে অডিও-এর মাধ্যমে আরবি ভাষা শিখতে পারে।

ছয়. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৮৩ সাল থেকে এখানে আরবি ভাষা কোর্স চালু আছে। এখানে একটি অনুবাদ বিভাগও আছে। বর্তমানে এখানে একজন প্রশিক্ষক কর্মরত আছেন। এখানকার প্রকাশনা বিভাগ থেকে আরবি সাহিত্য বিষয়ক কিছু পুস্তকও মুদ্রিত হয়েছে।

সাত. পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে আলাউদ্দীন আল আযহারী এদেশে প্রথম 'الثقافة' নামে নিয়মিত আরবি সাময়িকী প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ' مجلة المؤسسة الإسلامية' নামে একটি আরবি সাময়িকী প্রকাশ করে। কিন্তু আশির দশকের শেষের দিকে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮০ সাল থেকে চট্টগ্রাম দারুল মায়ারেফ এর পরিচালক মওলানা সুলতান যওকের সম্পাদনায় ' الصبح الجديد' নামে একটি আরবি ত্রয়োমাসিক পটিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকার দারুল মায়ারেফ থেকে 'اقرأ' নামে একটি আরবি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৪১২ হিজরীর জিলহজ্জ মাস হতে ঢাকার আশরাফাবাদ থেকে 'القلم' নামে একটি আরবি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ হতে ' البرق الجديد' নামে একটি আরবি ত্রয়োমাসিক প্রকাশিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ 'الهدى' নামে একটি আরবি মাসিক ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশ করছে।

আট. রেডিও বাংলাদেশ

রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের আওতায় রাত ১০ টায় আরবি সংবাদ পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক আ.ন.ম আবদুল মান্নান খান ও অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান এ প্রোগ্রামে নিয়মিত আরবি সংবাদ পাঠক।

উপসংহার: বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি হওয়ায় এ দেশের আনাচে-কানাচে প্রতিদিন আরবি চর্চা হচ্ছে। এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মসজিদ, মক্তব, ফোরকানিয়া, নিযামিয়া এবং আলিয়া মাদ্‌রাসা। যার সংখ্যা তিন লক্ষাধিক। এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও এর চর্চা একেবারে কম হচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে এদেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবি কাব্য সাহিত্য-চর্চা

মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও কল্পনা মনের মাধুরী মিশিয়ে ভাব ও ভাষার আশ্রয়ে ছন্দের ঝংকারে কাব্যরূপ লাভ করে। কবিতা প্রত্যেক সাহিত্যেরই আদিরূপ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদি নিদর্শন হিসেবে রয়েছে 'চর্যাপদ' নামক কবিতাগুচ্ছ। আরবি সাহিত্যেরও সর্বপ্রাচীন শাখা হিসেবে কবিতা আত্মপ্রকাশ করে ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগে। কাজেই প্রত্যেক ভাষারই সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ শাখা হওয়ার ফলে কবিতা গদ্যের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। তাছাড়া কবিতা মনের ভাব ও কল্পনার ফসল; পক্ষান্তরে, গদ্য চিন্তা ও জ্ঞানের ফসল। মানুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানের মাধ্যমে কিছু চিন্তা করার পূর্বে মনের মধ্যে কল্পনা করে। অথবা বলা যায়, মানুষের চিন্তা শক্তি কাজ করার পূর্বে কল্পনা শক্তি কাজ করে। আর সে জন্যই ভাব ও কল্পনা আশ্রিত কবিতা সাহিত্যের 'আদি নিদর্শন' হিসেবে প্রায় প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য।

জাহেলী যুগেরও বহু আগে আরবি কবিতার উৎপত্তি ঘটে। জাহেলী যুগে (৪৭৫-৬২২ খ্রী.) আরবি কাব্যচর্চা তার স্বর্ণ যুগ অতিক্রম করে। ইসলামি যুগে (৬২২-৬৬১ খ্রী.) আল-কুরআন, আল-হাদিস ও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে আরবি কাব্যে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এরপরে উমাইয়া ও আব্বাসি যুগে (৬৬১-১২৫৮ খ্রী.) আবার নবোদ্যমে আরবি কবিতা চর্চা হতে থাকে। আরবি সাহিত্যের পতন-যুগে (১২৫৮-১৭৯৮ খ্রী.) শৈল্পিক গদ্যের ন্যায় আরবি কাব্য চর্চায়ও তমসা নেমে আসে। অতঃপর আধুনিক রেনেসাঁর যুগে (১৭৯৮-অদ্যাবধি) আরবি কবিতা ও গদ্য উভয় শাখায় নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের মাধ্যমে আল কুরআনের ভাষা আরবির আগমন ঘটে। ফলে এই ভূ-খণ্ডে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয় সুদূর প্রাচীন কাল থেকে। তারই ধারাবাহিকতায় এ দেশের আরবি ভাষায় পারদর্শী কবিগণ আরবিতে কাব্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। এ পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশে আরবি কাব্যচর্চা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব।

০১. বাংলাদেশে আরবি কাব্য চর্চার বিষয়বস্তু

একথা সুবিদিত যে, কোন বিদেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চা আর মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ফলে সংগত কারণেই এদেশে আরবি কাব্যচর্চা কবিতার সকল বিষয় ও শাখায় সমানভাবে বিকশিত হয়নি। এখানে যে সকল বিষয়ে আরবি কাব্যচর্চা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

প্রশংসাগাঁথা (المدح), শোকগাঁথা (الرثاء), উপদেশ (الوعظ), শিক্ষা (التعليم), পথপ্রদর্শন (الإرشاد) ইত্যাদি।

০২. বাংলাদেশের আরবি কবি ও কবিতা

০২.১ আবদুর রহমান কাশগড়ী (১৯১২-১৯৭১)

মওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী ১৯১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর চীনা তুরস্কের তদানীন্তন রাজধানী (বর্তমান গণচীনের অন্তর্গত) কাশগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। কাশগড়ের স্থানীয় আলেমদের নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর এগার বছর বয়স্ক বালক আবদুর রহমান বাংলা-পাক-ভারতের আলেম-ফাযেলদের সুনাম শুনে এদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এ উপমহাদেশে আগমন করেন।[1]

মওলানা কাশগড়ী ১৯২২ সালে লখনৌর 'নাদওয়াতুল্ উলামা'য় ভর্তি হন এবং ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত তথায় হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। মওলানা আবদুল হাই বেয়েলভী, সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

সুলায়মান নাদভী প্রমুখ ছিলেন তাঁর এখানকার শিক্ষক। শিক্ষা শেষে তিনি ১৯৩১ খ্রী. নাদওয়াতুল উলামা'য় শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফাযেলে আদব' ও ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা থেকে সাত কির'আতের সার্টিফিকেট লাভ করেন।

১৯৩৮ খ্রী. মওলানা কাশগড়ী নাদওয়া ত্যাগ করেন এবং কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ফিকহ্ ও উসূলের প্রভাষক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রী. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মাদ্‌রাসাটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে স্থানান্তরিত হয়। মওলানা কাশগড়ী ঢাকা আলিয়ার পূর্ব পদে (প্রভাষক) যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি অত্র মাদ্‌রাসায় 'এডিশনাল হেড মওলানা'র পদে উন্নীত হন।[2]

১৯৭১ সালের পহেলা এপ্রিল মাওলানা কাশগড়ী ঢাকায় ইন্তেকাল করেন এবং আযিমপুর কবরস্থানে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন চিরকুমার, হাস্যরসিক, খোশমেজাজী, অতিথিবৎসল ও নিরহংকার। তিনি নীরবে আজীবন আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। নিজ কর্মসাধনা ও নিরলস গবেষণার কথা লোকসমাজে প্রকাশ বা প্রচার করার স্বভাব তাঁর ছিল না। নেহাত আপনজন ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাঁর একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার কথা জানারও উপায় ছিল না। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর এই আত্মগোপন থাকাই তাঁকে যথোপযুক্ত মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল।

মওলানা কাশগড়ী ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম, আভিধানিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, আরবি কবি ও সাহিত্য সমালোচক। হাদিস, তাফসির ও ফিকহ্ শাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল শব্দের গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটন, কবিতা বা রচনার আঙ্গিক সৌন্দর্য নিরূপণ ও সাহিত্যরস আস্বাদনের প্রতি।

নাদ্‌ওয়াতুল উলামার পরিবেশে তিনি জিহাদী মনোভাবাপন্ন এবং আযাদী ও ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আলেম-ফাযেলদের সাহচর্য লাভ করে দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতার প্রেরণা ও প্যানইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। নাদওয়াতুল উলামার প্রতিভামুখর পরিবেশে তিনি নিজেকে আবিস্কার করেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও ভাবাবেগকে কাব্যের রূপে রূপায়িত করতে আরম্ভ করেন। এখানে থাকাকালেই তিনি বিশিষ্ট আরবি কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৩৫৪/১৯৩৫ সালে তাঁর ১১০ পৃষ্ঠা সংবলিত 'আয্-যাহায়াত' (الزهرات) শীর্ষক আরবি কাব্যগ্রন্থটি লখনৌ থেকে প্রকাশিত হয়। মওলানা আবু নসর ওয়াহিদ বা খানবাহাদুর মওলানা মূসার ন্যায় তিনি কোন পাঠ্য পুস্তক রচনা করেননি। তিনি প্রধানত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, বিদেশাগত প্রতিনিধিদের শুভাগমনে বা কারো বিদায় সম্ভাষণে কাসীদা রচনা করতেন। তিনি সৈয়দ সুলায়মান নদভী, মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় জাতীয় নেতাদের সংবর্ধনায় বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক আরবি কাসীদা রচনা করেন।

তিনি মুসলিম জাগরণের কবি ডক্টর মুহাম্মদ ইকবালের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁর জাতীয় জাগরণের পয়গাম ও কর্মদর্শন অবলম্বনে 'ইলা শাবাবিল আলামিল মুহাম্মদী' (إلى شباب العالم المحمدي) শীর্ষক একটি দীর্ঘ আরবি কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতা তাঁর 'আয-যাহায়াত' নামক আরবি দীওয়ানে স্থান লাভ করে। আল্লামা ইকবালের দর্শন সম্বন্ধীয় কবিতাটি দীওয়ানের প্রারম্ভেই জায়গা পেয়েছে। উপমহাদেশের, বিশেষতঃ মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক উদাসীনতা, অর্থনৈতিক অবনতি ও তাদের দুঃখ-দৈন্য তাঁর মনে পীড়া দিতো। তাঁর কয়েকটি কবিতা সেই বিক্ষুব্ধ মনের পরিচয় বহন করে।

কাবুলের আমীর আমানুল্লাহ খানের (১৮৯২-১৯৬০) বৃটিশ বিরোধী অভিযান (১৯১৯) ও তাঁর আধুনিকীকরণের আন্দোলন খুব সম্ভব মওলানা কাশগড়ীর কাছে ভালই লেগেছিল। তাই তিনি 'আল্লাহু আকবার সায়ফুল হককি মাসলূল' (الله أكبر سيف الحق مسلول) শীর্ষক কবিতায় আমানুল্লাহ খানের শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। ১৯২৯ সালে আমানুল্লাহ তাঁর ভাই ইনায়েতুল্লাহ কে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে ইটালী গমন করেন। ঐ সময় বাচ্চা-ই-সাক্কা নামক নিম্নস্তরের জনৈক দুঃসাহসী লোক সাময়িকভাবে কাবুলের সিংহাসন দখল

Dhaka University Institutional Repository

করে। পরক্ষণে জনগণ কর্তৃক সে ব্যক্তি নিহত হলে আমানুল্লাহ বংশীয় নাদির শাহ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আমানুল্লাহ তাঁর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। মওলানা কাশগড়ীর উক্ত কবিতাটি আমানুল্লাহর কর্মতৎপরতার প্রশংসায় নিবেদিত।[3]

দামেস্কের তদানীন্তন খ্যাতিমান সাহিত্যিক মাহমূদ খায়রুদ্দীন 'নাদওয়াতুল উলামা'য় আগমন করলে সে প্রতিষ্ঠানের 'জমইয়াতুল ইসলাম' কর্তৃক তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সিরীয় সাহিত্যিকের প্রতি সম্বোধন করে 'ইলাশ্ শামী' শীর্ষক কবিতায় মওলানা কাশগড়ী যে ভাবাবেগ ব্যক্ত করেন, তাতে তাঁর দেশাত্মবোধ, আযাদী লাভের সুপ্ত অভিলাষ, পাশ্চাত্য শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও মুসলিম জাহানের প্রতি মমত্ববোধ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

قد حل بالهند ما قد حل بالشام

من ضربة الغرب فاعلم أيها الشامي

فحاضر الهند يبكي سعد غابرها

وأهلها كمهاة صادها الرامي

هم الرمايا ولكن فيهم رمق

لا البرء يرجى لهم الا بارهام

لا سلط الله ذالغرب النحيس على

قوم فيسلمهم يوما إلى السام

قد عذب الله أقواما ذوي عدد

بالغرب فالشرق في بوس وآلام

جاءوا بداهية دهياء منكرة

يجري بنا وبكم تيارها الطامي

يا أيها الرجل الجواب مختبرا

أحوا لنا ذاك حال المسلم الدامي

إن زرت أرضا وفيها المسلمون فقل

لهم سلامي وانذرهم بالأيام[4]

ভাবার্থ

ভারতও সিরিয়ার ন্যায় পাশ্চাত্য-কোপে আপতিত;
মনে রাখুন! হে সিরীয় মেহমান:
ভারতবাসীও তাদের হৃত গৌরব-শোকে অশ্রুসজল।
শিকারী তাদের বন্য গরুর ন্যায় করেছে শিকার,
কার্তুজবিদ্ধ বটে, তবুও তাদের বক্ষে রয়েছে পরাণ।
পট্টির বাঁধন ছাড়া আরোগ্যের নেই কোন আশা।
খোদা করুন! না হোক কোন জাতির ওপর

Dhaka University Institutional Repository

হীন পশ্চিমা শক্তির এহেন প্রকোপ;
বয়ে আনবে এ প্রকোপ একদিন তাদের মরণ।
কত যে জাতিকে দিয়েছে সাজা পাশ্চাত্যের যাঁতা;
ঘিরে রেখেছে প্রাচ্য জগত নানা আপদ-বিপদ;
এনেছে পশ্চিমা শক্তি ঘনঘোর মসিবত্;
ভাসিয়ে নিচ্ছে মোদের ও তোদের
তার বেগবান তরঙ্গের উচ্ছ্বাস।
হে সফরত সর্বজ্ঞাত মেহমান!
মোদের দশা তথাকার রক্তে রাঙ্গানো
মুসলিম যথা।
যান যদি মুসলিম দেশে, বলুন তাদের
মোদের সালাম।
স্মরণ করিয়ে দিন তাদের
ভাবী দিনের পরিণাম।

কবির মনে ছিল মানব জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ। তাই তিনি প্রপীড়িত ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত মানুষের দুঃখ-দৈন্যে মর্মাহত না হয়ে পারেননি। তাঁর 'মাতারিহুল গুরবাহ' (مطارح الغربة) নামক কবিতায় তাঁর মানব দরদী মনের স্পষ্ট পরিচয় মেলে। তিনি বিশ্বমানবের লাঞ্ছনাকে তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ-দৈন্যের আকারে তুলে ধরেন। আমরা একদিকে যেমন কবির মানসপটে দেখতে পাই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, আবার এর পাশাপাশি লক্ষ্য করি বিশ্বজোড়া মানবিক মমত্ববোধ। 'মাতারিহুল গুরবাহ' শীর্ষক কবিতার ভাষা সাবলীল ও আবেগময়; এর বাণী নির্ভীক মননশীলতার পরিচায়ক। তিনি বলেন:

أتغتالني غض الشباب سنيتي
ولم احظ من تيك الأماني بمنية
فما هي إلا أن أري من أحبه
ولو في كرى يغضى الجفون بغضو
ولم أر إنسانا يكابد مثل ما
أكابد من بوس الحياة لمدة
كفي حزنا ان لا ابوح بكربة
تساورني طول الليالي وشدة
كفي حزنا لم آل جهدا لدفعها
فما أن أرى إلا ازديادا بنكبتي
إلى الله أشكو كل شيء لأنه
هو المشتكي في غمرة بعد غمرة
فما أنا إلا ساقط متضعضع
أموت ولكن في مطارح غربتي
ذروني افتش في الحياة عن الذي
يمد يد الإسعاد عند بليتي

فيا عجبا للنائبات ينشنني
ويمضغن عظمي قبل إزهاق مهجتي
يباغتني سهم من الهم مصمت
يقطع أحناء الضلوع برمية
برمية رام رابط الجأش بارع
ومتخذ المصطاد بين المجرة
فانك لم ترزق حياة سعيدة
يحف بها جند العلى والتجلة
تسلم عليها من بعيد ولاتكن
تقابلها من بعد هذي القطيعة
فما حسن للمرء يبدي بشاشة
ويضمر أحقاد الخبيث الطوية
جبلت على الإخلاص في القول تارة
وفي الفعلة الحسناء عند الحفيظة°

ভাবার্থ

ওহে মৃত্যু! তুমি কি দেখাচ্ছ আমায়
যৌবন-প্রদীপ নিভিয়ে ফেলার ভয়!
আমি তো করিনি এখনো হাসিল
তোমার কাছে থেকে কোন অভিলাষ।
সবার চাইতে প্রিয় মোর কাছে
মোর ইঙ্গিত অভিপ্রায়,
মিলিয়ে দিতে চায় যদিও তন্দ্রা
মোর চোখের পাতা
বিপদের ঘনঘোর তমসায়।
পড়ে আছি দুঃখে দীর্ঘকাল ধরে,
দেখিনি তো এমন তীব্র যাতনা
কোন মানুষের বুকে;
রাত্রিঘেরা বিপদ আমার নিত্য সাথী,
সে আপদ নয় প্রকাশযোগ্য আমার লাগি;
নেই কোন উপায় তার নিরসনের,
বেড়েই চলেছে বিপদ আমার!
রয়েছেন আল্লাহ মাথার উপর,
ফরিয়াদ শোনার একক আধার;
তুলে ধরছি তাঁরই কাছে
রাশ রাশ বিপদের প্রতিবাদ।
আমি পদদলিত, জড়সড়, দারিদ্র-পীড়িত,

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুমুখে আপতিত;
চলো যাই জীবদ্দশায় সে উপায়-সন্ধানে
বাড়াবে যা মদদের হাত বিপদ নিরসনে।
কি আশ্চর্য! চিবিয়ে খেতে চায় নানা আপদ-বিপদ
মোর অস্থি আর স্নায়ু,
যায়নি উড়ে যদিও এখনো আমার পরাণ-বায়ু।
দাও সালাম দূর থেকে এ বিচ্ছেদ-শেষে,
দাঁড়িওনা জীবনের মুখোমুখি;
এটা কত ভাল মানুষের লাগিঃ
করবে মেলামেশা মুখে নিয়ে হাসি,
লুকিয়ে রাখবে মনে মনে,
তাদের হীন গভীর হিংসা-প্রবৃত্তি।
রাখবো আন্তরিক অনুভূতি
বিরাগ-বিরোধে, সৎকথা, সৎকাজে-
এ মোর স্বভাব, এ মোর অভিরুচি।

এ যাবত প্রাপ্ত সূত্রের ভিত্তিতে যদি মওলানা কাশগড়ীকে তাঁর স্বভাবসুলভ কবিমানস ও চমৎকার সৃজনীশক্তির নিরিখে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট আরবি কবিরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তবে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মাসউদ আলম নাদভী ছিলেন মওলানা কাশগড়ীর অন্যতম বন্ধু ও নাদওয়াতুল উলামায় অধীনে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম মাদ্‌রাসার সহযোগী। তিনি মওলানা কাশগড়ীর 'আয-যাহ্‌রাত' নামক আরবি কাব্য গ্রন্থের উপর ২৯ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা লেখেন। ভূমিকাটি বক্ষে নিয়েই দীওয়ানটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি কাশগড়ীর কবিমানস ও বাণী ভঙ্গির প্রশংসা করে বলেন:

> "তিনি ভাবগম্ভীর, স্বচ্ছ, দেশাত্মবোধক ও উন্নতির দিকদর্শক কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতা ভারতের আরবি সাহিত্য ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি দেয়। তাঁর ভাষা অনারব সুলভ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। কেননা তিনি ছাত্র জীবনে হাজার হাজার প্রাচীন আরবি শে'র এবং নিরঙ্কুশ আরব দেশীয় সাহিত্যিকদের সাহিত্য আয়ত্ত করেছিলেন। এ জন্যেই তাঁর কাব্যে আরব্য বাণীর সৌন্দর্য ও প্রাচীন বাণীভঙ্গির আমেজ মেলে।"

আবুল হুফ্‌ফায মুহাম্মদ ফসীহ মওলানা কাশগড়ীর সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর (কাশগড়ীর) 'আল-মুফিদ' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন:

> "জনাব আবদুর রহমান স্বভাবসিদ্ধ লেখনী শক্তির অধিকারী একজন গ্রন্থকার। আরবদেশসমূহের সীমারেখার বাইরে এরূপ একজন কবির সন্ধান মেলা ভার। তিনি আত্মপ্রচার করতেন না এবং সেটা কিভাবে যে করতে হয়, তাও তিনি জানতেন না। আত্ম গুণাবলী গোপন রাখা অবশ্য একটি উত্তম কাজ। কিন্তু এ যুগে তা সর্বক্ষেত্রে উত্তম নয়। কারণ আমরা দেখতে পাই, মওলানা কাশগড়ীর নীরবতাই তাঁর সর্বনাশ করেছে। এ নীরবতার ফলে খুব কম লোকই তাঁর যথার্থ মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছেন।"

জনাব মওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব তাঁর 'তারিখ-এ-মাদ্রাসা-এ আলীয়া' গ্রন্থে ঢাকায় রচিত 'আল-আবারাত' (العبرات) ও 'আশ-শাযারাত' (الشذرات) নামক মওলানা কাশগড়ীর দুটি অপ্রকাশিত কাব্যের কথা উল্লেখ করেন। এদু'টি কাব্যের পাণ্ডুলিপির কোন হদীস মেলে না। ১৯৫৬ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে 'সওতুল

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা'(صوت المدرسة) নামক যে সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়, তাতে 'আল-আবরাত' (العبرات) শীর্ষক একটি আরবি কবিতায় মওলানা কাশগড়ীর ৭৯টি শে'র স্থান লাভ করে। সৈয়দ সুলায়মান নাদভীর (১৮৮৪-১৯৫৩) তিরোধানে মওলানা কাশগড়ীর মনে যে আঘাত লেগেছিল, তা তিনি এ কবিতায় ব্যক্ত করেন। এ কাব্যে তিনি তাঁর উস্তাদ সুলায়মান নাদভীর বিভিন্ন গুণাবলীও বিবৃত করেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন সৈয়দ সুলায়মান নাদভীর মৃত্যু সন্ধিক্ষণে (১৯৫৩)। পরবর্তী সময় (১৯৫৬) তা 'সওতুল মাদ্রাসা'য় প্রকাশিত হয়।

মওলানা কাশগড়ীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হলে দেশ, জাতি ও সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।[6]

০২.২ আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী (১৮৬৭-১৯২০)

বাংলাদেশে মওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর সর্বশেষ সফরকালে তাঁর পুত্র হাফিজ আবদুল আউওয়াল ১২৮৪/১৮৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপে একটি বোটে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে ১২৯০/১৮৭০ সালে তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই পরলোকগমন করেন এবং তাঁদেরকে রংপুর শহরের মুনশীপাড়ায় দাফন করা হয়।[7]

মওলানা কারামত আলীর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে জামাতা মওলানা মুসলেহুদ্দীন জৌনপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং মওলানা আবদুল আউওয়ালকে কুরআন কণ্ঠস্থ করাবার দায়িত্ব চাচাত ভাই (পরবর্তীতে শ্বশুর) হাফিজ মুহাম্মদ আহসানুল বশীরের উপর অর্পণ করেন। তিনি (মুসলেহুদ্দীন) যখনই বাংলাদেশ সফর করতেন, মওলানা আবদুল আউওয়াল ও হাফিজ বশীরকে সাথে নিয়েই আসতেন। ১২৯৭/১৮৭৯ সালে মওলানা আবদুল আউওয়াল কুরআন হিফজ করেন।

মওলানা আবদুল আউওয়াল মওলানা মুসলেহুদ্দীনের বাংলাদেশ সফর কালে (১২৯৯/১৮৮১) তাঁর কাছে এবং নোয়াখালী জেলার মৌলবী হামিদ ভবানীগঞ্জী উভয়ের নিকট ফারসি গ্রন্থসমূহ পড়তে থাকেন। জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করে তিনি মওলানা মুহাম্মদ মুহসীন ও সহোদর ভাই মওলানা হাফিজ আহমদের নিকটও কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর মওলানা হাফিজ আহমদ উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে লখনৌর ফিরিঙ্গীমহল মাদ্‌রাসায় পাঠান (১৩০০/১৮৮২)। সেখানে তিনি মওলানা নিযামুদ্দীন, মওলানা আবদুল হাই লখনৌবী, মওলানা মুহাম্মদ নঈম লখনৌবী প্রমুখের নিকট শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করে 'মাদ্রাসা-এ-হানাফিয়া'র শিক্ষক মওলানা সৈয়দ শের আলী মানতিকীর নিকট আকায়িদ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রীয় (মা'কুলাত) অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন।

অতঃপর আবদুল আউওয়াল আরবি সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় গমন করেন এবং মওলানা লুৎফুর রহমান বর্ধমানীর (১৯২০-২১) নিকট পড়াশোনা আরম্ভ করেন। কিন্তু মওলানা বর্ধমানীর শিক্ষারীতি তাঁর মনঃপুত না হওয়ায় বড় বোন ও আদি অভিভাবক মওলানা মুসলেহুদ্দীনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁদের পরামর্শে তিনি অধিকতর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানে তিনি সওলাতিয়া মাদ্‌রাসায় মওলানা রহমতুল্লাহ হিন্দী, মওলানা নূর ও মওলানা হাফিজ আবদুল্লাহ মক্কীর নিকট 'উসূল-এ-হাদীস' ও আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া হাদিস, তাফসিরের বেশীরভাগ গ্রন্থ পড়েন মওলানা আবদুল হক মুহাজির-এ-এলাহাবাদীর নিকট। যুক্তিবিদ্যা বা দর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল না। তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্য ও হাদিস চর্চার প্রতি।

মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর ভগ্নিপতি মওলানা মুসলেহুদ্দীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে ইন্তিকাল করেন। তাঁর তিরোধানের কথা শুনে মওলানা আবদুল আউওয়াল প্রায় দু'বছর মক্কায় অবস্থানের পর ২২ বছর বয়সে জৌনপুর প্রত্যাগমন করেন (১৩০৭/১৮৮৯)। মক্কা ত্যাগের সময় সেখানে অবস্থানকারী অনেক বাঙ্গালী হাজী তাঁকে ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের স্ব স্ব এলাকায় সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং জৌনপুরে প্রত্যাবর্তনের পরেও তাঁরা সে ব্যাপারে তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। মওলানা আবদুল আউওয়াল পিতার ভক্তদের সাথে দেখাশুনা করার জন্য জৌনপুর থেকে সর্বপ্রথম ঢাকায় আগমন করেন এবং একাধারে কয়েক মাস ওয়াজ-নসীহতে ব্যস্ত দিন অতিবাহিত করে আবার জৌনপুর ফিরে যান। তিনি ইসলামী শরীয়ত প্রচারের উদ্দেশ্যে এমনিভাবে বহুবার বাংলাদেশ ও জৌনপুরে যাতায়াত করেন। বাংলা ও আসাম সফরে তিনি তেত্রিশটি বছর কুরআন-হাদিস তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার ও সমাজ সংস্কারে অতিবাহিত করেন। পিতার ন্যায় তিনিও মুসলিম সমাজে হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি দূর করে খাঁটি ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সফলকামও হন।[৪]

১৩৯৯/১৯২০ সালে তিনি ৫৫ বছর বয়সে কলকাতায় ইনতিকাল করেন এবং মানিকতলায় সমাধিস্থ হন। তিনি ছিলেন তদানীন্তন বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি কবি ও সাহিত্যিক। নিজ জন্মস্থান সন্দ্বীপ সম্পর্কে তিনি 'মাজাল্লাতুল আদীব লি আজিল্লাতিস সন্দ্বীপ' (مجلة الأديب لأجلة السنديب) শীর্ষক যে দীর্ঘ কাসীদাটি রচনা করেন, নিঃসন্দেহে তা উচ্চ মানসম্পন্ন ও প্রশংসার দাবিদার।

সন্দ্বীপের আলিম-ফাযিল, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সম্পদের বর্ণনায় রচিত এই কাব্যগ্রন্থটি তাঁর এক অমূল্য কীর্তি। সাহিত্য মূল্যের দিক থেকেও এ রচনাটি কৃতিত্বের দাবিদার। এ রচনাটি তাঁকে স্বভাব কবি ও তদানীন্তন বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। পুস্তিকাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এর একটি সংখ্যা লখনৌর 'নাদওয়াতুল উলামা'য় সংরক্ষিত আছে।

তিনি আরবি ভাষায় অনায়াসে সাবলীল লেখনী পরিচালনা করতে পারতেন এবং অনর্গল বক্তৃতা করতেও সক্ষম ছিলেন। গতিশীল ভাষা ও রচনা দিয়ে তিনি পাঠক ও শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিতেন। তাদের কাছে মনে হতো যে, তিনি একজন আরবীয় লোক। মওলানা লুৎফর রহমান বর্দ্ধমানী ছিলেন একজন দক্ষ আরবি সাহিত্যিক। তিনি একবার মওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরীর সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জোর গলায় বলছি: খোদার কসম! তাঁর ন্যায় আরবী সাহিত্যিক ভারতে দ্বিতীয় আর নেই।'

নিম্নে তাঁর কবিতার নমুনা স্বরূপ কয়েকটি শে'র উপস্থাপিত হলো:

لعمرك مما الدنيا بة آت التودر + فلا تبع فيها عيشة قم ومهد

الم تر أسلافا مضوا لسبيلهم + وما اخبروا عن حالهم مثل جلمد

وبانوا عن الدنيا وعن دورهم نماؤا + وأنت تلاقيهم فاعرض عن الدار

ولم أر مثل الموت للناس منهلا + وياتي ولوكانوا بقصر مشيد

الا فاذكرن ضيق القبور ووحشة + وراقت منونا بالتقي والتزود

ولا تفخرن بالجاه تلقي الاسىا به + الا فاعبدوا أو فازهد لنفسك تسعدد[৭]

ভাবার্থ

তোমার জীবনের কসম খেয়ে বলছি: এ দুনিয়া ভালবাসা রচনার স্থান নয়; তাই চেয়োনা প্রাচুর্যময় জীবন; উঠ! প্রস্তুতি গ্রহণ কর ভবিষ্যতের।

তুমি কি দেখনা যে, পূর্বসূরীরা চলে গেছেন তাঁদের নিজ নিজ পথে; তাঁরা আজও দেননি তাঁদের অবস্থার সংবাদ; তাঁরা এখন নীরব পাথরের ন্যায়। তাঁরা চলে গেছেন দুনিয়া থেকে; পৌঁছে গেছেন তাঁদের ঘর-দোরের নিকটে। তোমাকেও মিলিত হতে হবে তাঁদের সাথে; বাদ দাও এসব খেল-তামাশা। মানুষের জন্য মৃত্যুর চাইতে উদার আর কিছুই দেখি নি; থাক সুদৃঢ় প্রাসাদের মাঝে, তবুও তা পৌঁছে যাবে কোন একসময় মানুষের কাছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাবধান! স্মরণ কর কবরের সংকট ও ভয়ভীতি; ধ্যান কর মৃত্যুকে আল্লাহ ভীতি আর পাথেয় সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে। গর্বিত হয়োনা নিজ প্রভাব প্রতিপত্তিতে; তা ডেকে আনবে তোমার দুঃখ; সাবধান! কর উপাসনা; গ্রহণ কর আল্লাহভীরুতা; লাভ করবে সৌভাগ্য।

০২.৩ আবদুল্লাহ নাদভী (১৯০০-১৯৭২)

শেখ আহমদের পুত্র আবু উবায়েদ আবদুল্লাহ নাদভীর জন্ম হয় বীরভূম জেলার নান্নুর থানাধীন নূরপুর গ্রামে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। স্থানীয় মাধবপুর স্কুলে পড়াশুনার পর তিনি কিরণহার মাইনর স্কুল থেকে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় পাস করেন। এর পর কিছুদিন অনানুষ্ঠানিকভাবে দু'তিনজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট প্রাথমিক আরবি সাহিত্য ও আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অতঃপর বীরভূমের যুরিষা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণের উচ্চ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। এখানে শিক্ষা লাভের পর তিনি বর্ধমান গমন করেন এবং মওলানা আবদুল মান্নান বর্ধমানীর নিকট আরবি সাহিত্য ও ফিকহ শাস্ত্রের উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। স্বভাবকবি ও কাব্যানুরাগী মওলানা মান্নান বর্ধমানীর সাহচর্যে তিনি আরবি কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। কাব্যচর্চায় এখানেই তাঁর হাতেখড়ি হয়। এ কাব্যচর্চাই তাঁকে কালে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবি কবিতে পরিণত করে।[10]

আবদুল মান্নান বর্ধমানী দিল্লীর রিয়াযুল উলূম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকরূপে যোগদান করলে আব্দুল্লাহ নাদভীও উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লী পাড়ি দেন এবং উক্ত মদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন অধ্যয়নের পর তিনি দিল্লীর আলী জান মাদ্‌রাসায় প্রবেশ করেন এবং মওলানা আহমদুল্লাহ এলাহাবাদী ও আবদুর রহমান পাঞ্জাবীর নিকট আরবি সাহিত্য ও উর্দূ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এখানে তিনি হাদিসের দাওরা ক্লাসে ভর্তি হন এবং মাত্র এক বছর সময়ে 'সিহাহ সিত্তাহ' শেষ করেন। অতঃপর দিল্লীর ফতেহপুর মাদ্‌রাসায় যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করেন এবং আমানিয়া মাদ্‌রাসা হতে আরবি সাহিত্যে সনদ লাভ করেন।[11]

দিল্লীতে অধ্যয়ন শেষে মরহুম নাদভী লখনৌর নাদ্‌ওয়াতুল উলামায় ভর্তি হন। আরবি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ও আরবি ভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করে সেখানকার শিক্ষকরা মুগ্ধ হন। তিনি সে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের আলোচনা সভায় প্রায়শই উর্দূ ও আরবিতে বক্তৃতা করতেন। এ সময় একবার তাঁকে নাদ্‌ওয়ার পক্ষ থেকে ছাত্র-প্রতিনিধি রূপে মাদ্রাজের এক কনফারেন্সে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি আরবিতে ভাষণ দিয়ে সভাস্থ সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। কলকাতার সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে এ সংবাদ প্রকাশিত হলে মওলানা আকরম খাঁ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দিত করেন। নাদ্‌ওয়াতুল উলামায় আবদুল্লাহ নাদভী 'দরজা-এ-তকমিল-এ-দীনীয়াত' সগৌরবে সমাপ্ত করে পদকপ্রাপ্ত হন। এ পর্যায়ে তিনি আরবি সাহিত্য বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাঁর এখানকার উস্তাদবর্গের মধ্যে সৈয়দ সুলায়মান নাদভী, আমীর আলী মালিহাবাদী ও সাঈদ আহমদ যয়নবী ছিলেন অন্যতম। এখানকার অধ্যয়ন শেষ করে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হওয়ার গৌরবও অর্জন করেন।[12]

১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে দেশে ফিরে আবদুল্লাহ নাদভী বীরভূমে বড়সিজা ইরফানুল উলূম মাদ্‌রসায় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সে বছর মার্চ মাসে কলকাতার মাসিক 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় সময়োপযোগী আরবি সাহিত্যের প্রসার, অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে তাঁর যে চিঠিখানা প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর আরবি সাহিত্য-প্রীতি ও মানব দরদী মানস ফুটে উঠে। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 'আনজুমানে আহলে হাদীস' কর্তৃক মওলানা নাদভী কে কলকাতার মিসরীগঞ্জ মাদ্‌রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে তাঁকে বেশী দিন ধরে রাখা যায়নি। দু'বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের ভাবতা মাদ্‌রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি বেশী দিন অবস্থান করতে পারলেন

Dhaka University Institutional Repository

না। এখানকার আবহাওয়া তাঁর ভাল লাগেনি বলে তিনি বীরভূমে তাঁর শ্বশুর আবদুর রহিম পরিচালিত মাদ্‌রাসায় শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি খায়রাবাদ নিযামিয়া মাদ্‌রাসায়ও শিক্ষকতা করেন।

১৯৩৪ সালে নাদভী সাহেব নিযামিয়া মাদ্‌রাসা ত্যাগ করে দিল্লীর রহমানিয়া মাদ্‌রাসায় আরবি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩৯ সালে মওলানা নাদভী কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ভারত বিভাগ পর্যন্ত সেখানেই বহাল ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কলিকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা থেকে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসায় বদলি হন এবং সেখান থেকেই ১৯৬০ সালে পেনশন গ্রহণ করেন। অতঃপর ঢাকার বংশাল রোডস্থ মাদ্‌রাসাতুল হাদীস ও দিনাজপুর নান্দারাইল মাদ্‌রাসায় কিছুদিন হাদিস-তাফসির ইত্যাদি শিক্ষা দেন।

১৯৭২ সালের ৩১ মে, মোতাবিক ১৩৮২ হিজরীর ১৭ রবিউস সানী তথা ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১৭ জৈষ্ঠ রোজ বুধবার ৭২ বছর বয়সে তিনি ঢাকার পার্শ্ববর্তী টঙ্গী শিল্প শহর নিকটস্থ ফয়দাবাদে ইন্তেকাল করেন এবং পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত হন।

মওলানা আবদুল্লাহ নাদভী ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম এবং বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট আরবি কবি। বঙ্গের আরবি কাব্যক্ষেত্রে মওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ীর পরেই তাঁকে স্থান দেয়া যায়। তিনি ছিলেন সৃজনশীল স্বভাব কবি। তবে তাঁর কাব্যে মওলানা কাশগড়ীর ন্যায় কবি-কল্পনার সাক্ষাৎ মেলে না। তাঁর কিছুসংখ্যক উর্দূ ও আরবি কবিতা দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে সউদী আরবের বাদশা ইবনে সউদ আগমন করলে পূর্বপাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে তাঁকে যে আরবি মানপত্রটি দেয়া হয়, তা নাদভী সাহেবই রচনা করেছিলেন। সে বছর ১৬ এপ্রিল সওহদ্‌রার আহলে হাদীস পত্রিকায় ঐ মানপত্রটি প্রকাশিত হয়। মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুয়েজ খালটি ১৯৫৬ সাল নাগাদ বৃটিশ পরিচালিত কোম্পানীর হাতে ছিল। এ বছরই (১৯৫৬) মিসর খালটিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে। এ অজুহাতে ইসরাঈলী রাষ্ট্র সুয়েজ অঞ্চল আক্রমণ করে। এ সুযোগে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সুয়েজ খাল দখল করে নেয়। ফলে মিসরের সংগে ইসরাঈল ও পশ্চিমা শক্তির যুদ্ধ বাধে।[13]

নাদওয়াতুল উলামায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অপরাপর সেরা আলেমদের ন্যায় আবদুল্লাহ নাদভী ছিলেন জিহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এবং প্যানইসলামিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। তিনি জিহাদকে ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। সুয়েজ খালকে মুসলিম শক্তির (মিসরের) হাতছাড়া হয়ে ফ্রান্স ও বৃটিশের করায়ত্ব হতে দেখে তিনি মর্মাহত হন। সে সময় তিনি 'নাহরু সুয়েজ' শীর্ষক একটি জ্বালাময়ী আরবি কবিতা রচনা করেন। এটি ১৯৫৬ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার আরবি মুখপত্র 'সওতুল মাদ্রাসা'য় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বিশ্ব মুসলিমের তরফ থেকে মিসর বাসীদেরকে জিহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং এ আশা পোষণ করেন যে, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের বীরোচিত নেতৃত্বে ও নিজেদের ঈমানী বলে মিসরবাসী বিজয়মণ্ডিত হবে এবং পরাশক্তি হবে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত। এ কবিতাটি ছাড়াও ১৯৫৬ সালের 'সওতুল মাদ্রাসা' পত্রিকাটি নাদভী সাহেবের 'তাহিইয়াতুল্ মাজাল্লাহ' শীর্ষক আরো একটি আরবি কবিতা ক্রোড়ে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এতে তিনি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ার মুখপত্র 'সওতুল মাদ্রাসা'র গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন। সিলেট মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার

Dhaka University Institutional Repository

সময় ঐ মাদ্‌রাসা পত্রিকায় তাঁর দু'টি আরবি কবিতা প্রকাশিত হয় (১৯৫৯)। একটি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁর প্রশংসায় ও অপরটি মাদ্‌রাসা পত্রিকার মঙ্গলকামনায়।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের ফলে মিসর ও সিরিয়ার এক বিরাট অংশ তাদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। এই যুদ্ধ চলাকালে আবদুল্লাহ নাদভী মুসলিম বিশ্ব, বিশেষত মিসরসহ আরবদেশ ও নির্যাতিত ফিলিস্তীন বাসীদের প্রতি সম্বোধন করে সাবলীল ও প্রাণবন্ত ভাষায় জিহাদের প্রেরণা সঞ্চারক ও মুসলিম ঐক্যের চেতনা উদ্দীপক একটি দীর্ঘ আরবি কবিতা রচনা করেন। এটি ঢাকার 'তর্জুমানুল হাদীস' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষের ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (আগষ্ট, ১৯৬৮)। এখানে উক্ত কবিতা থেকে কয়েকটি শে'র (শ্লোক) নাদভী সাহেবের কাব্য রচনার নমুনাস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিক্ষিপ্ত আরবি কবিতাসমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করা হলে বাংলাদেশের আরবি সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হবে বলে মনে করা হয়।

أي بالميادين للوغا بثورتكم + بلا انتظار ألمنا بغير حسبان

ثوروا بأجسمكم من وجه أولهم + وربنا تجدوا إحسان منان

موتوا على السلم في الوغا بلا خطر + فيه نجاتكم بغير حرمان

لو كنتم من مواليد الوغا عربا + لم يغلبوا قط قوم أهل عصيان

موتوا إذا في الوغا قتلى بصولتكم + حرية النسل ما ذاك بهريان

الموت خير من الحياة جامدة + تحت حكومة كافر بخزيان

فموتكم في سبيله بلا فكر + هوالسبيل لكم سبيل رحمان

في موتكم شرف لذاتكم أبدا + فيه بقاء بقية لعربان

فانتم اتحدوا هو الذي يتقا + ضي الآن عقلنا بعرفان

اتحدوا العرب العرباء واتقوا + ففي اتحادكم فوز بغيتان[14]

بشرى لكم يا أهل مصرانكم + قمتم بما هو عالما تدحير

بمظالم ضاقت معيشة عائش + انتم لطمتم وجه من ظلم الورى

فجمالكم عبد لناصر قومه + قد صات صوتا مدهشا ومعيرا

بهتت بريطانية إذا صدرا + حكما محقا مبطلا متقررا

غشيت وجوه الغاصبين بهمكم + بحفيظة إذ نلصر الأمم انبري

ما خفتم ذعرا ولومة لائم + لكذاك شان المومنين موقرا

تهديهم قد جاءكم تترى + ولكن لم يكن الا هباء نكرا

فخذوا السلاح و اخلصوا ايمانكم + يصدق عليهم قول عادوا القهقري

ندعو لكم رب الورى بضراعة + ان تتكسوا من يبتقى مكر الورى

الله خير الماكرين وانما + من قاتل الكفار عاد مظفرا

Dhaka University Institutional Repository

هذا الكلام هدى الى تشجيعكم + ان اقدمن كانكم اسد الثرى

معكم اله العالمين فناصر + معـرية بالمومنين موزرا

انا نرحب فارحين بكم لبينكم + سوئز نهركم قد اوثرا[১৫]

ভাবার্থ

ঝাঁপিয়ে পড়ো ত্বরিত গতিতে
জিহাদের ময়দানে,
করোনা সংকোচ, করোনা মৃত্যুর পরোয়া ।
ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমরা সবাই
শত্রু শিবিরের আনা গোনার আগে ভাগেই,
কসম খোদার! পাবে তোমরা ঐশী অনুদান ।
হও শহীদ অকাতরে ইসলামের লাগি
যুদ্ধের ময়দানে,
হবে এতে মুক্তি, নেই ভয় বঞ্চনার ।
হতে যদি যুদ্ধ জাত, সত্যিকার আরব সন্তান,
হতো না কখনো বিজয়ী
এই পাপিষ্ঠ কওম ।

দেখাও বীরত্ব, হও শহীদ
যুদ্ধের ময়দানে ।
এ নয় বাজে কথা, এ তো জাতীয় আযাদীর
চাবিকাঠি ।
মৃত্যুই শ্রেয় স্থবির জীবনের তুলনায়
যদি আসে সেই স্থবিরতা
নাস্তিক শাসনাধীনে ।
করিও বরণ মৃত্যু
অকাতরে আল্লাহর রাহে,
এটাই আল্লাহর পথ, এটাই মুক্তি-সনদ ।
রয়েছে সুপ্ত তোমাদের শাহাদতে
নিজেদেরই চির-শারাফত আর
ভাবী আরব সন্তানের স্থায়িত্বের কবচ ।
হও ঐক্যবদ্ধ, একসুর, একতান,
এতো সময়েরই ডাক,
এটাই হলো মোদের অভিজ্ঞান ।
হে আরববাসী! হও সংঘবদ্ধ,
রয়েছে ঐকতানে
আল্লাহর রহম-স্নাত সাফল্যের কুঁজি ।
হে মিসরবাসী! জানাই তোমাদের অভিবাদন!

Dhaka University Institutional Repository

লাগিয়েছ তাক তোমরা সবাই জগত-বুকে।
তিক্ত হয়েছে অত্যাচারে সুখীদের জীবন,
চড় মেরেছো তাই ওদেরি মুখে, যাদের কাজে
হয়েছে জগৎ উৎপীড়িত।
আবদুন নাসের খুবই তোমাদের, স্বজাতির সহায়,
আলোড়নে তাঁর হয়েছে শত্রু-শিবির
বিভ্রান্ত আর সংকুচিত।
হয়েছে হতাশ বৃটিশ-রাজ
তাঁর সঠিক, সুদৃঢ় আর বিস্ফোরক আদেশে।
হয়েছে শংকিত হানাদারের মন-প্রাণ
তোমাদের দৃঢ় সাহস দেখে।
করেছেন আত্মত্যাগ জাতির এই সহায়ক
দেশ প্রেমের তাগিদে;
স্বস্ত্রস্ত করেনি তোমাদের
কোন ভয়, কোন তিরস্কার;
এ নয়কি অভিজ্ঞ মুসলিমের নিশান!
এসেছিল তাদের হুমকি বিনাশ-শংকা নিয়ে,
হয়েছে সে তর্জন ধূলিসাৎ আর অসার।
ধর তলোয়ার, আন সাচ্চা ঈমান,
পিছু হটবে শত্রুদল দেখে আত্মিক বল;
করছি দোয়া বিশ্বপালক-দুয়ারে মিনতি সহকারে।
নূয়ে দেবে আমার এ ফাকুতি,
জগতের সব ছল-চাতুরি,
করবেন খোদা চালবাজের শাস্তি বিধান।
করবে জিহাদ কাফির সনে
ফিরে আসবে সফলকাম।
ডেকে আনবে এ বাণী
তোমাদের বিয়োচিত সাহস,
দেখতে চাই তোমাদের বন-সিংহ বেশে।
আছেন বিশ্বপালক তোমাদের সাথে,
আরো আছেন মিসরের নাসের,
আনিবেন তিনি মুমিনের বাহু-বল।
খুশী আমি তোমাদের প্রতি,
জানাই তোমাদের অভিবাদন!
আসবেই বশে সুয়েজ নহর,
জানাবে তা তোমাদের শুভ সম্ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

০২.৪ যফর আহমদ উসমানী (১৮৯২-১৯৭৪)

মওলানা যফর আহমদ উসমানী থানবী ১৩১০/১৮৯২ সালে ভারতের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দের দীওয়ান মহল্লায় এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী শেখ (শায়খ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শেখ লতীফ আহমদ উসমানী। তাঁর দাদা শেখ নেহাল আহমদ উসমানী ছিলেন দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্‌রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী ছিলেন তাঁর (মওলানা যফরের) মামা।

যফর আহমদ উসমানী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন দেওবন্দে। তিনি হাদিস, তাফসির শিক্ষা করেন কানপুরের জামিউল উলূম মাদ্‌রাসা থেকে (১৩২৩-'২৬ হিঃ)। মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী ও মওলানা মুহাম্মদ রশীদ ছিলেন তাঁর সেখানকার উস্তাদ। ১৩২৭/১৯০৯ সালে তিনি সাহারানপুরের মাযাহির-এ-উলূম মাদ্‌রাসায় মওলানা আবদুল লতীফ সাহারানপুরী প্রমুখের নিকট ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন। সে মাদ্‌রাসায় মওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর নিকট তিনি বুখারী ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ শিক্ষাদানে অনুমতি প্রাপ্ত হন।

যফর আহমদ উসমানী চার-পাঁচ বছর (১৩২৯-'৩৫/১৯১১-'১৬) সাহারানপুরের মাযাহির-এ-উলূম মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি থানাভবনের খানকাহ-এ-ইমদাদিয়ায় তাঁর মামা মওলানা আশরাফ আলী থানবীর সহচর্যে দীর্ঘ চব্বিশ বছর (১৩৩৬-'৫৯/১৯১৭-'৮০) ফতোয়া প্রদান, ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। তাঁর এ সময়কার ফতোয়াসমূহের সংকলন 'ইমদাদুল আহকাম' (إمداد الأحكام) নামে বৃহদাকারে ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৬০-'৬৮/১৯৪০-'৪৮ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদিস, তাফসির, আরবি ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চার বছর তিনি এ প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক (হেড মওলানা) রূপে কাজ করেন। ১৪/১৫ টি বছর, অন্য কথায় কর্মজীবনের বিরাট অংশ তিনি বাংলাদেশে অতিবাহিত করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত আশরাফাবাদ টাণ্ডুল্লাইয়ানে মওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী প্রতিষ্ঠিত ও মওলানা ইহতিশামুল হক থানবী পরিচালিত দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদিস (হাদিসের প্রধান শিক্ষক) রূপে কাজ করেন।

মওলানা যফর আহমদ উসমানী ১৩৯৪ হিজরীর ২৩ যুলকা'দা মুতাবিক ১৯৭৪ সালের ৮ ডিসেম্বর রোজ রবিবার ৮৪ বছর বয়সে করাচীতে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং সেখানে আশরাফ আলী থানবীর অন্যতম প্রধান খলীফা আবদুল গনী ফুলপুরীর কবরের পার্শ্বে তাকে কবর দেয়া হয়।

মওলানা যফর আহমদ উসমানী ছিলেন তাঁর মামা আশরাফ আলী থানবীর খলীফা (আধ্যাত্মিক দিশারী)। তাঁর বহু মুরীদ পাকিস্তানে রয়েছে। ঢাকায়ও তাঁর অনেক ভক্ত আছে। ঢাকার সুধী মহলে বিশেষ করে আলিম সমাজের উপর তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। উপমহাদেশে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছড়িয়ে রয়েছে।

মরহুম মওলানা যফর আহমদ উসমানী উপমহাদেশের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তাঁর রাজনীতির সূত্রপাত হয়। তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা স্মর্তব্য। 'অল-ইন্ডিয়া-মুসলিম-লীগ' এর পাটনা অধিবেশন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়। অতঃপর মুসলিম লীগের প্রত্যেকটি অধিবেশনে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁকে ও মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

শিব্বীর আহম্মদকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করতেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যাবলীতে বরাবর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্নে সিলেটের 'রেফারেন্ডাম' এ তিনি বিশেষ কর্মতৎপরতার পরিচয় দেন (১৯৪৭)। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে শুভেচ্ছা মিশন সফরে সউদী আরব গমন করেন এবং হজ্জ উপলক্ষ্যে আরাফাত ময়দানে বিশ্ব মুসলিমকে সম্বোধন করে ভাষণ দেন। সেখানে সউদী আরবের বাদশাহও উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পাকিস্তান আইন কমিশনের সদস্য মনোনীত হন।[16]

মওলানা যফর আহমদ উসমানী ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, সেরা আরবিবিদ, বিশিষ্ট আরবি কবি, আধ্যাত্মিক মুর্শিদ ও আদর্শ মহাপুরুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় তিনি 'ওসীলাতুয যফর' (وسيلة الظفر) নামক উচ্চ মানসম্পন্ন একটি আরবি কাসীদা রচনা করেন। ১৬ পৃষ্ঠায় এ কাসীদাটি ১৩৬৩/১৯৪৩ সালে আযমগড়ের 'মাআরীফ' প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান হলো বিশ খণ্ড বিশিষ্ট 'ইলাউস সুনান' (إعلاء السنن) নামক গ্রন্থটি (১৯২৯-'৩৩)। হানাফী মাযহাবের সমর্থনে ও এর দৃঢ়তা সাধনের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর এ বৃহদাকার আরবি গ্রন্থটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। ১৯৫৪ সালে 'আস-সাবআতুস সাইয়ারাহ' নামক তাঁর একটি জীবনীমূলক আরবি পুস্তিকা (১১ পৃষ্ঠা) ঢাকার জামেয়া-এ-কুরআনিয়া আরাবিয়াহ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি 'ফাতিহাতুল কালাম ফিল কিরাআতি খালফাল ইমাম' (فاتحة الكلام في القراءة خلف الإمام), 'শাক্কুল গাইন আন হুক্কে রাফইল ইয়াদাইন' (شق الغين عن حق رفع اليدين), 'আল কাওলুল মুবিন ফিল্ জাহরী ওয়াল ইখফাই বি-আমীন' (القول المبين في الجهروالإخفاء بأمين), প্রভৃতি পুস্তিকাও রচনা করেন। তিনি উর্দূ ভাষায় 'আনওয়ারুন নাযার ফি আসারিয যাফার' (أنوار النظر في آثار الظفر) শীর্ষক একটি আত্মজীবনীমূলক পুস্তিকাও রচনা করেন, যা পরবর্তীতে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।
তাঁর আরবি কবিতার নমুনাস্বরূপ 'ওসীলাতুয যফর' নামক পুস্তিকা থেকে কয়েকটি শে'র উপস্থাপন করা হলো:

واعلم بان اليسر توأم عسرة + ورديفها كالجود بعد حرور
فوض أمورك للاله ولا تكن + كالفلسفي مكذب التقدير
واطلب نعيما لا يزال ولم يزل + في بهجة وغضارة ونضور
بجوار احمر خير من وطى الثرى + ولجل من في الأرض من مقبور
إني طلعت على معالم طيبة + وشممت ريح جفا بها المعطير
بلد يحل به المطيب طيب + وبه تنزول كل خسجور
وبه وجدت النور بعد تحير + وبه عرفت الحق عنه خبير
وبه استرحت من الزمان وريبه + وعلمت ان محمداً المجير
محبوب رب العالمين خليله + وصفيه حقا وخير سفير
منه الحياة لكل حق ميت + منه الممات لكل قول زور
منه البياض لكل قلب اسود + منه السواد لكل عين ضرير
منه البهاء لكل وجه عابس + منه الضياء لكل ذات قتور
نفسي وما بيدي فداه فانه + اصل الخلائق مركز التدوير
لو لاه لم تكن السماء وأرضها + كلا ولا روح بتلك الصور
هو سيد الرسل الكرام أمامهم + وله لواء الحمد يوم نشور[17]

Dhaka University Institutional Repository

ভাবার্থ

মনে রেখো! শান্তি আর ক্লান্তি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য;
এ দু'টির মাঝে যেন উত্তাপ আর বারিপাতের সংযোগ।
সঁপে দাও সব কাজ আল্লাহর হাতে,
হয়োনা দর্শনবিদের ন্যায় তকদীরে অবিশ্বাসী।
কর প্রার্থনা চিরস্থায়ী নিয়ামতের তরে,
থাকবে অটুট তার শোভা, চমক আর সজীবতা।
পাবে এ নিয়ামত বিশ্বসেরা মানবের সাহচর্যে,
সমাহিতদের সর্বসেরা লোকটির নৈকট্য লাভে।
হয়েছি জ্ঞাত পবিত্র রওজার আশয়-বিষয়,
পেয়েছি তার আতরমুখর বাতাসের সুরভি।
কদম রাখে এ পবিত্র শহরে সকল নির্মল মানব,
মুছে যায় এর দৌলতে সকল উদ্বিগ্ন মানুষের উদ্বেগ।
পেয়েছি আলো হেথায় যে কোন হতাশায়,
জেনেছি খোদাকে এ সুজ্ঞাত মানবের ছত্র-ছায়ায়।
পেয়েছি শান্তি এতে কালের বঞ্চনা থেকে,
জেনেছি মুহাম্মদকে মোর সহায়ক বলে।
বিশ্বপালকের পেয়ারা তিনি, তাঁরই দোস্ত,
তাঁর সত্যিকার বিশ্বস্ত মানব, তাঁর প্রকৃষ্ট দূত।
ফিরে পায় জীবন লুপ্ত সত্য তাঁরই দৌলতে,
লোপ পায় সকল মিথ্যে তাঁরই সৌজন্যে।
পায় আলো তাঁর কাছে আঁধার হৃদয়,
পায় জ্যোতি তাঁর কাছে সকল অন্ধ নয়ন।
দীপ্ত হয় তাঁর স্মরণে যত সব রুঠো অবয়ব,
আলো পায় তাঁর করুণায় হরেক কবরবাসী।
তাঁর তরে নিবেদিত প্রাণ, মোর সব অধিকার তাঁরই লাগি,
সৃষ্টির রহস্য তিনি, সকল কর্মকাণ্ডের উৎসভূমি।
না হলে তিনি, হতোনা আকাশ জমিনের সৃষ্টি,
পেতোনা আত্মা কভু এসব আকার-আকৃতি।
সম্মানিত সকল রসূলের সেরা তিনি, সকলের প্রতিনিধি,
উড়বে তাঁর স্তুতির পতাকা রোজ হাশরে,
হবেন তিনি প্রশংসার অধিপতি।

Dhaka University Institutional Repository

০২.৫ বিলায়াৎ হুসাইন(১৮৮৭-১৯৮৪)

শামসুল উলামা মওলানা বিলায়াৎ হুসাইন১৮৮৭ খ্রীঃ পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর থানাধীন ছাও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ মেসবাহুদ্দীন। মওলানা বিলায়াৎ হুসাইন মঙ্গলকোর্টের (বর্দ্ধমান) ইশাআতুল উলূম মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকায় আগমন করেন (১৯০৫) এবং ঢাকা মাদ্‌রাসার (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) 'হেড মৌলবী' মওলানা ফজলুল করীম বর্ধমানীর নিকট অনানুষ্ঠানিক ভাবে কিছুটা শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে রামপুর গমন করেন। কিছুদিন তথায় প্রাইভেটভাবে মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), হিকমত (দর্শন) ও তাফসির অধ্যয়ন করেন। ১৯১১ খ্রীঃ তিনি রামপুর আলিয়া মাদ্‌রাসায় হাদিস বিভাগে ভর্তি হন। হাদিস অধ্যয়নের পর তিনি সেখানে 'তাকমীল' বিভাগে ভর্তি হন এবং অনন্য সাধারণ মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ মাদ্‌রাসায় সর্বোচ্চ ছাত্রবৃত্তি ভোগ করেন। এ সময় তিনি প্রখ্যাত আলিম ফযলে হক রামপুরীর (মৃঃ ১৯৪০) নিকট হিকমত ও আকায়ীদের গ্রন্থসমূহ শিক্ষা করেন।

রামপুরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে ১৯১৩ সালের পহেলা মে তিনি ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে তাঁকে চট্টগ্রাম মাদ্‌রাসায় বদলী করা হয়। কিন্তু পরবর্তী বছরই তাঁকে পুনরায় ঢাকা মাদ্‌রাসায় ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯২৬ সালের ১ জুলাই তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় 'সহকারী মৌলবী' পদে যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে উন্নীত হন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে 'অতিরিক্ত হেড মৌলবী' পদে নিযুক্ত হন।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বলে ১৯৪২ সালে তিনি এখানেই 'হেড মৌলবী' পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৪৭ সালের ১৬ জুন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'শামসুল উলামা' (আলেমদের রবি তথা আলেমকুল শিরোমনি) খেতাবে ভূষিত করেন।

সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ১৯৪৮সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে 'ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ' রূপে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সাত বছর (১৯৪৭-১৯৫৫) সুখ্যাতি ও মর্যাদা সহকারে এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শামসুল উলামা সাহেব পাকিস্তানের ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পরপর দু'বার এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। পরিষদের সদস্যরূপে তিনি দক্ষতা, পাণ্ডিত্য, নৈতিক সাহস ও স্পষ্টবাদীতার পরিচয় দেন।

১৯৮৪ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় ইনতিকাল করেন এবং স্থানীয় বংশালের নালিবাগ মসজিদ সংলগ্ন হাজীবাড়ী কবরস্থানে সমাহিত হন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা ও অনেক নাতী-নাতনী রেখে যান।

মাওলানা বিলায়াৎ হুসাইন একজন বিশিষ্ট আরবি কবি, সাহিত্যিক, অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম এবং শরীয়তনিষ্ঠ ও আল্লাহভীরু ছিলেন।

ছাত্র জীবন থেকেই কাব্যচর্চায় প্রভি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। এ সময় 'নালা-ই-হুসাইনী' ও 'কাসীদা-ই-তাবরীকিইয়াহ' শীর্ষক দুটি উল্লেখযোগ্য ফারসি কবিতাসহ তাঁর কয়েকটি কাব্যরচনা প্রকাশিত হয়। 'নালা-ই-হুসাইনী' শীর্ষক মার্সিয়া কবিতাটি তিনি তাঁর উস্তাদ মওলানা ফযলুল করীম বর্ধমানীর (১৮৬১-১৯৪০) মৃত্যুশোকে রচনা করেন। 'কাসীদা-ই-তাবরীকিইয়াহ' নামক কাসীদাটি তাঁর উস্তাদ আবু নসর শুহীদের (১৮৭২-১৯৫৩) 'শামসুল উলামা' খেতাবপ্রাপ্তি (১৯০৯) উপলক্ষ্যে লিখিত হয়। বর্তমানে এগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আবু নাসর ওহীদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি আরবি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি নওয়াব সলীমুল্লাহর বিয়োগে আরবিতে 'আর-রাসা' (الرثاء) শীর্ষক পঞ্চাশটি শে'র সংবলিত একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি বিদগ্ধ মহলে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। কবিতাটির অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া যায়না।[18]
মওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরীর (১৮৬৭-১৯২০) ইনতেকাল উপলক্ষে তিনি আরবিতে পঞ্চাশটি শে'র বিশিষ্ট অপর একটি হৃদয়স্পর্শী মার্সিয়া কবিতা রচনা করেন। এটি ঢাকার আলেকজান্দ্রিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর একটি সংখ্যা মওলানা সাহেবের নিকট সংরক্ষিত ছিল। সৈয়দ সুলায়মান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) শামসুল উলামা সাহেবের নিকট ১৯২১ সালে আরবি ভাষায় লিখিত এক পত্রযোগে মার্সিয়াটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আরবি কাব্যচর্চার জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। নাদভী সাহেব বলেন:

> "বন্ধুবর! আজকাল আমাদের দেশে আরবি কাব্যচর্চার বাজার খুবই মন্দা। এর ঝাণ্ডা অবনমিত; এর মর্যাদা বিলুপ্তপ্রায়। তাই আমাদের মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ের মর্যাদা অনুধাবনকারী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছাড়া কাউকে আরবদের ছাঁচে কাব্য রচনায় সক্ষম দেখতে পাবেন না। কাব্য লেখকগণ জানেন না যে, শোকগাঁথা ও সম্ভাষণের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে। আরবীয় ছন্দ ও অনারবীয় ছন্দের মধ্যে কি তফাৎ রয়েছে, তাও তাঁরা বুঝতে পারেন না। গুণকীর্তন, মার্সিয়া প্রণয়ন, বংশ মর্যাদার বর্ণনা ও বীরত্বের অবতারণা-এগুলোর মধ্যে যে কি ব্যবধান রয়েছে, তা তাঁরা উপলব্ধি করতে অক্ষম।
>
> এমতাবস্থায় আপনার চমৎকার, প্রশংসাসূচক ও আবেগাপ্লুত কাসীদাটি পাঠ করে সুখী হয়েছি এবং এটা ভেবেই আনন্দিত হয়েছি যে, এখনো আমাদের দেশে এমন কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, যাঁরা কাব্যধারাকে অটুট ও সজীব রাখার জন্য সোচ্চার। যাঁরা জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার পথকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে চলেছেন। আল্লাহ তাঁদের দীর্ঘায়ু দান করুন ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন এবং ভবিষ্যতে এরূপ লোকের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে তুলুন"।[19]

এছাড়া শামসুল উলামা সাহেব তাঁর পিতা মেসবাহুদ্দীনের পরলোকগমন উপলক্ষ্যেও শতাধিক শ্লোকবিশিষ্ট 'আদ-দুনিয়া খেয়ালুন' শীর্ষক মর্মস্পর্শী একটি আরবি শোকগাঁথা রচনা করেন। এর পাণ্ডুলিপি লেখকের কাছে সংরক্ষিত ছিল।

শামসুল উলামা সাহেব অরবি কাব্যের মাধ্যমে কেবল ব্যক্তি বিশেষের আগমন বা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অথবা মহৎ ব্যক্তিদের পরলোকগমন উপলক্ষে মার্সিয়া লিখেই ক্ষান্ত হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় ভক্তি-গদগদ চিত্তে তিনি রসূল করীম (স.) এর প্রশংসায় 'বিতাকাহ' (পত্র, ক্ষুদ্র লিপি, ছাড়পত্র) নামক দুটি আরবি কাব্যের পুস্তিকাও রচনা করেন। এ দুটি পুস্তিকা কা'আব বিন যুহায়ের রচিত 'বানাত সুআদ' ও শরফুদ্দিন আল মিসরী রচিত 'কাসীদাতুল বুরদাহ' এর ভাব ও ছন্দরীতি অনুসরণে রচিত। সত্তর শে'র বিশিষ্ট প্রথম পুস্তিকাটি ঢাকার তাজ প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। একশ' ত্রিশটি শে'র সংবলিত 'বিতাকাতুল উখরা' নামক দ্বিতীয় কাব্য পুস্তিকাটি ১৯৬১ সালে উক্ত প্রেসে মুদ্রিত হয়ে জনসমক্ষে আসে। কাব্যমানের দিক থেকে এ পুস্তিকা দুটি তাঁর পূর্ববর্তী কবিতাসমূহ থেকে অনেকটা উন্নত এবং কাব্য প্রতিভার পরিচায়ক। এক সময় পুস্তিকা দু'টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের এম.এ. ১ম পর্বে পাঠ্যভুক্ত ছিল।[20]

মওলানা আবদুস সাত্তার শামসুল উলামার জ্ঞান পরিধি ও কাব্যপ্রতিভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি হাদীস-তাফসীর, ফিকহ্-উসূল, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনে সমানভাবে পারদর্শী। আরবী সাহিত্যে তিনি বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। এ বার্ধক্য বয়সেও যথেষ্ট আরবী কাসীদা ও আরবী শে'র তাঁর স্মৃতিপটে অংকিত রয়েছে। কাব্যচর্চার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। ফার্সী, উর্দূ ও আরবীতে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁর আরবী কাব্যের মান খুবই উন্নত। ইদানিং রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রশংসায় লিখিত 'বেতাকা' নামক তাঁর একটি কাসীদা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপ্রকাশিত কবিতাগুলো সংকলন করা হলে তা একটি দীওয়ানের আকার ধারণ করবে"।[21]

মওলানা সাহেব তাঁর সমসাময়িক লেখকদের বিভিন্ন গ্রন্থের জন্য যেসব মুখবন্ধ লিখেছেন, তা তাঁর গদ্য রচনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করছে। মুফতী আমীমুল ইহসান (১৯১১-১৯৭৪) রচিত 'ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি আরবিতে যে মুখবন্ধ লিখেছেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ মুখবন্ধটি লিখতে গিয়ে তিনি একটি আরবি কাসীদাও উপস্থাপিত করেছেন। এতে তিনি এ বিষয়টি তুলে ধরেন যে, ফিকহ শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তা হিংসা-বিদ্বেষ প্রসূত নয়। বরং তা শরীয়ত অনুসারীদের জন্য সহজসাধ্যতাই আনয়ন করে। এ কাসীদায় তিনি আরো বলেন, বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই ভাই। যারা ধর্মীয় ভাইদের মঙ্গল কামনা করে না, তারা মানুষকে ফ্যাসাদের দিকে ঠেলে দেয়। এবার কথাগুলো তাঁর কাব্যিক ভাষায় দেখুন,

تخالف الراي في الاحكام معتضن + لليسر في الدين لا للبغض و الشحن

في المسلمين اخاء اينما سكنوا + في الهند والسند او في الشام واليمن

اف لمن لم يرد نصحا لملته + فاورد الناس في واد من الفتن[২২]

শামসুল উলামা সাহেব বিভিন্ন 'মুশাআরা'য় (কবি সম্মেলন) যোগদান করতেন এবং স্বরচিত আরবি কবিতা আবৃত্তি করতেন। মওলানা আবু নসর ওহীদের পরামর্শক্রমে মওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে ঢাকায় আরবি মুশাআরা প্রথা প্রচলিত করেন। খুব সম্ভব এখানেই ঢাকার আরবি মুআশায়ার সূত্রপাত। ঢাকা মাদ্রাসা (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা ও ওয়াইজঘাটে 'মুশাআরা' অনুষ্ঠিত হতো। মওলানা বিলায়াৎ হুসাইন ঢাকায় অবস্থানকালে এসব কবি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আরবি কবিতা রচনা করে শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিতেন। এবং প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরে পালাক্রমে উপস্থিত ক্ষেত্রে শে'র রচনা করে তাদের পরাস্ত করার ঝুঁকি নিতেন। পাকিস্তান আমলে তদানীন্তন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অনুষ্ঠিত মিসর ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা সভায় মওলানা সাহেব আরবিতে বক্তৃতা করে শ্রোতৃমন্ডলীকে চমৎকৃত করেন এবং এমনি করে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আরবি দক্ষতার পরিচয় দেন।

শামসুল উলামা সাহেব প্রাথমিক আরবি শিক্ষার্থীদের জন্য 'কিতাবুল ইরশাদ ইলা তারবিয়াতিল আওলাদ' (كتاب الإرشاد إلى تربية الأولاد), 'রায়হানাতুল আদাব' (ريحانة الادب) ও 'মায়েদাতুল আদাব' (مائدة الادب) নামক আরবি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। এগুলো নিউ-স্কিম মাদ্রাসায় পাঠ্যভুক্ত হয়। এ ছাড়া তিনি 'কিতাবুত তারবিয়াতি ওয়াল আদাবিশ শরইয়াহ' (كتاب التربية والادب الشرعية) এবং 'দুররাতুল আব্বাসিয়াহ' (درة العباسية) নামক দু'খানি আরবি পাঠ্য পুস্তকের উর্দূ অনুবাদ করেন। এ অনূদিত পুস্তক দু'টিও পাঠ্যভুক্ত হয়। এ ছাড়া মুফতী আমীমুল ইহসান, ডক্টর শহীদুল্লাহ ও শাইখ আবদুর রহীমের সহযোগিতায় তিনি বাংলা অনুবাদসহ আরবিতে বার চাঁদ (মাস) ও দুই ঈদের খুতবা রচনা করেন। 'খুতবাতুল জুমুআতি ওয়াল ঈদাইন' শীর্ষক যুগোপযোগী খুতবা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি (মূল ১১৪ পৃষ্ঠা, বাংলা অনুবাদ ৮৮ পৃষ্ঠা) ১৯৬৩ সালে তদানীন্তন 'পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা' (বি.এম.আর.) এর উদ্যোগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

একজন সফল শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবনের শুরুতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব শিক্ষার্থীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতো। উপমহাদেশে তাঁর গুণগ্রাহী বহু শিষ্য ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও আল্লাহ প্রেম কেবল সুধীদের অন্তরেই নয়, জনগণের মনেও গভীর ছাপ অংকিত করেছে।

পরিশেষে মওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরীর পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত মার্সিয়া থেকে তাঁর বর্ণনাভঙ্গির নমুনাস্বরূপ কয়েকটি শে'র অধ্যাপক আবদুল মালেকের বঙ্গানুবাদসহ পেশ করা হলো:[23]

خليلي قولا الحق مالي لا أري + رفافي أهم غابوا وحق إياب

أقاموا قليلا ثم شدوا رحالهم + إذا بينهم البين صاح غراب

مضى ركب إخوان الصفا سبيلهم + بهم ساروا في وادي المنون ركاب

فوا أسفي من حل عالم برزخ + حرام علي ذاك الغريب إياب

صداقتها ممزوجة بعد اوة + وفي كلي صدق المكذوب كذاب

لقد سكرت أبصرنا بخضابها + ولا يأتي بالخضاب شباب

وما هي إلا جيفة عيف ريحها + تحوم كلاب حولها وذباب

حيوتك في الدنيا سراب بقيعة + وطيف كري أو في المياه حباب

محوتم رسوم الجاهلية كلها + إذ فاض منكم للفيوض غباب

وأحييتم من سنة الله عدة + كما لحيت الأرض الموت سحاب

ভাবার্থ

হে বন্ধুযুগল, বল কোথা গেল সাথীরা সবাই
তারা কি উধাও হল--চিরতরে হল কি বিদায়?
ছিল ক্ষণকাল হেথা, তারপর বাঁধিল গাঠুরী
যখন বায়স কণ্ঠে বিচ্ছেদের ধ্বনিল বাঁশরী।
বন্ধুদের সে কাফেলা চলে গেল নিজেদের পথে,
মৃত্যুর ঘাটিতে তারা গেল চলে বাহনের রথে।
আহা! জমায়েছে যে-ই পরপারে পাড়ি একবার,
অসম্ভব তার তরে ফিরে আসা এ ভব-সংসার।
সংসারের প্রেম-প্রীতি শুধুমাত্র শত্রুতা-ছলনা,
ছলনাকারীর প্রেম মিথ্যা আর ঘোর প্রতারণা।
রংগীন খোলসে তার আমাদের বিহবল নয়ন,
কেশের প্রলেপে নাহি ফিরে আসে যৌবন কখন।
পুঁতি গন্ধ লাশ ছাড়া এ সংসারে কিছু নাই আর,
মক্ষিকা ও কুকুরেরা ঘিরে আছে তারি চারিধার।
মরুভূমির মরীচিকা হেন হেথা তোমার জীবন,

Dhaka University Institutional Repository

তন্দ্রা ঘোরে অলীক ধাঁধাঁ কিংবা জল-বুদবুদ যেমন।
বিলোপ করেছ তুমি মূর্খতার সকল জন্‌জাল্,
প্রভাবে তোমার যবে উথলিল তরঙ্গ উত্তাল।
আত্মার পুণ্য নীতি কত তুমি করেছ বহাল,
মেঘ যথা বারিধারে মৃত ধরা বানায় রসাল।

০২.৬ শাহ্ সূফী ওলী আহমদ নিযামপুরী (মৃঃ ১৯৬০ খ্রীঃ)

আনুমানিক ১৮৮৫ খ্রীঃ চট্টগ্রাম জেলার নিযামপুর পরগনার অন্তর্গত মীরসরাই থানাধীন মান্দারবাড়িয়া গ্রামে শাহ সূফী ওলী আহমদ নিযামপুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কুন্না মিয়া। সূফী ওলী আহমদ ছোটবেলা থেকেই জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন স্থানীয় মিঠাছড়া মাদ্‌রাসায়। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন সাহারানপুর 'মাযাহির-এ-উলূম' ও দেওবন্দের 'দারুল উলূম' মাদ্‌রাসা থেকে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদ ছিলেন, শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান ও সৈয়দ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (১৮৪৭-১৯৩৩)। তিনি দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় বার বছর অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সাথে সনদ লাভ করেন।

শিক্ষা শেষে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসায়, অতঃপর ফতেহপুরের (চট্টগ্রাম) নাসীরুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন তিনি চট্টগ্রাম শহরেও অতিবাহিত করেন। সেখানকার আন্দরকিল্লার শাহী জামে মসজিদের তদানীন্তন ইমাম সৈয়দ আবদুল করীম মাদানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

শিক্ষকতা শেষে সূফী ওলী আহমদ চট্টগ্রামের মাদারবাড়ীতে অবস্থান করতেন এবং লোকদের আধ্যাত্মিক সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজ গ্রাম মান্দারবাড়িয়ায় ফিরে যান এবং এখানেই ১৯৬০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মাযার মান্দারবাড়িয়ায় মীরসরাইয়ের অদূরে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের পার্শ্বেই অবস্থিত।[24]

সূফী ওলী আহমদ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন একজন ওলী ও বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। তাঁর অনেক ভক্ত ছিল, এখনো রয়েছে। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান। সূফী ওলী আহমদ একজন বিশিষ্ট আরবি ও ফারসি কবি ছিলেন। মওলানা ফয়েজ আহমদ ইসলামাবাদী তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলেন:

> "তিনি আরবি ভাষার একজন অভিজ্ঞ কবি ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর কাব্যপাঠে ইসলামের প্রাচীন যুগের কবিদের কথা মনে পড়ে। তিনি আরবির একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও ফার্সীর একজন স্বভাবকবি"।[25]

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'কাসায়িদ-এ-আরবী' (قصائد عربي) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থটি দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নযমুল আকায়েদ' (نظم العقائد)। এতে আরবি ও ফারসি কবিতায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ইসলামী দর্শনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়কে আরবি কবিতায় পেশ করার পর কবি স্বয়ং এর ফারসি রূপান্তরও উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে এটাই এ ধরনের প্রথম রচনা বলে মনে হয়। ৩৪ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি ১৩৫০/১৯৩১ সালে রচিত হয় এবং ১৩৫৩/১৯৩৪ সালে দিল্লীর তজল্লী বরকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা যমীরুদ্দীন অহমদের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত সূফী ওলী আহমদের একটি আরবি কবিতা ও অপর একটি ফারসি কবিতা হাফেজ ফয়েজ আহমদ সংকলিত (১৩৭৭/১৯৫৭) 'তাযকিরা-এ-যমীর' নামক গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে (পৃষ্ঠা ২০৫-২১২)।

এছাড়া কবির বেশ কিছুসংখ্যক ফারসি-আরবি কবিতার পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকট আত্মীয় খাজা মোহাম্মদ নিজামউদ্দীন নিজামপুরীর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

পরিশেষে কলকাতার 'হাক্কানী আঞ্জুমান' এর প্রতিষ্ঠাতা আযামগাছী ফারুকীর প্রশংসায় রচিত (চৈত্র ১৩৩৮) সূফী ওলী আহমদের একটি আরবি কবিতা এবং তদসঙ্গে মওলানা মোহাম্মদ উবায়দুল হক নিযামপুরী কর্তৃক লিখিত তার বাংলা রূপান্তর পেশ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানা হলো।

قصيدة مدحية

الحمد لمن فضل علما وكلاما + والشكر لمن بدل بالنور ظلاما

والنعت لمن أرسله الله تعالى + للقمع من العالم كفرا وضلالا

لو لاه لما أوجد أرضا وسماء + لا الخلق ولا النور ولا النار وماء

يارب على سيدنا صل وسلم + أرسلته يارب لنا خير معلم

انزل على آل وعلى صحب محمد + الاف صلواة وسلم يا موحد

تبعا لهم صل صلوة على شاه + نعني به ذا مرتبة صاحب جاه

شيخا لشيوخ وإماما لائمة + أعطى بيديه من الار شاد أزمة

غوثا لنا في الأرض وقطبا لزمان + صار اسمه كالورد على كل لسان

أيده وخدامه أيدا يا قدير + ذا القطب بتائيدك يا الله جدير

شمع رب عجولا له في الأرض قبولا + واجعل له حساده يارب ذ لولا

سخر أمم الأرض له رب سريعا + كي يأتو سطيحين إلى بابه جميعا

يا ربنا أدركه بلطف وكرامه + في ألعقبي وفي الدنيا إلى يوم قيامه

شرق به يا ربنا الإحسان جلاله + برق له الإسلام جمالا وكمالا

يا ربنا حفظا له من كل حوادث + انك لقدير على كل ولوارث

اصبب لنا يا ربنا من اعظم غوث + فيضا محضا مثل مياه بلا لوث

طوبى لفيوض طفقت أيها الإخوان + تجري لنا من أعظم غوث بلا نكران

طوبى لفيوض لنا من أعظم غوث + تجري وتفيض كمياه بلا لوث

يا رب تقبل ما تمنى بجنابك + العبد ولى هو من أكلب يا بك

للفقير الحقير الجافي ولى لحمد الإسلام اكمادي الميرسرائي[২৬]

অনুবাদ

অনন্ত বন্দনা তাঁর, যার জ্ঞানালোকে
প্রদীপ্ত সমগ্র বিশ্ব আনন্দ-পুলকে

Dhaka University Institutional Repository

যাঁহার নূরেতে সৃষ্ট সমগ্র জগত।
যাঁহার সাহাবা কাছে পৃথিবী প্রণত।
অসংখ্য দরূদ আর অসংখ্য ছালাম
তাঁহার উপরে খোদা! পাঠাও নোদান।
ভূলোক-দ্যুলোক যাঁর কারণে রচিত
সহস্র দরূদ তাঁর চরণে অর্পিত।
ছাহাবা ও তাঁহাদের অনুবর্তী যত
তা'দিকে 'রহম' খোদা কর অবিরত।
এহেন অলির পরে কৃপা কর দান
মুক্তির সন্ধান দিতে যিনি যত্নবান।
অলিকুল শ্রেষ্ঠ তিনি কুতুবে জামান
সারা বিশ্ব গুণে তাঁর বিমুগ্ধ পরাণ।
কৃপা কর খোদা তুমি ভক্তগণে তাঁর
স্বার্থ বিনা করে যাঁরা ধরম প্রচার।
হিংসার অনলে যারা দহে অবিরত
তাদিকে কর হে খোদা তওবাতে রত।
হিংসুক দলিত আর পরাভূত হ'ক
অহিংসা যাঁদের প্রাণে, তাঁরা জয়ী হ'ক।
সুধার সমুদ্র সদা থা'ক বর্তমান
হাশর পর্যন্ত যেন সুধা করে দান।
স্বর্গের আশীষ যিনি লইয়া মাথায়
মুক্তির সন্ধান দিতে এসেছে ধরায়।
ইহ-পরকালে খোদা রক্ষা কর তাঁরে
বিপদ আপদ যেন না আসিতে পারে।
বাড়ুক ইসলাম জ্যোতি তাঁহার কল্যাণে
ছুটুক মোছলেম জ্যোতি মুক্তির সন্ধানে।
মৌলানা আজানগাছী অলিকুল রাজ
জগতে করিল জারী ফয়জের কাজ।
সুধাসিন্ধু হ'তে মোরা জলের মতন
সদা যেন পারি নিতে ফয়েজ রতন।
শুভাশীষ সদা হ'ক তাঁহাদের তরে
যাঁহারা লভিছে সুধা ফয়েজ সাগরে।
'অলির' বাসনা পূর্ণ কর দয়াময়
তব সারমেয় যেন তব দ্বারে রয়।

Dhaka University Institutional Repository

০২.৭ মুফতী মোহাম্মদ আযীযুল হক (১৯০৫-১৯৬০)

মওলানা মুফতি মোহাম্মদ আযীযুল হক ১৩২৩/১৯০৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন চরকনাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর বংশধর। তাঁর পিতা ও দাদা ছিলেন যথাক্রমে মওলানা শেখ নূর আহমদ ও মুনশী সুরত আলী। ১১ মাস বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি দাদা ও চাচাদের ছায়াতলে লালিত পালিত হন। ১১ বছর বয়সে তাঁর মাতাও মারা যান।

মুফতী মোহাম্মদ আযীযুল হক স্থানীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩৩/১৯১৪ সালে ১০ বছর বয়সে তিনি জিরী ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় প্রবেশ করেন। এখান থেকে তিনি হাদিসের দাওরা পাস করে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে গমন করেন। সেখানে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহির-এ-উলূম এবং সাহারানপুর থেকে পুনরায় হাদিসের সনদ লাভ করে দেশে ফিরে আসেন।

১৩৪৫/১৯২৬ সালে মরহুম আযীযুল হক জিরী মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ইফতা (ফতোয়া প্রদান) বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত কর্মধ্যক্ষ ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি তের বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর শিষ্য মওলানা যমীরুদ্দীন আহমদের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৩৫৭/১৯৩৮ সালে তিনি পটিয়ায় যমীরিয়া কাসিমুল উলূম (বর্তমানে জামেয়া-এ-ইসলামিয়া) প্রতিষ্ঠা করে এর উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং এ মাদ্‌রাসাকে একটা আদর্শস্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলেন। ১৯৬০ সাল মুতাবিক ১৩৮০ সালের ১৫ রমযান রোজ শুক্রবার সাতান্ন বছর বয়সে মুফতী মোহাম্মদ আযীযুল হক ইহধাম ত্যাগ করেন এবং পটিয়ার জামে মসজিদের পার্শ্বে সমাহিত হন। তিনি মওলানা যমীরুদ্দীনের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও একজন পূর্ণতাপ্রাপ্ত পীর ছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ওয়ায শুনে আল্লাহবিমুখ লোক আল্লাহভক্ত হয়ে যেতেন।

মুফতী মোহাম্মদ আযীযুল হক একজন প্রতিভাবান আলিম, মুফতী, ধর্মীয় বক্তা, বিশিষ্ট তার্কিক ও আরবি কবি ছিলেন। দেওবন্দের 'আদ-দাঈ' (الداعي) নামক আরবি পত্রিকার সম্পাদক এর এক বিশেষ সংখ্যায় দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত আরবি কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

> 'আমরা যদি আল্লামা এজায আলী, শেখ আবদুল হক মাদানী, আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, আল্লামা হাবীবুর রহমান উসমানী, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ ও জনাব আযীযুল হক চাটগামীর কবিতা চর্চার প্রসঙ্গটি তুলে ধরি, তবে দেখতে পাই যে, এঁরা অনেক আরব কবিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এঁদের কোন কোন কাসিদায় ছন্দরীতি বিষয়ক এমন বৈশিষ্ট্যও দেখতে পাওয়া যায়, যা অনেক শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়না।'

মুফতী মোহাম্মদ আযীযুল হকের আরবি রচনা দেখে মনে হয় যে, আরবিতে তাঁর অগাধ দক্ষতা ছিল; আরবি কাব্যচর্চার প্রতিও তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল।

তাঁর আরবি কাব্য চর্চার অন্যতম নিদর্শন হলো 'আযীযুল কালাম ফী মাদহি খায়রিল আনাম' (عزيز الكلام في مدح خير الأنام)। ২৪১ টি শে'র সংবলিত এ আরবি কাসীদা পুস্তিকাটি রসূল করীম (স.) এর প্রশংসায় নিবেদিত। এটি তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে রচনা করেন। তাঁর পুত্র মাহবুবুর রহমান এর উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করেন। মূলসহ ৪৭ পৃষ্ঠার এই অনুবাদ পুস্তিকাটি চট্টগ্রামের ইসলামীয়া প্রেস থেকে ১৩৪৮/১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।[27] মুফতী মোহাম্মদ আযীযুল হকের আরবি কাব্যের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি শে'র উপস্থাপন করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

هو خالق ذا خلقه فتفاوة + ما بين زينك يعجزا التبيان

وحليمة فازت به برضاعته + فشيا هها ازدادت به ألبانا

إذ عندها شق صدره مرة + أخرى فأخري شقه مولانا

فلخم تزكية وتحلية جري + شق لصدر أكمل العرفانا

ذا الشق أنكر من تولى كبره + واتي بقول باطل طغيانا

كم من طبيب شق بطن مريضه + ويل لجاهد شقه عدوانا

هو أكمل ذاتا وتزكية كذا + دينا تفوق دينه الأديان[২৮]

ভাবানুবাদ

আল্লাহ হলেন স্রষ্টা, আর তিনি (নবীজী) তাঁর সৃষ্ট বান্দা;
রয়েছে এ দুয়ের মাঝে বর্ণনাতীত তফাত।
খাইয়েছিলেন দুধ তাঁকে হযরত হালীমা
এ ছিল তাঁর ভাগ্য;
দুধেল হয়েছিল তাই তাঁর বকরী সকল।
যবে ছিলেন তিনি হালীমার সকাশে,
বিদীর্ণ করা হয় তাঁর বক্ষপট;
বিদীর্ণ করেন প্রভু তাঁর বুক
আরো কয়েকবার।
ছিল ভরপুর মারিফতে তাঁর বক্ষ;
চরম পবিত্রতা আর শোভা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছিল
এই বক্ষ বিদারণ।
মানেনা কিছু অহংকারী লোক তাঁর এই বক্ষবিদারণ;
বলছে তারা অবাধ্যতার ছলে অনেক বাতিল কথা।
অথচ করছে অস্ত্রপচার কত যে ডাক্তার
রুগীর উদরে;
হবে এই অবাধ্য অবিশ্বাসীর
বিনাশ আর নিপাত।
ব্যক্তি সত্তা আর পবিত্রতার চরম উৎকর্ষে উপনীত তিনি;
সকল ধর্মের সেরা তাঁর ধর্ম- ইসলাম।

০২.৮ আলী আহমদ কদুরখিলী (মৃঃ ১৯৬২)

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানাধীন কদুরখিল গ্রামে মওলানা আলী আহমদের জন্ম হয়। মুনশী আবদুল লতীফ ছিলেন তাঁর পিতা। মওলানা আহমদ জিরী মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ

Dhaka University Institutional Repository

গমন করেন। এবং দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় হাদিস ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করেন। অতঃপর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফাযিল' (স্নাতক) পাশ করে দেশে ফিরে আসেন।

কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি জিরী, সরকভাটা, চারিয়া ও চট্টগ্রাম মাযাহির-এ-উলূম মাদ্‌রাসায় হাদিস ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি যমীরিয়া কাসিমুল উলূম মাদ্‌রাসায় একাধারে তিন বছর হাদিস শিক্ষা দেন। ১৩৮২/১৯৬২ সালে তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন।[29]

আরবি ভাষায় তাঁর অগাধ দক্ষতা ছিল। হাদিস শাস্ত্রে তিনি আরবিতে 'হাদইয়াতুল-মুজতানা' (هدية المجتني) নামক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। আরবি সাহিত্য বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরবি ও ফার্সিতে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করতেন। মওলানা যমীরুদ্দীনের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি একটি দীর্ঘ আরবি মার্সিয়া রচনা করেন। মার্সিয়াটি ফয়েয আহমদ ইসলামাবাদী সংকলিত 'তাযকিরায়ে যমীর' নামক গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। সেই কবিতা থেকে কয়েকটি শে'র (পংক্তি) তুলে ধরা হলো:

ما تلك في ارض القلوب تزلزل + فوادي وجسماني وروحي تململ

تحدث أحبار القلوب قلوبنا + وتصدر أشتاتا نفوس وتسأل

هل اقتربت ساعة قبل ساعة + واشراطها الكبرى علينا تنزل

أم اليوم يوم ينفخ الصور نافخ + فكيف نفوس العالمين تقلقل

قد اصفر وجه والعيون هوامع + ولأفئدة منها هواء تجلجل

أم استتر الأفاق أفاق عالم + دخان مبين ما أشار المنزل

فاغطش ليل قد سجته غياهب + غياهب حزن في سماء تهلهل[30]

ভাবার্থ

কি হলো! অন্তরদেশ কেন কম্পিত?
আমাদের মন, শরীর ও আত্মা কেন উদ্বিগ্ন?
আমাদের অন্তর তুলে ধরছে সকল অন্তরের মর্মধ্বনি,
বেরিয়ে পড়ছে সকল মানুষ এদিক সেদিক আর বলছে:
কিয়ামতের আগেই কি এসে গেল কিয়ামত?
ভেসে উঠছে আমাদের চোখের সামনে তার বড় বড় আলামত।
শিঙ্গা ফুঁকার দিন কি এসে গেল?
বিশ্ব-প্রাণ কেন আজ কম্পিত?
চেহারা আজ মলিন, চক্ষু অশ্রুসিক্ত,
অধীর আজ সকলের মন-প্রাণ
ছেয়ে গেছে বিশ্বের দিকে দিকে খোলা ধুম্রজাল,
অথচ করেনি ইঙ্গিত বর্ষার মেঘরাশি।
ঘনীভূত হয়েছে রাতের আঁধারে মেঘরাশিতে,
কাঁদছে আকাশে উদ্বেগের জলধর।

Dhaka University Institutional Repository

০২.৯ নযীর আহমদ আনওয়ারী (১৯১৩-১৯৭৩)

মওলানা নযীর আহমদ আনওয়ারী ১৯১৩-'১৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন চারিয়া গ্রামে মুরাদপুর পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুলাম হুসাইন মাতব্বর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। নযীর আহমদ সাত বছর বয়সে মওলানা হেদায়ত হুসাইন সন্দ্বীপীর নিকট প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর হাটহাজারী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা করেন (১৯১২-২৯)। ১৯৩২ সালে তিনি সুরাটের ডাবিল মাদ্‌রাসায় আল্লামা আনওয়ার হুসাইন আহমদ মাদানী ও সৈয়দ আসগর হুসাইন দেওবন্দী প্রমুখ উস্তাদের নিকট উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর।[31]

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে নযীর আহমদ কিছুকাল হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর মওলানা আতীকুর রহমান দেওবন্দীর সহযোগিতায় তিনি কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় হাদিস ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) তিনি সে মাদ্‌রাসা ত্যাগ করে পুনরায় হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেন। তিনি এ মাদ্‌রাসায় 'নাদওয়াতুল মুয়াল্লিফীন' (গ্রন্থকার সমিতি) এর সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি শিক্ষক সমিতিরও প্রধান ছিলেন। ১৩৯৭ হিজরীর ২৭ রমযান মোতাবেক ১৯৭৩ সালে ষাট বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং মুরাদপুরে সমাহিত হন।

নযীর আহমদ আনওয়ারী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আলিম এবং আরবি, ফার্সি ও উর্দূর বিশিষ্ট কবি। আরবি, ফার্সি ও উর্দূ গদ্য সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা রয়েছে। হামদ, না'ত ও মার্সিয়া বিষয়ক তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। 'আনীসুল আরাব' নামক তাঁর আরবি গ্রন্থটি ও তাঁর আরবি কবিতাসমূহ পাঠ করলে সহজেই অনুমিত হয় যে, আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দখল ছিল।[32]

হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রশংসা করে মরহুম নযীর আহমদ আরবিতে যে কাসীদা রচনা করেন, সেখান থেকে কয়েকটি শে'র তাঁর আরবি কাব্যের প্রতীকস্বরূপ নিম্নে পেশ করা হলো:

دار العلوم وهل دار تساويها + وهل تقاس بها الدنيا وما فيها

بنائها أيها الإخوان من شرف + شيخ الكمال حبيب الله رح بانيها

شمس الهدي بزغت فيها بلايب + ولا يرى في بسيط الأرض ثانيها

دروسها الفقه والآثار نائمة + ثم التفاسير قد طابت مثانيها

وإنما هي للإسلام قاموس + في جوفه ورد العرفان غاليها

بحر خضر هي بالعلم موفو ر + للدين ساقية والله ساقيها

وقد جرى منه كم من عين إيمان + شيخ الكرام ضمير الدين حاميها

وفي إشاعة علم الشرع تعليما + أيامها قد مضت حتى لياليها

وأنها في سماء العلم إشراقا + فاقت ذكاء سماء لا تضاهيها

فيها أساتذة جواد طلاب + من الممالك قاصيها ودانيها

فازوا بما طلبوا فوق الذي شلوا + ويجعل الله ما يأتي كما شيها

فيها مشائخ من أعين ذي شرف + شيخ المشائخ إبراهيم واقيها

يدعوك يا ربنا النذير مضطربا + اجب دعوته تبا لعاديها[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

ভাবার্থ

দারুল উলূমের সমতুল্য আর কি কোন প্রতিষ্ঠান আছে? দুনিয়া ও দুনিয়ার সর্বস্ব কি তাঁর সমতুল্য হতে পারে? ভাই সব! এর ভিত্তি হলো একজন কামেল উস্তাদের অবদান। হাবীবুল্লাহ হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

তথায় নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হয়েছে পথ-নির্দেশের রবি। এ প্রতিষ্ঠানের জুড়ি নেই দুনিয়ার বুকে। এতে সুষ্ঠুরূপে নিত্য শেখানো হয় ফিকহ, হাদিস, তফসীর আর কুরআন।

এ প্রতিষ্ঠান হলো ইসলামের বিশ্বকোষ; এতে নিহিত রয়েছে মারিফতের অমূল্য তসবীহমালা।

এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞানে ভরপুর, উদার ও প্রাচুর্যময় সাগরের ন্যায়; এটি নিবারণ করছে ধর্মীয় জ্ঞানের পিপাসা; আল্লাহ হলেন এ প্রতিষ্ঠানের সাকী (তৃষ্ণা নিবারক)।

এ প্রতিষ্ঠান থেকে উদগত হয়েছে ঈমানের কত ঝরনা। সর্ব উস্তাদ যমীরুদ্দিন হলেন এ প্রতিষ্ঠানের সহায়ক।

এর নিশি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে শরীআতের শিক্ষা প্রচারে।

জ্ঞান-জগতে আর জ্ঞান বিতরণ ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি হলো সকল জ্ঞানদায়ক গগনের সেরা; নেই এর কোন তুলনা।

এতে রয়েছেন উৎকৃষ্ট শিক্ষকমন্ডলী, নিকটের ও দূরের দেশের ছাত্রবৃন্দ।

তারা (ছাত্ররা) যা চেয়েছে, পেয়েছে তার চাইতেও বেশী; আল্লাহ এর খ্যাতি অটুট রাখবেন ভবিষ্যতে অতীতের মতো।

এতে রয়েছেন সম্মানিত সেরা শিক্ষকমন্ডলী; সর্ব উস্তাদ ইব্রাহীম হলেন এর তত্ত্বাবধায়ক।

হে আল্লাহ! নযীর আহমদ ডাকছে তোমায় অধীর আগ্রহে; সাড়া দাও তার ডাকে; নিপাত যাক তার শত্রুদল।

০২.১০ হাফিয মুহাম্মদ কুব্বাদ (মৃঃ ১৯৭৫ খ্রীঃ)

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন জাহানাবাদ গ্রামে হাফিয মুহাম্মদ কুব্বাদের জন্ম। তাঁর পিতার নাম হাজী টুকু মিঞা। তিনি (কুব্বাদ) কিছুদিন জাহানাবাদ মাদ্‌রাসায় মওলানা আশরাফের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বেশ কিছুদিন বটতলীর (লক্ষীপুর) মওলানা আবদুল আযীযের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা ও দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্‌রাসা থেকে। শিক্ষাশেষে আধ্যাত্মিক সবক হাসিল করেন মওলানা আশরাফ আলী থানবীর নিকট। তিনি তাঁর খলীফাও (আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি) ছিলেন। দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে তিনি জাহানাবাদ মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ ২৫ বছর বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন। তাঁর পরিচালনাধীনে মাদ্‌রাসাটি জামা'ত-এ-পাঞ্জুম থেকে জামা'ত-এ-উলা পর্যন্ত উন্নীত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় আরো কয়েকটি মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে দমদমা মাদ্‌রাসা অন্যতম। এটাও তাঁর উদ্যোগে জামাত-এ-উলা এর পর্যায়ে উন্নীত হয়। চব্বিশ পরগনা জেলার হাসনাবাদেও তিনি একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধাপরাভূত হয়ে তিনি সেখানে দীর্ঘ দিন কাটান। ১৯৭৫ সালে সেখানে পরলোকগমন করেন এবং তথায় তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি একজন বিশিষ্ট আলিম, কুরআনে হাফিজ ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন।[34]

আরবি কবিতা রচনার প্রতি হাফিয কুব্বাদের ঝোঁক ছিল। রাসূল (স.) এর প্রশংসায় তিনি 'আহমাদুল আরাব' নামে ২২৫ টি শে'র বিশিষ্ট একটি আরবি পুস্তিকা রচনা করেন (১৯৪১)। এটি সাতটি কাসীদার সমষ্টি। ১ম টিতে নবীজীর জন্মভূমির বর্ণনা, ২য় টিতে তাঁর ওসীলায় পারলৌকিক মুক্তি লাভের বর্ণনা, ৩য় টিতে তাঁর গড়ন, ৪র্থ টিতে তাঁর বাণী-ভঙ্গি, ৫ম টিতে আচার-ব্যবহার, ৬ষ্ঠ টিতে মে'রাজের বিবরণ এবং ৭ম টিতে তাঁর বংশধরদের প্রশংসা স্থান পেয়েছে। কবি স্বয়ং এ কাসীদাগুলোর উর্দূ অনুবাদ, স্থান বিশেষে জটিল বাক্যের ব্যাখ্যা ও কঠিন

শব্দসমূহের পদবিন্যাস করে বিষয়বস্তুর সরলীকরণের প্রয়াস চালিয়েছেন। ৬৩ পৃষ্ঠা সংবলিত এ পুস্তিকাটি নোয়াখালীর বিজয়নগরের আশরাফিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাফিয মুহাম্মদ কর্তৃক ঢাকার এমদাদিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি সম্পর্কে এর শীর্ষ পাতায় মওলানা আশরাফ আলী থানবী, মওলানা যফর আহমদ উসমানী, ডাবেল (সুরাট) মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রয়েছে। এ পুস্তিকা পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, নবীপ্রেমে মগ্ন হয়েই তিনি এ কাসীদাগুলো রচনা করেছেন। রচনাটি আরবি ভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এ পুস্তিকার ৫ম কাসীদা থেকে কয়েকটি শে'র (পংক্তি) উপস্থাপন করা হলোঃ

بموعظة قد حذر الناس دائما + لان لا يساقوا في مقام الغوائل

يولقهم من غير تفريقهم وذا + لمن حسن تدبير وخير شمائل

ومن كان في قوم كريما فانه + عليهم يؤليه لمجد موئل

وأصحابه من رافه يتفقد + ويسألهم عما جرى في القبائل

وما كان توطين الاماكي دأبه + وينهي عي الايطان غير محلل

إذا ينتهي عند المجالس يجلس + بحيث انتهي فيها لغير تخلل[35]

অনুবাদ

তিনি (নবীজী) নিত্য উপদেশমূলক বাণী শুনিয়ে লোকের মনে আল্লাহ ভীতির উদ্রেক করতেন যেন তারা বিপথগামী না হয়।

তিনি লোক সমাজে সৃষ্ট করতেন ঐক্য, বিচ্ছেদ নয়। এসব ছিল তাঁর সৎকর্ম ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের ফলশ্রুতি।

লোক সমাজে যাঁরা ছিলেন শরীফ ও মহৎ, তিনি তাঁদেরকেই সে সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন।

তিনি আন্তরিকতা সহকারে সাহাবাগণের হাল-হাকিকত জানতে চাইতেন। বিভিন্ন গোত্রে যা কিছু ঘটতো, তাঁদের নিকট তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

মজলিস বা মসজিদে নিজের জন্য আসন নির্ধারিত করা তাঁর স্বভাব ছিল না। এরূপ আসন নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি নিষেধ করতেন এবং এ কাজকে অবৈধ বলেই মনে করতেন।

মজলিসে গেলে যেখানে স্থান পেতেন, সেখানেই তিনি বসে পড়তেন; লোকের ভিড়ে তিনি প্রবেশ করতেন না।

০২.১১ মুহাম্মদ নূরুল্লাহ (মৃঃ ১৯৭১-৭২)

কারী মওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ বাংলা ১৩২৬ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানাধীন মীর আলীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা নোয়াব আলী চৌমুহনী স্টেশনের পূর্বদিকে করীমপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। মরহুম নূরুল্লাহ সাহেব এ মাদ্রাসায় তাঁর পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসা এবং দারুল উলূম মাদ্রাসা থেকে হাদিসের 'দাওরা' পাস করে দেওবন্দ গমন করেন এবং দারুল উলূম মাদ্রাসা থেকে প্রথম স্থান লাভ করে পুনরায় হাদিসের সনদ প্রাপ্ত হন। তাঁর উস্তাদবর্গের মধ্যে মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মিঞা সাহেব ও আসগর হুসাইনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে মওলানা নূরুল্লাহ তিন বছরেরও অধিককাল দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্রাসার শিক্ষকতা করেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল চমৎকার। তাই এ সময় পরীক্ষার সনদ লেখার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত ছিল। দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমত উক্ত করীমপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসায়, অতঃপর চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। হাটহাজারী মাদ্রাসা ত্যাগ করার পর তিনি কিছুদিন নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসায়

এবং সর্বশেষ নোয়াখালী কারামতিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি মাইজদী জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্বও পালন করতেন। এ মসজিদের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি বিধানে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। জীবনের শেষলগ্নে তিনি স্থানীয় এক বিশেষ মহলের কারসাজির শিকারে পরিণত হয়ে মাদ্রাসার শিক্ষকতা ও উক্ত জামে মসজিদের ইমামতি ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং এক মসজিদে ইমামতি করতে থাকেন। এ দায়িত্ব পালনকালেই ১৯৭১-৭২ সালে তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।[36]

মওলানা নূরুল্লাহ মেধাসম্পন্ন ও বিশিষ্ট আলিম, কবি ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি উর্দু, ফার্সি ও আরবি-এ তিন ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন। তাঁর শ্বশুর ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম মক্কা শরীফের সওলাতিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা শেষে তিনি সেখানে শিক্ষকতাও করেন। সেই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানকার এক আরব মহিলাকে বিয়ে করেন। কিন্তু পিতার নির্দেশে তিনি সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরে আসেন। মওলানা নূরুল্লাহ ক্বারী ইব্রাহীমের ঔরসজাত এক কন্যা বিয়ে করেন এবং এ সূত্রে সহজ উপায়ে আরবি ভাষা শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তিনি যেসব পত্র বিনিময় করতেন, তাতে উদ্দিষ্ট কথার ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত উর্দু-আরবি কবিতা জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেন। তিনি অনর্গল আরবিতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর কতক আরবি কাসীদা দেওবন্দের মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়। দৈনিক আজাদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মুহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দীকীর নিকট ১৯৬২ সালের ৪ নভেম্বর লেখা এক পত্রে তিনি বলেন:

> "বিভিন্ন ভাষায় আমি কাসিদা ও গযলসমূহ রচনা করেছি। কতকটা প্রকাশিত হয়েছে, আর কিছুটা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। গ্রন্থক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় ধরনের রচনা রয়েছে। বর্তমানে আমার কাছে ফার্সি, উর্দু ও আরবিতে লেখা প্রশংসামূলক কাসীদা, না'তিয়া, মার্সিয়া ও গযল রয়েছে। তবে দীওয়ানের আকারে সাজানো হয়নি।"[37]

বন্ধু-বান্ধবের নিকট চিঠিপত্র লেখার পদ্ধতি পেশ করতে গিয়ে তিনি কতগুলো আরবি শে'র তাঁর 'আদ-দুরারুল মানছুরাহ' (الدرر المنثورة) নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। খুব সম্ভব এগুলো তাঁরই স্বরচিত কবিতা, সেখান থেকে তাঁর কয়েকটি শে'র (পংক্তি) তুলে ধরা হল:

لقد طال النوى وازداد شوقي + واحرق مهجتي لهب الغرام

فيوم لا أراك كألف شهر + وشهر لا أراك كألف عام

كتبت وفي فوادي نار شوقي + لها لهب وفي جفني انسكاب

فلولا النار بل الدمع خطى + ولو لا الماء لاحترق الكتاب

عندي من الشوق مالوان أيسره + يلقي على فلك الدوار لم يدر

الله يعلم أني في دعائكم + أو في ألوري واليكم أشوق الناس

ومن عجب أني احن اليهم + واسأل شوقي عنهم وهم معي

وتبكيهم عيني وهم في سوادها + ويشكو النوى قلبي وهم بين اضلعي

إذا اشتاقت العينان نحوك نظره + تمثلت لي في القلب من كل جانب

الجسم من نار البعاد حريق + والروح في روح الوصال غريق

لساني وقلبي يفرحان بذكركم + وما المرء إلا قلبه ولسانه

Dhaka University Institutional Repository

خيالك في عيني وذكرك في فمي + ومثواك في قلبي فكيف تغيب

لو إن البحر أصبح لي مدادا + اخط به إلي يوم التناد

لما أحصيت عشر عشير عشر + من الشوق الذي لك في الفواد

وما شوقي إلى لقياك أمرا + يحيط به كتاب أو رسول

وداد كم في القلب راس فراسخ + وان كان ما بين النفوس فراسخ[৩৮]

০২.১৩ আবদুল মুনইম যওকী (মৃ. ১৯১৫)

মুহাম্মদ আবদুল মুনইম যওকী সিলেট জেলার লংলা পরগনাধীন ইউসুফপুর গ্রামের এক শরীফ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চৌধুরী মোহাম্মদ সনওয়ার ছিলেন তাঁর পিতা এবং চৌধুরী মুহাম্মদ নওয়াব ছিলেন পিতামহ। কলকাতার শামসুল উলামা সফীউল্লাহ ছিলেন যওকী সাহেবের জামাতা।

যওকীর পেশা ছিল শিক্ষকতা। চাকরিজীবনের প্রথম দিকে তিনি ঢাকা কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের আরবি-ফার্সির অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় (কবি কাজী নজরুল কলেজ) আরবি-ফারসির অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। মৌলবী আবদুল করীমের পর ১৮৯৯ সালে তিনি অত্র মাদ্‌রাসার সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন এবং ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর সময়েও মাদ্‌রাসার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর উদ্যোগে মাদ্‌রাসার নিকটবর্তী ভাফরিন হোস্টেল স্থাপিত হয়। ১৯০২ সালের ২৪ জুলাই লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন উডবোরন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালের ২৯ আগষ্ট যওকীকে হুগলী কলেজের আরবির অধ্যাপকরূপে বদলী করা হয়।[39]

যওকী সাহেব সুশ্রী, সদাচারী ও পোষাক পরিচ্ছদে পরিপাটি ছিলেন। ঢাকার গণ্যমান্য লোকেরা এবং ঢাকার নওয়াব আবদুল গনী তাঁর কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। ১৯১৫ সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র আবুল লাইস আসামের জনশিক্ষা পরিচালক ছিলেন (মৃঃ ১৯৫৯)।

যওকী একজন বিশিষ্ট আরবি-ফারসি কবি ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাঁর জীবনের গোড়ার দিকেই খানবাহাদুর নাস্‌সাখ তাঁর উদীয়মান কাব্য প্রতিভা দেখে চমৎকৃত হন এবং তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন: 'তিনি বিবেক বুদ্ধি ও উচ্চ ধ্যানধারণার অধিকারী। আরবি, ফার্সি ও উর্দূ-এ তিন ভাষাতেই তিনি কাব্যচর্চা করেছেন এবং চমৎকার কবিতাই রচনা করেছেন। আরবি সাহিত্যে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়'।[40]

সমসাময়িক কবি মুনশী রহমান আলী তায়েশ (মৃঃ ১৯০৮) যওকীর সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন করে বলেন: তিনি আরবির একজন বড় সাহিত্যিক ও কবি। সর্ব বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা রয়েছে'।

যওকী আরবি কাসীদা রচনায় নিপুণ ছিলেন। তিনি সমসাময়িক কোন কোন কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কেও কাসীদা রচনা করেন। খানবাহাদুর আবদুল গফুর নাস্‌সাখ সম্পর্কে তাঁর একটি কাসীদা হাফিয আবদুল হামীদ সংকলিত 'কাসায়িদ মুনতাখাবা' (قصائد منتخبه) নামক গ্রন্থে স্থানলাভ করে। আবুল মাআ'লী আবদুর রউফ ওহীদ রচিত 'ইনতেখাব-এ-দিওয়ান-এ-ওহীদ' (انتخاب ديوان وحيد) নামক গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে যওকী ফারসি ভাষায় ওহীদের জীবন ও কার্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ওহীদের প্রশংসায় ২৩টি আরবি শে'র রচনা করেন। এ শে'রগুলো ওহীদের দীওয়ানের শেষের দিকে সন্নিবেশিত করা হয়। আবদুল গফুর নাস্‌সাখ

Dhaka University Institutional Repository

'তাযকিরাতুল মুআসিরীন' গ্রন্থে যওকীর আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ৪৭টি শে'র উদ্ধৃত করেন। নিম্নে ইনতেখাব-এ-দীওয়ান-এ-ওহীদ' থেকে আবদুর রউফ ওহীদের প্রশংসায় লিখিত যওকীর কয়েকটি আরবি শে'র নমুনাস্বরূপ পেশ করা হল:

لكل من الأعصار فخر ومن به + تفاخر في هذا الزمان وحيد

أديب له في كل فن براعة + وباع طويل في العلوم مفيد

وبحر له بين المجامع زخرة + لها عند أبحار العلوم هد يد

إذا قال شعرا فالنديم مسكر + وان قال قولا فالمقال سديد

قواف له مهما اعدنا سحرننا + وإذا ما استمعنا حسنهن يزيد[১]

অনুবাদ

প্রত্যেক যুগেরই বিশেষ একটি গৌরব থাকে;
এ যুগে আমাদের গৌরব হলো ওহীদ।
তিনি একজন সাহিত্যিক; প্রত্যেকটি বিষয়ে রয়েছে তাঁর অগ্রগতি;
নানা বিষয়ে রয়েছে তাঁর অবাধ ও ফলপ্রসূ দক্ষতা;
তিনি হলেন একটি জ্ঞান-সাগর;
বিভিন্ন জলসায় তিনি পরিবেশন করেন জ্ঞান সম্ভার;
সভা-সমিতিতে ধ্বনিত হয় তাঁর জ্ঞান-সাগরের প্রতিধ্বনি।
তিনি কবিতা পড়লে মন্ত্রমুগ্ধ হয় সঙ্গীরা;
তিনি কথা বললে তা হয় সঠিক ও মহলমাফিক।
তাঁর কবিতা যতই পাঠ করা হয়, ততই আমরা হই মন্ত্রমুগ্ধ;
সেগুলো যতই খতিয়ে দেখি, ততই বৃদ্ধি পায় তাদের সৌন্দর্য।

০২.১৪ সিরাজুদ্দীন সিরাজ

তাঁর মূল নাম সিরাজুদ্দীন; কাব্যিক নাম সিরাজ (প্রদীপ)। তিনি ফরিদপুর জেলার ফেউন্দিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত তথায় অতিবাহিত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বসতি স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদে। সৈয়দ নুরুল হাসানের ভাষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। ছোট বেলা থেকেই তিনি আরবি ও ফারসিতে কাব্য রচনা করতেন। কবি নাস্‌সাখের বক্তব্যানুসারে তিনি আরবি, ফারসি, উর্দূ- এই তিন ভাষাতেই কাব্য চর্চা করতেন। তিনি (নাস্‌সাখ) যখন রাজশাহীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন (১৮৬৩-'৬৬) তখন সিরাজের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর অনেক আরবি-ফারসি কবিতাও তিনি দেখতে পান। নাস্‌সাখের নিকট সিরাজের দিওয়ানের অংশ বিশেষ সংগ্রহীত ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সিরাজের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা নেই। তবে তিনি ১৮৭৫ এর পর কোন একসময় ইন্তেকাল করেছেন বলে অনুমিত হয়।

কবি সিরাজের অপ্রকাশিত ফারসি দিওয়ানে একটি আরবি গযলও রয়েছে। এ গযল পাঠে তাঁর আরবি দক্ষতার পরিচয় মেলে। সে গযল থেকে কয়েকটি ছত্র তুলে ধরছি:

جذوة في مهجتي حب الحبيب + ما لها المطفى ومن خير الطبيب

Dhaka University Institutional Repository

تختفي شمس بخيم فلتقل + وجهه شمس لها غيم رقيب
صيحتي من هجر من أهوى + من فراق الجل يصيح العندليب
اصطبر بالهجر يا أهل الو لا + وصله في العمر شيء كالعجب
لا صفاء القلب إلا بالرحيق + لا صلاح الطفل إلا بالأديب
فاحتفظ ما قال حبر سراج + ما تسلي من أبي وعظ اللبيب[৫২]

ভাবার্থ

অস্থিরতা করছে বিরাজ মোর মনোরাজ্যে;
নেভাতে পারে বন্ধুর প্রেমাগ্নি-
আছে কি কোথাও এমন কিছু?
সূর্য অদৃশ্য হয় মেঘের আড়ালে,
কিন্তু বলবো আমি: তার চেহারাখানি
এমনি এক রবি
যাকে সারাক্ষণ পাহারা দেয় মেঘরাশি।
যে আমায় করেছে প্রলুব্ধ,
তারি লাগি এমনি অস্থির আমার মতি
বুলবুল যেমন অস্থির হয় গোলাব-বিরহে।
হে প্রেমিক! ধৈর্য ধর বিরহে,
প্রিয়ার মিলন নিশ্চিত আজব বস্তু এ হেন জীবনে।
মনের সাফাই নয় সম্ভব
যদি না মেলে খাঁটি শরাব;
বালকের চরিত্র শোধন নয় সম্ভব,
যদি না মেলে প্রশিক্ষক।
হে সিরাজ! মনে রেখো
জ্ঞানী জনের বাণী:
যে মানেনা বুদ্ধিমানের উপদেশ,
পাবেনা সে কভু জীবনের ইপ্সিত সান্ত্বনা।

০২.১৫ তাজুল ইসলাম (১৮৯৬-১৯৭১-২)

মওলানা তাজুল ইসলাম ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত নাসীরনগর থানাধীন ভূবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আনওয়ারুদ্দীন একজন খ্যাতনামা আলিম ছিলেন। মওলানা তাজুল ইসলাম পিতার নিকটে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা করেন। তখন তিনি কিছুটা ইংরেজীও শেখেন। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন সিলেটের বাহুবল মাদ্‌রাসা থেকে। অতঃপর সিলেট গভর্নমেন্ট মাদ্‌রাসা থেকে ১ম বিভাগে ১ম স্থান লাভ করে ফাযিল পরীক্ষায় পাস করেন। পরবর্তী সময় দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় চার বছর উচ্চ পর্যায়ের হাদিস, ফিকহ, তফসির, আকায়িদ ও আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর এ সময়কার উস্তাদবর্গের মধ্যে আনওয়ার শাহ কাশমিরী, শিব্বীর আহমদ উসমানী, মিঞা সাহেব, সৈয়দ আসগর হুসাইন ও মুফতী আযীযুর রহমান উল্লেখযোগ্য। মওলানা তাজুল ইসলাম ছাত্রজীবনেই ধর্মীয় বিতর্কে বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্‌রাসায় উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাদি অধ্যয়নকালে উস্তাদগণ তাঁকে কাদিয়ানী ও রাফিযীদের সংগে বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠান। একদা তিনি পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ তাকে ডেকে কাদিয়ানীদের সংগে বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য পাঞ্জাব পাঠান। উভয় পক্ষ বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হলে বিরুদ্ধ শিবির থেকে এ মর্মে শর্তারোপ করা হলো যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত আরবি কবিতার মাধ্যমে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। মওলানা তাজুল ইসলাম তাঁদের শর্ত মুতাবিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং উপস্থিত আরবি কবিতার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যান। শতাধিক শে'র পেশ করা হলে বিরুদ্ধ শিবির পরাস্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতবাদ গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, মওলানা সাহেবের সে কবিতাগুলো এখন আর পাওয়া যায় না।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে মওলানা তাজুল ইসলাম দেওবন্দে অবস্থানকালেই সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানীর হাতে বায়আত গ্রহণ করে তাঁর খলীফা নিযুক্ত হন। দেশে ফিরে তিনি ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় বিতর্ক ও বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর পাশাপাশি তিনি আজীবন শিক্ষকতায়ও রত থাকেন। তিনি প্রথমে কুমিল্লার সুয়াগাজী মাদ্‌রাসায়, অতঃপর জামিয়া-এ-মিল্লাতে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেবাগঞ্জ বাজারস্থ ইউনুসিয়া ফয়যিয়া মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন এবং এখানেই জীবন সাঙ্গ করেন। শোনা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানকালেও তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ানী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মওলানা তাজুল ইসলাম ১৯৭১-'৭২ সালে পঁচাত্তর বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সমাহিত হন। তাঁর বহুসংখ্যক ভক্ত ও গুণগ্রাহী রয়েছে। জানা গেছে যে, ইউনুসিয়া ফয়যিয়া মাদ্‌রাসার কর্তৃপক্ষ মরহুম মওলানা সাহেবের নামে মাদ্‌রাসায় একটি চেয়ার সংরক্ষিত রেখেছেন।[43]

মওলানা তাজুল ইসলাম ছিলেন একজন অকুতোভয় শ্রেষ্ঠ আলিম, সেরা হাদিসবিদ, ধর্মীয় বক্তা, প্রখ্যাত তার্কিক, বিশিষ্ট আরবি কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানীর কুমিল্লা শহরে আগমন উপলক্ষে তিনি 'আল-কাসীদাতুত-তারহীবিয়াহ-ওয়াল-কারীযাতুত-তানযীমিয়াহ' (القصيدة الترحيبية والقريظة التنظيمية) নামক একটি স্বরচিত আরবি কবিতা পাঠ করে শুনান। এ কবিতাটি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আরবি ভাষা ও আরবি কাব্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এ কাসীদাটি কুমিল্লা দারোগা বাড়ির আযীযুর রহমানের সম্পাদনায় স্থানীয় নাজুরী ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাসীদা থেকে কয়েকটি শে'র তুলে ধরা হলো:

هبت كغانية راحت كرافلة + عند الصباح نسيم الصبح بهتانا

فأضحكت زهره سرت عنادله + وقشعت عن زوايا الحزن أحزانا

فالقلب منتظر والعين طامحة + إلى محيا حبيب الله مولانا

كأني صرت عينا عند رويته + لا بل تحول كل الجسم إنسانا

قد كنت من شائمي الالطاف منتظرا + حتى افضت وليا منك اولانا

بل كنت في الهجر كالحيتان في رمل + لقد سقيت سقا الله حيتانا

ما كان جرمك غير الحق من ارم + فنشر الله كفار أو نصرانا

أحييت من ميتك الدنيا شرا شرها + هندا فسندا فبنجا لا فأفغانا[44]

ভাবানুবাদ

ভোরের বায়ু মেলে দিলো তার অধীর পাখা,
গায়িকা যেমন ছড়িয়ে দেয় তার আঁচল খানা।

Dhaka University Institutional Repository

হাসিলো উষার ফুল, খুশী হলো ভোরের বুলবুল,
মুছে দিল হৃদয়-কোণের যতসব আকুলি-ব্যাকুলি;
হৃদয় অপেক্ষমান, নয়ন উদগ্রীব, তারা চেয়ে আছে
মওলানা সাহেব তথা আল্লাহর বন্ধুর আগমন পানে।
দর্শনে তাঁর ধরিয়াছে মুকুলের শোভা,
না, না, লভিছে সকল মানুষ বকুলের আভা।
ছিলাম করুণা-পিপাসু, উৎকণ্ঠ, অধীর,
যবে ছিলে না তুমি গুরু আর শিরোমণি মোর।
ছিলাম বিরহ বিধূর মৎস্যের ন্যায় বালু কণিকায়,
নিবারিলে তুমি মৎস্যের পিয়াস,
মেটাবেন খোদা পিয়াস তোমায়।
তুমি কি ছিলে না এরাম বাগের খোদাই শের,
নাশিলেন খোদা তোমার হাতে কাফের-খ্রীষ্টান।
জেগেছে তোমার ডাকে সারা বিশ্বের পরাণ,
ভারত, সিন্ধু, বাংলা আর আফগানিস্তান।

০২.১৬ সৈয়দ আবদুর রশীদ শাহজাদপুরী

তাঁর মূল নাম সৈয়দ আবদুর রশীদ; কাব্যিক নাম হাস্‌সানী। তিনি নিজ নামের সাথে কোথাও কোথাও আল-হুসাইনী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হুসাইনী সৈয়দ ছিলেন। তাঁর আবাস ছিল পাবনা জেলায় এবং শিক্ষালাভ করেন রাজশাহী মাদ্‌রাসায়। তাঁর কর্মজীবন বৈচিত্রময়। একসময় তিনি ঢাকা কলেজে ফার্সি ও আরবির অধ্যাপক ছিলেন। কিছুকাল রাজশাহী মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। কলিকাতা মাদ্‌রাসায়ও তিনি শিক্ষকতা করেন। কেবল মাদ্‌রাসা আর কলেজেই নয়, কিছুদিন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল তিনি শাহজাদপুরে সাব-রেজিষ্ট্রার পদে চাকরি করেন। লোক মুখে শোনা যায়, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে কলকাতায় নিহত হন। ভোর বেলায় তার লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কলকাতার গোবরা কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

আবদুর রশীদ আরবি, ফারসি ও উর্দূ- এই তিন ভাষায় অবারিত কবিতা রচনা করতেন। তিনি কাসীদাই বেশী লিখতেন। তাঁর কাসীদাসমূহে কৃত্রিমতা নেই; ভক্তিগদগদ চিত্তে তিনি এসব কাসীদা রচনা করেন। তাই এগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ততা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কাব্যের ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও গতিশীল। সত্যিকার অর্থেই তিনি কবি মানসের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবি কবি বলা যায়।

রাসূল করীম (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রশংসায় তিনি জাহেলী যুগে রচিত 'সাবআ মুআল্লাকা'র ছন্দের অনুসরণে 'আস সাবউশ শিদাদ' (السبع الشداد) নামক একটি আরবি কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। এতে লাম (ل) মিত্রাক্ষর যোগে 'কাসিদায়ে-লামিয়াহ' ও মীম (م) মিত্রাক্ষর যোগে 'কাসিদায়ে-মীমিয়াহ' রয়েছে। 'তুহফাতুল আরাব ওয়াল আজাম ফী মাদহে সাইয়েদে ওলাদে আদাম' (تحفة العرب والعجم في مدح سيد ولد ادم) নামক আরো একটি আরবি কাসীদা রশীদ শাহজাদপুরীর স্মৃতি বহন করছে। এটি সাবআ মুআল্লাকার ৫ম কাসীদার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যুত্তরে রাসূলে কারীমের (স.) প্রশংসায় নিবেদিত। ১৬ পৃষ্ঠায় এ কাসীদাটি কলকাতার বৈঠকখানা রোডের লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

সর্বশেষ রসূল কন্নীম (স.) এর শানে রচিত 'মিসবাহুয যুলাম ওয়া মিফতাহুল হিকাম ফী মাদহে সাইয়েদিল আরাব অল আজাম' (مصباح الظلم ومفتاح الحكم في مدح سيد العرب والعجم) নামক তাঁর আরো একটি আরবি প্রশংসামূলক কবিতা উল্লেখযোগ্য। ৮ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি কলকাতার মুন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রকাশনার সাল-তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। এখানে উক্ত কাসীদার প্রারম্ভিক কয়েকটি শে'র নমুনা স্বরূপ তুলে ধরা হল:

نفسي الفداء لسيد الأكوان + اصل الوجود ومبدأ الامكان

فخر النبيين الكرام ومن به + قد اقسم الرحمن في القران

بدر بدأنا بان عن فلك الهدى + شمس الضحى وجبينه سيان

أقسمت بالقمر المنير بأنه + نور الإله بقالب الإنسان

انظر إلى أصحابه وباله + فكرامة الأشجار بالأغصان

وانظر إلى سلسانه وبلا له + فشهامة الأعيان بالأعوان

أقسمت بالبيت العتيق بأنه + سلطان هذا الكون ذو البرهان[১০]

ভাবার্থ

পরাণ মোর নিবেদিত সেই সেরা সৃষ্টির তরে,
সর্ব ওজুদের মূল যিনি, সবসৃষ্টির আকর।
গৌরব তিনি সম্মানিত নবীদের,
কসম খেয়েছেন কুরআনে খোদা নাম ধরে যাঁর।
সৃজিলেন তাঁরে খোদা যেন পূর্ণিমার চাঁদ,
করিলেন দীপ্ত তাঁকে দিয়ে পথ-নির্দেশের আকাশ,
এক প্রহরের রবি তিনি, ললাট তাঁর উজ্জল।
বলছি কসম খেয়ে উজালা চাঁদের:
মানব আকারে তিনি আল্লাহর নূর।
দেখুন তাঁর সাহাবী আর সন্তান-সন্ততি,
শোভা পায় বৃক্ষ নিজ শাখা-প্রশাখায়।
দেখুন তাঁর সলমান আর বেলাল শানে,
নেতার ইজ্জত হয় সহযোগীদের দৌলতে।
বলছি কসম খেয়ে কাবাঘরের:
জাহানের অধিপতি তিনি, দলিল-প্রমাণের অধিকারী।

০২.১৭ হাবীবুর রহমান

দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আলহাজ্জ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান 'উসমানী রাসূল (স.) এর ১০০ মু'জিজা'র (অলৌকিক ঘটনা) উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসায় 'কাসিদাতু লামিয়াতিল মুজিজাত' (قصيدة لامية المعجزات) নামে একটি কবিতা প্রণয়ন করেন। তিনি রাসূল (স.) এর জীবনী, স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী বর্ণনায় বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

سيد الكونين مصباح الدجى + أول المخلوق في علم الأزل

منه في الكونين نور ساطع + واقتباس للتوالي والأول

وجهه كالبدر وشمس الضحى + صدره مشكوة أنوار الرسل

ভাবার্থ

তিনি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের নেতা, অন্ধকারের প্রদীপ; মহান আল্লার চিরন্তন জ্ঞানে তিনিই প্রথম সৃষ্টি হয়েছেন।

উভয় জগতে তাঁর নূরই বিচ্ছুরিত হয়েছে। তাঁর নিকট হতেই প্রথম ও শেষ নূর হাছিল করা হয়। তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের মতো বা সকাল বেলার সূর্যের মতো। তাঁর বক্ষ মুবারক সকল রাসূলদের নূরের চেরাগদানী বা দীপাধার।'

০২.১৮ মাওলানা আযীযুল হক (জন্ম আনু-১৯১৬ খ্রীঃ)

মওলানা আযীযুল হক আনুমানিক ১৯১৬ সালে লৌহজং থানায় কলমা নামক গ্রামে এক দ্বীনদার, ধর্মপ্রাণ ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী এরশাদ আলী ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন।

মওলানা আযীযুল হক গ্রামের বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর জামিয়া ইউনিসিয়্যা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেখানে গিজ্জি হুজুর, হাফেজ্জি হুজুর ও শামসুল হক ফরিদপুরী প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দের নিকট কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান লাভ করেন। মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী তাঁর নাম আয়াতুল হক পরিবর্তন করে আযীযুল হক রাখেন। এর পর তিনি বড় কাটরা আশ্রাফুল উলুম মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বোম্বে অবস্থিত দাবেল মাদ্‌রাসায় মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর নিকট দ্বিতীয় বার বোখারী খতম করেন। পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় তাফসির শাস্ত্রে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে ২২ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন।

তিনি বড়কাটরা ও লালবাগ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি জামি'আ মুহাম্মদীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জামি'আ রহমানিয়া হাকিকিয়্যা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে ২০০০ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি কুরআন, হাদিস, তফসির তথা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিরাট অবদান রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে-

মুনাজাত মাকবুল নামে একটি ছোট পুস্তিকা প্রণয়ন; বুখারী ও মসনবীর অনুবাদ; মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও মেশকাত সহ হাদিসের ছয় কিতাব নামে একটি গ্রন্থ সংকলন।

তিনি ইসলামী ঐক্যজোট এর চেয়ারম্যান, খিলাফত মজলিসের আমীর ও আল-আরাফাহ ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিনি রাসূল (স.) এর প্রশংসায় التوسل بمدح خير الرسول নামে একটি কাসীদা রচনা করেন, যা ১৯৬০ সালে রাসূল (স.) এর রওজার পাশে পাঠ করেন। নিম্নে তার দুটি পংক্তি পেশ করা হলো।

إمام النبيين رسول معظم + وسيد كونين عديم المثل

شفاعته ترجى كل غمة + وكرب وهول واقتحام الغوائل

ভাবানুবাদ

'তিনি সমস্ত নবীগণের ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, দোজাহানের সর্দার, তাঁর কোন তুলনা নেই।

বিপদ-আপদ, বালা-মুছিবৎ ইত্যাদির সময় সুপারিশের আশ্রয়স্থল তিনি।'

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবি গদ্য সাহিত্য-চর্চা

প্রত্যেক ভাষায় সাহিত্যের প্রধান দু'টি শাখা রয়েছে; কবিতা এবং গদ্য। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ভাব, ভাষা এবং রচনাশৈলীর সাথে বাড়তি ছন্দের মিল আবশ্যক হয়। কিন্তু গদ্য সাহিত্য ছন্দের মিল ছাড়াই মানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনা ও কল্পনা সাবলীল ভাষায় অবারিত গতি ধারায় প্রকাশ করা যায়। গদ্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্রের নীতিমালা ও বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে হয়না বলে মানুষ স্বভাবত গদ্যেই কথা বলে এবং অধিকাংশ সাহিত্য গদ্যেই রচনা করে। অধিকন্তু গদ্যের মাধ্যমে সব ধরনের ভাব, কল্পনা ও চিন্তা-চেতনা সহজে প্রকাশ করা সম্ভব। কবিতা যেখানে কঠিন ভাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্ব কথা প্রকাশ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, গদ্যই সেখানে কবিতার স্থান দখল করে নেয়। তাইতো দেখা যায়, প্রত্যেক জাতির সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় কবিতার মাধ্যমে। যখন মানুষের চিন্তা-চেতনা, পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদান-প্রদান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি সীমিত থাকে, তখন কবিতার মাধ্যমেই মানুষ ঐ প্রয়োজনটুকু পূরণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে যখন মানুষের ভাষাগত ঐ সকল প্রয়োজন বেড়ে যায়, তখন কবিতা আর কুলিয়ে উঠতে পারে না, তখনই ছন্দমুক্ত গদ্যের আশ্রয় নিতে হয়।

আরবি কাব্যের উৎপত্তি এবং গদ্যের উন্মেষ হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তত্ত্বকথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামপূর্ব যুগে (৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বকাল) মানুষের ভাব প্রকাশ ও ভাষাকেন্দ্রিক প্রয়োজনটুকু প্রায় কবিতার মাধ্যেমেই পূরণ হয়ে যেত। কাজেই তখন গদ্য সাহিত্যের বিশেষ করে শৈল্পিক গদ্যের তেমন কোন উন্মেষ ঘটেনি। এরপরে ইসলাম আগমনের মাধ্যমে মানুষে-মানুষে যোগাযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাব আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। তখন কবিতার সীমিত গণ্ডির মধ্যে এতসব প্রয়োজন পূরণ করা একরকম অসম্ভবই হয়ে পড়ে। আর সে সময়েই বিভিন্ন রকম শৈল্পিক গদ্যের উন্মেষ ঘটে।

কালের আবর্তনে মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আরবি গদ্য সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা ও পরিধি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আধুনিক যুগে আরবি গদ্য সাহিত্যের আরো নুতন নতুন শাখা-উপশাখা সৃষ্টি হয়। তারই ধারবাহিকতায় বাংলাদেশে আরবি গদ্য সাহিত্য চর্চার পরিসর সুদূর অতীত থেকে বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত।

বাংলাদেশে আরবি গদ্যের মূলধারা তথা সৃজনশীল প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সকল শাখা পত্র-পল্লবে আর ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে প্রস্ফুটিত না হলেও এখানে গদ্যের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। যেমন: আরবি খুতবা সাহিত্য, বিভিন্ন প্রকার আরবি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, রচনার (ইনশা) বই, সংকলিত সাহিত্যগ্রন্থ, শিশুসাহিত্য, আরবি ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন, প্রবাদ-প্রবচন এবং জীবনী মূলক সাহিত্য ইত্যাদি।

০১.আরবি খুতবা সাহিত্য

খুতবা আরবি শব্দ। এর অর্থ বক্তৃতা বা ভাষণ। খুতবা বা বক্তৃতা বহু রকম হতে পারে, যেমন: রাজনৈতিক বক্তৃতা, অর্থনৈতিক বক্তৃতা, ধর্মীয় বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক বক্তৃতা ইত্যাদি। 'খুতবা' মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ব্যক্তি ও সমাজে সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিষয়। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে বক্তৃতার প্রভাব ও উপকারিতা ব্যাপক। এ জন্যই সাহিত্য যদি জীবনমুখী বা জীবনের কল্যাণেই হয়ে থাকে, তবে খুতবাকে সাহিত্যের অন্যতম শাখা এবং প্রত্যক্ষ সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়।

আরবি সাহিত্যে অতি প্রাচীন শাখা হিসেবে খুতবা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জাহেলী যুগে যখন আজকের মত বিভিন্ন শৈল্পিক গদ্যের জন্মই হয়নি-তখনও আরব সমাজে অনর্গল খুতবা বা বক্তৃতা দেয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এমনকি তখন গদ্য সাহিত্য বলতে ঐ সকল খুতবা, প্রবাদ-প্রবচন এবং বংশ পরম্পরা পরিচিতিকেই বুঝান হত। জাহেলী যুগে আরবে প্রত্যেক গোত্রের এক বা একাধিক প্রসিদ্ধ খতীব বা বক্তা থাকতেন, যারা শত্রু গোত্রের নিন্দাবাদ ও যুদ্ধ কলহের প্রতিবাদ ও প্রতিউত্তর কবিতার ন্যায় বাগ্মীতার মাধ্যমে প্রদান করতেন। আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা আহমাদ হাসান আয্-যাইয়্যাত উল্লেখ করেন: 'প্রত্যেক গোত্রই কামনা করত তাদের যেন একজন কবি, একজন নেতা এবং একজন বক্তা থাকে।'

জাহেলী যুগে বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য ও প্রেরণা থেকে খুতবা বা বক্তৃতা প্রদানের রেওয়াজ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আরব গোত্রগুলো কোনো রকম সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করত। ফলে বক্তৃতা দেয়া তাদের স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত হয়। তারা নিজ নিজ গোত্রের গর্ব, অহংকার আর দর্প প্রতিরক্ষার জন্য শত্রু-গোত্রের বিপক্ষে সময়ে সময়ে বক্তৃতা দিত। বেদুঈন আরবরা বিশেষ মৌসুমে, বিশেষ সাহিত্য সম্মেলনে এবং বাজার কেন্দ্রিক সাহিত্য প্রতিযোগিতায় এ সকল খুতবা চর্চা করত। একবার রাসূল (স.) এক খতীবের বক্তৃতা শুনে মন্তব্য করেছিলেন: "ইন্না মিনাল বায়ানি লাসিহরান" কিছু কিছু বক্তব্যে যাদু রয়েছে।

০১.১ বাংলাদেশে আরবি খুতবা সাহিত্য চর্চা

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিকতায় আরবি বক্তৃতা বা খুতবা চর্চাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া যায়। প্রায় হাজার বছর ধরে (১২০৩ সালে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে) মুসলিম অধ্যুষিত এই ভূখণ্ডে ধর্মপ্রাণ আরবি ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষী, ধর্মগুরু, সাহিত্যিক ও খতীবগণ লিখিত, কথ্য ও পাঠ্য-এই ত্রি-ধারায় খুতবা বা বক্তৃতা চর্চা করে আসছেন। তাঁরা মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা ও নির্দেশনা দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার ওয়াজ-নসিহত ও ধর্মীয় উপদেশাবলী সম্বলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধানমূলক বহু খুতবা আরবি ভাষায় রচনা ও চর্চা করেছেন; যার অধিকাংশই এদেশের জামে মসজিদগুলোতে জুমআ'র নামাজে এবং ঈদ ও বিবাহের খুতবা হিসেবে রচিত, অধীত, পঠিত ও শ্রুত হয়ে আসছে। খুতবার ঐ সকল লিখিত পুস্তকের মধ্যে নিম্নেবর্ণিত লেখক বা খতীবদের পুস্তকগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

ক. খুতাবুল জুম'আহ ওয়াল ঈদাইন, (জুমু'আ ও দু'ঈদের খুতবাহ): আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনা করেন শামসুল ওলামা মাওলানা বিলায়েত হুসাইন, মুফতী আস্-সাইয়্যেদ আমীনুল ইহসান, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শেখ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।

খুতবার এ পুস্তকখানি আল কুরআন, আস্-সুন্নাহ, রসূল কারীম (স.) কর্তৃক প্রদত্ত খুতবা এবং সাহাবায়ে কিরামগণের খুতবার আলোকে রচিত। দুই ঈদের খুতবা এবং আরো পনেরটি খুতবা সম্বলিত এ পুস্তকে শরিয়তের বিধি-বিধান, ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়েল, নীতি-নৈতিকতা, নারী, শিশু, বয়স্ক মানুষ, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন নির্বিশেষে মানবাধিকার, দান-খয়রাত এবং যুগ সমস্যার সমাধান মূলক অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এসকল

Dhaka University Institutional Repository

খুতবার বিষয়বস্তুর সংযোজন, বাক্য বিন্যাস এবং সাহিত্যিক মান খুবই উন্নত। রচনাশৈলীর মধ্যে রয়েছে অলংকারপূর্ণ শব্দের ঝংকার, বাক্যস্থিত সাজ' বা অন্তঃমিল। পাঠক ও শ্রোতামন্ডলির জন্য ইহা সহজে বোধগম্য এবং শ্রুতিমধুর। নিঃসন্দেহে খুতবায় এ পুস্তকখানা সাহিত্যের মানদণ্ডে উন্নীত একটি আদর্শ সাহিত্য কর্ম।[46]

খ. জুমুআর আদর্শ খুতবা: বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত এ খুতবা সংকলনটির রচনা ও সম্পাদনা পর্ষদে রয়েছেন মওলানা যাইনুল আবেদীন, অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা; মওলানা রুহুল আমীন, সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন; ড. হাফেজ এ.বি.এম হিজবুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; মওলানা আব্দুর রহমান, প্রভাষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রমূখ।

বাংলাদেশ মসজিদ মিশন থেকে প্রকাশিত আলোচ্য খুতবা গ্রন্থে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার পরে যুগ সমস্যার সমাধান হিসেবে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ খুতবায় অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

* ইসলাম ও তার প্রকৃত অর্থ;
* ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভ;
* মানব জীবনের জন্য ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান;
* যাকাতের হাকীকত ও যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ;
* দান-ছদকার ফযীলত;
* হজ্জের উদ্দেশ্য ও কুরবানীর হাকীকত;
* খতমে নবুওয়াত;
* রোগীর সেবা;
* বিনয় নম্র ব্যবহার এবং সৎচরিত্র;
* খানা-পিনার আদব;
* সালামের প্রচার ও প্রসার;
* রাসূল (স.) এর প্রতি ভালবাসা প্রকাশের রীতি-পদ্ধতি;
* কৃতজ্ঞতা বা শুকর;
* ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও তার গুরুত্ব।

এ খুৎবা প্রণয়নের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী বিধান সম্পর্কে মানুষদেরকে সম্যক ওয়াকিফহাল করা। আলোচ্য খুৎবাগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতঃ বর্তমান যুগ সমস্যার সমাধান কল্পে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করনীয় কাজটি যাতলিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতই এ পুস্তকখানি জুমুআর আদর্শ খুৎবা।

আলোচ্য খুতবায় পুস্তকখানি এ দেশের আরবিবীদ কর্তৃক প্রণীত হলেও এর সাহিত্যিক মর্যাদাকে মাতৃভাষা-ভাষী আরবদের লেখা ও সাহিত্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বিষয়ভিত্তিক খুতবাগুলো এমনভাবে চয়ন করা হয়েছে যে, কোথাও ভাষাগত কোনো দুর্বোধ্যতা নেই, নেই কঠিন ভাব; রয়েছে শব্দ ও বাক্যের সুবিন্যাস।

রচনাশৈলী বিচারে এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো বিশুদ্ধ, বাক্যগুলো অলংকারপূর্ণ ও যথার্থ। অন্যারবদের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য থাকে লেখকগণ অধিকাংশ লেখায় বাক্যস্থিত অন্ত্যমিল বা সাজ' রক্ষা করতে গিয়ে অর্থের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

না তাকিয়ে শুধু অন্ত্যমিলযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে কৃত্রিমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইহা রচনাশৈলীর দৃষ্টিতে একপ্রকার দোষ বা ত্রুটি। কিন্তু 'জুমুআর আদর্শ খুতবা' পাঠ ও বিশ্লেষণ করে ঐ রকম কৃত্রিমতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। বরঞ্চ উদ্দিষ্ট ভাব ও বিষয়টি যথার্থ প্রকাশ করতে যেখানে যে শব্দ দরকার, অন্ত্যমিল বা সাজ'র প্রতি লক্ষ্য করে ঐ অর্থের বিচারে সেই শব্দ চয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে রচনার মান উন্নত, ভাষা ও সংলাপ প্রাঞ্জল হয়েছে।

কুরআন, হাদিস ও যুক্তির আলোকে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করায় পুস্তকখানি আরো তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এ খুতবার মূল্যমান কোন অংশেই কম নয়।[47]

গ. বার চান্দের খুতবাহ: এই খুতবাটি প্রণয়ন করেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসার ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির।

আলোচ্য সংকলনটিতে সন্নিবিষ্ট খুতবাহগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ:

যাকাত, হালাল ও হারাম, পিতা-মাতার হক, সন্তানের হক, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের হক, মুসলমানের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, স্বভাব-চরিত্র, সচ্চরিত্রতা, সু-স্বভাব, দরিদ্রগণের মর্যাদা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, বেহেশতের পরিচয়, হজ্জের গুরুত্ব ইত্যাদি।

এ খুতবার ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল এবং ভাব বোধগম্য। বাক্যস্থিত সাজ' বা অন্ত্যমিল দেখাতে গিয়ে শব্দ ব্যবহারে কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া হয়নি। বহুল প্রচলিত বিশুদ্ধ শব্দাবলী-ই এতে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশী আরবি শিক্ষিতদের জন্য তা সহজে বোধগম্য হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের দলীল সহকারে মাসআলাগুলো উপস্থাপন করায় এর সাহিত্যিক মান আরও উন্নত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আলোচ্য পুস্তকখানিকে একটি সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[48]

ঘ. খুতবাতুল আহকাম: এটির প্রণেতা মওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশতী (র.)।

আলোচ্য 'খুতবাতুল আহকাম' নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

পবিত্রতা, আল-কুরআনের শিক্ষা ও আমল, পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন, বৈবাহিক দায়িত্ব, উপার্জন ও জীবিকা, হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকার, কুসাহচার্য অপেক্ষা নির্জন বাস উত্তম, প্রয়োজনে সফরের ফযীলত ও তার আদব, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, নবী চরিত্রে সামাজিক জীবন যাপন পদ্ধতি, চারিত্রিক স্বচ্ছতা, কুপ্রবৃত্তি দমন, জিহবা সংযত রাখা, ক্রোধ হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার, কৃপণতা ও মালের মহব্বত, সম্মান লালসা, কপটতা ও আত্মপ্রদর্শনের নিন্দা, অহংকার ও আত্মগর্বের নিন্দা, ধোকার নিন্দা, হুবন্ন ও শোকর, ভয় ও আশা, নিষ্ঠা, নেক নিয়্যাত ও সততা, সৃষ্টি-কৌশল বিষয়ক চিন্তা ইত্যাদি।[49]

ঙ. সহীহ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী: আলোচ্য খুতবাহখানি যৌথভাবে রচনা করেন মওলানা মুহাম্মাদ নোমান, (মুদার্‌রিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা) এবং জনাব আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম, (লীসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদিআরব)।

জুম'আর খুতবা হিসেবে রচিত 'সহীহ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী' কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

তাওহীদ (একত্ববাদ), শিরক (অংশিদারিত্ব), মাতা-পিতার অধিকার, আত্মীয়তার সম্পর্ক, তাবীজ কবজ ব্যবহার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিষয়াবলী সম্বলিত জুম'আর আলোচ্য খুতবা গ্রন্থখানিও গতানুগতিক ধারায় রচিত তবে প্রত্যেকটি আলোচনায় কোরআন ও হাদীস থেকে অসংখ্য দলীল চয়ন করা হয়েছে।[50]

চ. আল হাক্ক আল মুবীন: প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখ মিছবাহুর রহমান বিরচিত আলোচ্য খুৎবা গ্রন্থখানা মসজিদের মিম্বারে প্রদানের জন্য রচিত পূর্বে আলোচিত খুতবাগুলোর ব্যতিক্রম। ইসলাম ধর্মের মৌলিক আলোচনা সম্বলিত এটি একটি দ্বীনী খুতবা (আল-খুতবাহ আদ-দ্বীনিয়্যাহ)

৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী এ খুতবাহ গ্রন্থে লেখক ইসলাম সম্পর্কে দীর্ঘ পাঁচটি বক্তব্য মুসলিম সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ:

* সম্মানিত আলেমগণের সমীপে (إلي حضرات العلماء الكرام);
* উম্মতের ঐক্য এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয় প্রচেষ্টা (في اتحاد الامة والتوافق بين المذاهب);
* বিদ'আত ও ভ্রান্ত তরিকার আলেমদের বিধান (في حق العلماء من اهل البدعة والطريق الباطلة);
* কুফর ও শিরকের হাকীকত (حقيقة الكفر والشرك);
* আল-কুরআন অবজ্ঞাকারীদের বিধান (في حق من اتخذوا القران مهجورا);

লেখক এ বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য দলীল সহকারে সহজ-সরল ও সাবলীল আরবি ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এ বক্তব্যগুলোর সাহিত্যিক মান বেশ উন্নত। এগুলোকে আরবি প্রবন্ধ পর্যায়েও গণ্য করা যেতে পারে।[51]

ছ. আল-খুতবা আল-ইয়াকুবিয়্যাহ: বক্ষমান মূল্যবান খুতবাহটি রচনা করেন প্রখ্যাত শায়খ (পীর) জনাব মাওলানা ইয়াকুব।

০২. সংকলিত আরবি সাহিত্য-গ্রন্থ: (المنتخبات الأدبية العربية)

বাংলাদেশের আরবি শিক্ষিত পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন সময়ে এদেশের শিক্ষার্থীদেরকে আরবি সাহিত্য শিক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন মৌলিক সাহিত্য পুস্তক রচনা করেছেন, তেমনি অন্য দিকে আরব দেশসমূহের নামকরা কবি সাহিত্যিকদের রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক প্রভৃতির সমন্বয়ে সংকলিত পাঠ্য-পুস্তকও চয়ন করেছেন। এদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিকতায় ঐ সকল সংকলিত আরবি সাহিত্য গ্রন্থের (المنتخبات الأدبية العربية) মূল্যমান কোন অংশে কম নয়। ঐ সকল সংকলিত আরবি সাহিত্য পুস্তকের উপর একটি সাধারণ আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক. নুখাবুল 'উলুম আল-জুয আল আউয়াল' (نخب العلوم الجزء الاول): শামসুল ওলামা মওলানা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩) কর্তৃক প্রবর্তিত নিউ মাদরাসা স্কীমের নতুন সিলেবাসের জন্য আরবি সাহিত্যের পাঠ্য হিসাবে ওহীদ নিজেই ১২৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'নুখাবুল 'উলুম' শিরোনামে একটি আরবি সাহিত্য সংকলন গ্রন্থ চয়ন করেন। এ গ্রন্থের প্রথম ৭৬ পৃষ্ঠা আরবি সাহিত্যের বড় বড় সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্পকার বিরচিত গদ্য রচনার সমন্বয়ে সংকলিত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশে প্রখ্যাত আরবি কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. 'নুখাবুল উলুম, আল-জুয আল-সানী' (نخب العلوم الجزء الثانى): মাওলানা আবু নসর ওহীদ সংকলিত নুখাবুল উলুম পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি কপি এখনও সংগৃহীত আছে। এর প্রথম কপিটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত একশত পৃষ্ঠা সম্বলিত। দ্বিতীয় কপিটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত। ১৬২ পৃষ্ঠার এ কপির প্রথম ৮১ পৃষ্ঠা ছোট ছোট কতগুলো মাকালাহ বা প্রবন্ধ, হযরত আলী (রা.) এর কিছু বক্তৃতা (খুতবাহ), কিছু কিছু মাকামা (বিশেষ ধরণের ছোট গল্প) সাহিত্য এবং শিক্ষা, শিল্প ও ইতিহাস বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধের সমন্বয়ে সংকলিত। অবশিষ্ট ৮১ পৃষ্ঠা বিভিন্ন কবির কবিতার সংকলন।

গ. 'নুখাব' (نخب): এটি মওলানা আবু নসর ওহীদের আরো একটি সাহিত্য সংকলন। ১৯২৭ সালে প্রণীত ৪৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ আরবি সংকলনটি ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। সংকলনটি নিউ-স্কিমের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। এ গ্রন্থখানি মূলত বিখ্যাত আরবি গল্প উপাখ্যান 'কালীলাহ ওয়া দিমনাহ' (كليلة ودمنه) 'ইখওয়ানুস সফা' (اخوان الصفا) এবং 'আলফ লায়লাহ ওয়া লায়লাহ' (الف ليلة وليلة) নামক গ্রন্থত্রয় থেকে সংকলিত।

ঘ. 'খুতাবুন নাবী ওয়াস-সাহাবাহ' (خطب النبى و الصحابة): মওলানা আবু নসর ওহীদ কর্তৃক সংকলিত 'খুতাবুন নাবী ওয়াস-সাহাবাহ' আরো এক খানি মূল্যবান সাহিত্য গ্রন্থ। ১০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ পুস্তিকাটি ১৯১৯ সালে ঢাকার প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে বিজ্ঞ সংকলক মওলানা ওহীদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.), খলিফা আবু বকর (রা.), উমার (রা.), মুয়াবিয়াহ (রা.), ওলীদ ইবন আবদুল মালিক, উমর ইবন আব্দুল আজীজ, সাফফাহ, খালিফা আল মানসুর, হারুনুর রশীদ, আল-মামুন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, হযরত আয়শা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের এক বা একাধিক আরবি বক্তৃতা (খুতবাহ) স্থান দিয়েছেন। এ ছাড়াও খারেজী সম্প্রদায়ের নেতা ও আরব বেদুইনদের দু'তিনটি খুতবাহ এতে সংকলিত হয়। গ্রন্থখানি দীর্ঘ দিন যাবত নিউ-স্কিম ধারার মাদ্‌রাসাসমূহে পাঠ্যভুক্ত ছিল।

ঙ. 'মুনতাখাবাতুন মিন সালাসিলিল কিরাআত' (منتخبات من سلاسل القرأة): এটি মওলানা ওহীদ কর্তৃক আরবি সাহিত্যের আর একটি সংকলিত পাঠ্য পুস্তক। ৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ বইখানি ঢাকার ইসলামিয়া প্রেস থেকে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়। নিউ-স্কিম মাদ্‌রাসার নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য হিসাবে এটি বহুদিন অধীত হয়েছিল।

চ. 'কিতাবুল আমালিহ' (كتاب الأمالح): বঙ্গের বিখ্যাত আরবিবিদ মওলানা খানবাহাদুর মুহাম্মদ মূসা (১৮৮২-১৯৬৪) কর্তৃক সংকলিত এটি একটি প্রসিদ্ধ আরবি সাহিত্য সংকলন। ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে বিজ্ঞ সংকলক খানবাহাদুর মুহাম্মদ মূসা আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নানা ধরনের গদ্য ও পদ্য সন্নিবেশিত করেছেন। আরবদেশসমূহের প্রখ্যাত কবিদের উৎকৃষ্ট কবিতাসমূহ চয়ন করে সেগুলো এ সংকলনে স্থান দেয়া হয়েছে। আবার গদ্য সাহিত্য সংকলনের ক্ষেত্রেও বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সেরা লেখাগুলো কখনও অপরিবর্তনীয় রেখে আবার কখনও মূলবচনে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সেগুলো এ গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়েছে। মাদ্‌রাসার

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এ সংকলনটি প্রণীত হয় এবং ১৯২৯ সালে তা প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থখানি বঙ্গে আরবি সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে একান্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়।

ছ. 'শি'রু ইবনে মুকবিল' (شعر ابن مقبل): আরবি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত মুখাদরাম কবি তামীম ইবনে উবাই ইবনে মুকবিল- জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছিলেন এবং উভয় যুগেই কবিতা রচনা করেন। মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ি (১৯১২-১৯৭১) এই বিখ্যাত কবির সেরা কবিতাগুলো সংকলন করে উপরোক্ত শিরোনামে অত্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

জ. 'আল-হাদীকাহ' (الحديقة): বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশের বিখ্যাত আরবিবিদ ও সাহিত্যিক মওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী রচিত ও সংকলিত আর একখানি মশহুর গ্রন্থের নাম আল-হাদীকাহ (الحديقة)। এটি আরবি সাহিত্যের একখানি উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক যা দীর্ঘ দিন ধরে মাদ্‌রাসার ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর সাহিত্যপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রন্থখানি ঢাকায় দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা আর ২য় খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত। গ্রন্থকার আল্লামা কাশগড়ি এতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চয়ন করেছেন। এতে মোট ১৪৬টি পাঠ রয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে গদ্য এবং পদ্য। সংকলক এতে ১০০টি আরবি গদ্য এবং ৪৬টি আরবি কবিতা স্থান দিয়েছেন।

ঝ. 'জাওয়ামি' আল কালাম' (جوامع الكلام): মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর যে সব বাণী ও প্রবাদ-প্রবচন লোকমুখে বহুল প্রচলিত হয়ে আসছে এবং তাঁর যে সব ছোট ছোট অথচ হৃদয়গ্রাহী উপদেশমূলক বাণী রয়েছে, এই পুস্তকটি হল সে সবেরই একটি ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান সংকলন। এর সংকলক বিখ্যাত আরবিবিদ ও সাহিত্যিক মওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (১৮৬৭-১৯২০)। ৩২ পৃষ্ঠার এ সাহিত্য সংকলনটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

ঞ. 'বিশাহুল আদীব' (وشاح الأديب): এটি মওলানা তাজাম্মুল হুসাইন খানের (মৃ. ১৯৭৯) নিজের হাতে লেখা ১৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি আরবি সাহিত্য সংকলন। বিজ্ঞ সংকলক ও সাহিত্যিক এতে বিভিন্ন যুগের আরবি কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলী থেকে নেয়া সেরা সৃষ্টিগুলো স্থান দিয়েছেন।

ট. 'আল মুনতাখাব আল আরবি লিদ-দাখিল' (المنتخب العربي للداخل): বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত দাখিল (মাধ্যমিক) নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আরবি সাহিত্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে উপরোক্ত শিরোনামে সংকলিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন যৌথভাবে ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মদ সায়ীদুর রহমান খান, মুহাম্মদ ইসলাম গণী ও আবু সায়ীদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাদানী। পাঠ্য বইটি দু'ভাগে বিভক্ত। যথা: গদ্যাংশ (قسم النثر) ও পদ্যাংশ (قسم النظم)। এ বইয়ের গদ্য ও পদ্যের প্রত্যেক ভাগে আরব-অনারব নির্বিশেষে পৃথিবীর খ্যাতনামা আরবি কবি ও সাহিত্যিকদের রচিত বিভিন্ন কবিতা, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও প্রবাদ-প্রবচন স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা, ভাষার সাবলীলতা, সংযোজন ও সংকলনের ধারাবাহিকতা, সর্বোপরি লেখাগুলির সাহিত্যিক মান ও উচ্চ ভাবধারা-সব মিলিয়ে পুস্তকখানি একটি আদর্শ সাহিত্য সংকলন হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত, সমাদৃত ও গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য সঙ্কলনের গদ্য ও পদ্যাংশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভের নিমিত্ত আমরা এগুলোর কিছু শিরোনাম নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

গদ্যাংশ: 'ওসিয়্যাতু লুকমান' (وصية لقمان): আল কুরআনের সূরাহ লোকমান থেকে লুকমান হাকীম কর্তৃক স্বীয় বৎসকে প্রদত্ত উপদেশ ও নসীহতের সমন্বয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত। 'হুকুকুল মুসলিম' (حقوق المسلم): পবিত্র হাদীস শরীফ থেকে নেয়া মুসলমানদের অধিকার নিয়ে অত্র প্রবন্ধটি সংকলিত। 'আল বিরুর বিল আবায়ি' (البر بالاباء): আল কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় কর্তব্য নিয়ে এ প্রবন্ধটি রচিত। 'আল আমাল লা আল কাউল' (العمل لا القول): কথা নয় কাজ। 'কর্মই ধর্ম' এ নীতি বাক্যই প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। 'আল-আখলাক বাইনাল মু'মিনীন' (الاخلاق بين المؤمنين): মু'মিনদের আখলাক নিয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে অত্র প্রবন্ধটি রচিত। 'আল-আমাল আছ-ছালিহ' (العمل الصالح): সৎ ও মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করাই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য সার। 'খায়রুল আছহাবি ওয়াল জীরান' (خير الاصحاب و الجيران): উত্তম সাথী ও প্রতিবেশী। 'সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ' আলোচ্য প্রবন্ধে এ সূত্রই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'আর রিফক বিল খুদ্দাম ওয়াদ-দু'য়াফা' (الرفق بالخدم والضعفاء): সেবক ও দুর্বলদের প্রতি নম্র ব্যবহার। 'আত-তায়াবুন' (التعاون): পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। 'আস-সাখাউ' (السخاء): দানশীলতার কথা বলা হয়েছে এ প্রবন্ধে। 'ফিলিস্তীন' (فلسطين): প্যালেস্টাইন সমস্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে এ প্রবন্ধে। আলোচ্য গ্রন্থে ৫৪টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই এদেশের আরবি সাহিত্যিক কর্তৃক রচিত, যা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে ধর্তব্য হয়। সুতরাং সংকলিত গ্রন্থ হলেও এ প্রবন্ধগুলোর সাহিত্যিক মূল্য খুবই উন্নত।

পদ্যাংশ (قسم النظم): 'আল মুনতাখাব আল 'আরবি লিদ-দাখিল' নামক সংকলিত আরবি সাহিত্য পাঠের কবিতাংশে সংকলকগণ ছোট বড় ত্রিশটি কবিতা স্থান দিয়েছেন। এগুলোর অধিকাংশই আরব দেশসমূহের বিখ্যাত কবিগণ কর্তৃক রচিত।

<u>ঠ. 'আল-মুনতাখাব আল-আরবি লিল আলিম' (المنتخب العربي للعالم):</u> বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আলিম শ্রেণীর আরবি সাহিত্যপাঠ হিসেবে সংকলিত আলোচ্য সাহিত্য গ্রন্থের প্রণয়নকারীগণ হলেন ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মদ সায়ীদুর রহমান খান, মুহাম্মদ ইসলাম গণী এবং আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাদানী। আলোচ্য গ্রন্থটি গদ্য এবং পদ্য এ দু'ভাগে বিভক্ত। এতে আরব-অনারব নির্বিশেষে খ্যাতনামা আরবি সাহিত্যিক ও কবিদের সাহিত্যকর্ম স্থান পেয়েছে। বক্ষমান গ্রন্থের গদ্যাংশে প্রায় ৪৩টি প্রবন্ধ এবং পদ্যাংশে প্রায় ৩৪টি কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে।

<u>ড. 'আল মুনতাখাব আল-আরবি লিল ফাদিল' (المنتخب العربي للفاضل):</u> বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাযিল শ্রেণীর আরবি সাহিত্যপাঠ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত এ সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ ইউনুস শিকদার, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মুহাম্মদ সায়ীদুর রহমান খান, মুহাম্মদ ইসলাম গণী এবং আবু সায়ীদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাদানী। বিভিন্ন সাহিত্যিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক লিখিত ৪৪টি ছোট বড় গল্প ও প্রবন্ধ এবং আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের রচিত ৩৫টি কাব্য নিয়ে এই সাহিত্য সংকলনটি প্রণীত হয়েছে। স্নাতক শ্রেণীর সাহিত্যপাঠ হিসাবে এটি একখানা আদর্শ ও উচ্চমানসম্মত গ্রন্থ। এ সংকলনের শেষে কবি ও সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাদের সাহিত্যকর্ম সংযোজন করা হয়েছে।

ঢ. 'আন-নুখাব আল-আরাবিয়্যাহ' (النخب العربية): ৪০৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ সংকলনটি ডিগ্রী পাশ কোর্সের জন্য আরবি সাহিত্যপাঠ্য হিসাবে প্রণীত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের দুটি অংশ রয়েছে। যথা ১. পদ্যাংশ (قسم النظم) এবং ২. গদ্যাংশ (قسم النثر)

১. গদ্যাংশ (قسم النثر): সংকলনটির এ অংশের বেশীরভাগ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে গদ্য সাহিত্য তথা বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, ছোট গল্প, খুতবা ইত্যাদি। এতে রয়েছে আল কুরআনের সাতটি সূরা, মিশকাত শরীফ থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদিস, বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখকদের রচিত প্রবন্ধ, সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় মূল্যবান খুতবা বা বক্তৃতা, বদীউজ্জামান আল হামাদানী ও আল হারীরীর কতিপয় প্রসিদ্ধ মাকামা, ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমার গুরুত্বপূর্ণ অংশসহ নাজীব মাহফুজ, মুস্তফা ছাদিক আর-রাফেয়ী, ইবনুল মুকাফফা, ইবনুল 'আমিদ, আল বাকেল্লানী, ইবনে খাল্লিকান, আহমাদ আমীন এবং ড. ত্বহা হুসাইনের মত বড় বড় সাহিত্যিকদের মূল্যবান সাহিত্যকর্ম।

২. পদ্যাংশ (قسم النظم): আন-নুখাব আল-আরাবিয়্যাহ নামক সাহিত্য সংকলনের পদ্যাংশে সংকলকগণ আরব দেশসমূহের সু-প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যভাণ্ডার থেকে বাছাই করা কবিতাসমূহ স্থান দিয়েছেন। এ অংশে রয়েছে সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় কয়েকটি গীতিকাব্য: কা'ব ইবনে যুহাইর, হাস্সান ইবনে সাবিত, আল-ফারায্দাক, আবুল আতাহিয়াহ, আবুল আলা আল-মা'য়াররী, আল-মুতানাব্বী, আল বারূদী, আর রুসাফী, ইসমাঈল ছবরী পাশা, আমীরুশ শুয়ারা আহমদ শওকী, হাফিজ ইব্রাহীম, জুবরান খলীল জুবরান, খলীল মুতরান, আহমদ যাকী আবু শাদীর মত কবিগণের প্রসিদ্ধ কবিতা।

০৩. আরবি প্রবন্ধ

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চা ও সাধনার ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ শাখা এবং সর্বাধিক লেখা ও সাহিত্য রচনা হয়েছে যে বিষয়ে তা হলো আরবি প্রবন্ধ বা 'আল-মাক্বালাত আল-আরাবিয়্যাহ' (المقالات العربية)। পূর্বেই বলা হয়েছে কাব্য রচনার ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুন এবং ছন্দ শাস্ত্রের কঠোর রীতি-নীতি গদ্য সাহিত্যে মেনে চলতে হয় না বিধায় এদেশের স্বনামধন্য আরবিবিদগণ প্রায় প্রত্যেকেই অবারিত গতিধারায় আরবিগদ্য সাহিত্য, বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনা করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

০৪.১. বাংলাদেশে রচিত আরবি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

ভাব ও কল্পনার আবেগ-স্তরকে অতিক্রম করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বিষয়ে নিবিড় ও গভীর চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে শিল্পী ও সাহিত্যিকের নিখুঁত তুলির ঝংকারে রচিত হয় দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রবন্ধসমগ্র। প্রবন্ধ মানব ও তার জীবনের সাথে জড়িত ব্যক্তি, সমাজ, স্বভাব, আখলাক বা চরিত্র, শিষ্টাচারিতা, সত্যবাদিতা, নীতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, উৎসব-আয়োজন, লেনদেন, অর্থনীতি, সমাজনীতি,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিষয়কে আপন আওতায় শামিল করে নেয়। কাজেই প্রবন্ধের বিষয় ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। এ যাবত বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ আরবি প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে: সমালোচনামূলক, ইতিহাস বিষয়ক, জীবনীমূলক, অর্থনীতি বিষয়ক, বর্ণনামূলক, সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক, ধর্মীয়, শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক, সামাজিক বা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি।

আরবি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আরবি প্রবন্ধ (المقالات الصحفية):

বাংলাদেশে রচিত আরবি প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে এ দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও ম্যাগাজিন (المجلات و الجرائد) এর মাধ্যমে। এসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আরবি প্রবন্ধগুলো সাধারণত তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর এবং দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এগুলোর রচয়িতা বিশিষ্ট আরবিবিদ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দ। নিম্নে এ সকল প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল।

ক. সমালোচনামূলক প্রবন্ধ (المقالات النقدية)

বাংলাদেশের অনেক আরবিবিদ, সাহিত্যিক ও আরবি প্রবন্ধ রচয়িতা সমালোচনামূলক অনেক প্রবন্ধ আরবি ভাষায় রচনা করেছেন। যেমন,

১. "منهج الامام الماتريدى فى ايضاح القران ورسالته "فيما لايجوز الوقف عليه فى القران" (আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরিদীর পদ্ধতি এবং তার প্রবন্ধ "আল-কুরআনের যে সব স্থানে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই"): এই দীর্ঘ শিরোনামে সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। প্রবন্ধকার এতে ইমাম মাতুরিদীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল জীবনী, বিভিন্ন দিক থেকে বংশপরম্পরায় ইমাম আবু হানিফার সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, কুরআন গবেষণায় ইমাম সাহেবের মূলনীতি ও পদ্ধতি এবং তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তকের উপরে আলোচনা পর্যালোচনাসহ তার লেখা "رسالة فيما لايجوز الوقف عليه فى القران" এ মূল্যবান পুস্তকের উপরে একটি নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ সরল ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রকাশিত আল-মাজাল্লাহ্ আল-আরাবিয়্যার প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারী, ১৯৯৩) প্রকাশিত হয়।

২. رسائل النبى صلعم وبعض مميزاتها (নবী করীম [স.] এর চিঠি-পত্র এবং সেগুলোর কতিপয় বৈশিষ্ট্য): আল-মাজাল্লাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ সুলাইমান। রাসূল করীম (স.) বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহকে বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এসকল পত্র ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি আরবি পত্রসাহিত্যের বিচারে সেগুলো ছিল উচ্চমান সম্মত উজ্জল দৃষ্টান্ত। আমরা বিভিন্ন যাদুঘরে, পুরাতন বইয়ের পাতায় রাসূল (স.) এর হস্তলেখা ঐ সকল পত্রের বিচ্ছিন্ন অংশ দেখতে পাই। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে পত্রগুলোর চিত্র এবং সমালোচনার মাধ্যমে এগুলো সম্পর্কে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. رسالة نافعة على كتاب عمل اليوم والليلة، لابن سنى (ইবনুস সিন্নি বিরচিত দিবা ও রাতের কর্ম, পুস্তকের উপর একটি উপকারী প্রবন্ধ): ইসলাম ধর্মে দিনে ও রাতের বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'আ-দরুদ ও বিভিন্ন আমল বা কর্মপন্থা নিয়ে বিখ্যাত লেখক ইবনুস সিন্নি রচিত عمل اليوم والليلة কিতাব খানির উপর বিশ্লেষণ ও সমালোচনাধর্মী আলোচ্য আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাহেরা খাতুন। এ প্রবন্ধটি জানুয়ারী, ১৯৯৩ সালে 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪. مقياس النقد الأدبى عند ابن قتيبة (ইবনে কুতাইবার নিকট সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ড): আব্বাসী আমল (৭৫০-১২৫৮ খ্রী.) এর সুসাহিত্যিক ইবনে কুতাইবা ছিলেন আরবি সাহিত্যের শৈল্পিক সমালোচনার অগ্রপথিক। তাঁর রচিত সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ الشعر والشعراء (কবিতা ও কবি) আজও এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অভিষিক্ত। তিনি এ পুস্তকে সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন নিয়ম-রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ময়মনসিংহের পঞ্চম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মুহাম্মদ আহসানুল্লাহ হেলাল ইবনে কুতাইবা কর্তৃক প্রবর্তিত সাহিত্য সমালোচনার ঐ সকল মূলনীতি, পদ্ধতি এবং মাপকাঠি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রবন্ধটি 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

৫. معروف الرصافى وتأثير القران الكريم فى شعره (মা'রুফুর-রুসাফী এবং তাঁর কাব্যে আল কুরআনের প্রভাব): ইরাকের সমাজ চেতনার কবি মারুফুর-রুসাফীর জীবনী, সাহিত্যকর্ম, তাঁর কাব্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষ করে তাঁর কবিতায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রভাব- এসব বিষয়কে উপজীব্য করে বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ.ন.ম আবদুল মান্নান খান। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬. ابو محجن الثقفى وديوانه (আবু মাহজান আস-সাকাফী ও তাঁর কাব্য সংকলন): রাসূল (স.) এর সাহাবী কবি আবু মাহজান আস-সাকাফী'র জীবনী, কাব্য-চর্চা এবং তাঁর কাব্যসমগ্র (দীওয়ান) এর উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাহেরা খাতুন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৭. الأدب الإسلامى: بين النظرية والتطبيق (ইসলামী সাহিত্য: তত্ত্ব ও প্রয়োগ): আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ রচিত আলোচ্য আরবি প্রবন্ধটিতে ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা, রূপরেখা, রচনাপদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্যাবলীসহ আরবি ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির উপরে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

৮. العقاد فى مجال الترجمة والسيرة : دراسة تحليلية (জীবন-চরিত রচনার ক্ষেত্রে আল-আককাদ: একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা): আরবি সাহিত্যের দানব নামে খ্যাত আব্বাস মাহমুদ আল-'আককাদ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, সাহিত্য-প্রতিভা, জীবন-চরিত রচনায় তাঁর একচ্ছত্র অবদান, তাঁর রচিত জীবনী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যাবলী-এসব বিষয় নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক আলোচ্য প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৯. دراسة لكتاب الفصيح لأبى العباس ثعلب (আবুল আব্বাস সা'লাব রচিত কিতাব 'আল-ফসীহ' এর বিশ্লেষণ): আলোচ্য সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধটি রচনা করেছেন নরসিংদীর পঞ্চম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গবেষক মুহাম্মদ আহসানুল্লাহ হেলাল। আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর তৃতীয় সংখ্যায় (জুন, ১৯৯৭) প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

১০. ابو حاتم السجستانى وكتابه المعمرين (আবু হাতিম সিজিস্তানী এবং তার পুস্তক 'আল-মু'য়াম্মারাইন): আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত এ প্রবন্ধটি লিখেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাহেরা খাতুন। প্রবন্ধটি সাহিত্য-বিশ্লেষণ এবং সমালোচনামূলক।

১১. فن المسرحية العربية : دراسة نقدية (আরবি নাট্য শিল্প: একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা): আরবি নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বৈশিষ্ট্য, দোষ-গুণ, বিখ্যাত নাট্যকার, তাদের রচিত নাটকসমূহ-এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনামূলক এ দীর্ঘ আরবি প্রবন্ধটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক। এটি আল-মাজাল্লাহ আল আরাবিয়্যাহর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

১২. الرسول والشعر والشعراء (রাসূল [স.] এবং কবিতা ও কবি): কবিতা ও কবিদের স্বভাব-চরিত্র, দোষ-গুণ, উপকারিতা, অপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করতঃ রাসূল (স.) এর সাথে কবিতার সম্পর্ক, কবিতার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব, সর্বোপরী রাসূল (স.) কবি ছিলেন কিনা-এ সকল বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনামূলক আলোচ্য আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক নিসার উদ্দীন আহমদ। আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র তৃতীয় সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

১৩. موقف النبى صلعم من الشعر والشعراء (কবিতা ও কবিদের ব্যাপারে রাসূল [স.] এর অবস্থান): রাসূল (স.) কবি ছিলেন না, আল-কুরআনও কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। তাহলে কবিতা ও কবিদের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী (স.) এর মন্তব্য বা অভিমত কি ছিল-এ বিষয়েই একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক এ.কে.এম আব্দুল কাদির। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরবিয়্যার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৪. القران الكريم والكتب السماوية الأخرى (আল-কুরআন আল-কারীম এবং অন্যান্য আসমানী কিতাব): আল-কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের মধ্যে আলোচনা, পর্যলোচনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচ্য প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার ষষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৫. ابن خلدون ودراسة موجزة عن مقدمته (ইবনে খালদুন ও তার মুকাদ্দিমা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা): বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা, সাহিত্যিক ও বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইবনে খালদুনের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনী ও তার রচিত 'মুকাদ্দিমা' এর উপরে বিশ্লেষনমূলক আলোচ্য প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ ইউসুফ। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৬. شاعرية الرسول صلعم فى ضوء القران والسنة (আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে রাসুল [স.] এর কবিত্ব): এ প্রবন্ধটি লিখেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ আব্দুল কাদির। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৭. النحو والقرآت القرانية فى اعراب القران لابى جعفر احمد (আবু জাফর আহমদের 'ইরাবুল কুরআন' গ্রন্থে ব্যাকরণ ও আল-কুরআনের বিভিন্ন কিরাআত): আলোচ্য বিশ্লেষনমূলক প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন যৌথভাবে ড. আবু নছর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং মুহাম্মদ জাকির হুসাইন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৮. فن التشبيه فى الأمثال القرآنية والامثال الجاهلية: دراسة مقارنة (আল-কুরআনের প্রবাদ-প্রবচন এবং জাহেলী যুগের প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে উপমা শিল্প; একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা): এই গবেষণা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন যৌথভাবে মুহাম্মদ তাজাম্মুল হুসাইন এবং ড. মুহাম্মদ লুকমান হুসাইন। উভয়েই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার সহযোগী অধ্যাপক। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯. لمحات من قضية الوضع والإنتحال فى الشعر العربى الجاهلى (জাহেলী যুগের আরবি কবিতায় বানোয়াট এবং চুরি করা সম্পর্কে দৃষ্টিপাত): প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক যুগেই বানোয়াট কবিতা বা একের কাব্য চুরি করে অন্যের নামে চালানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রাসূল (স.) এর হাদিসের বেলায় উপরোক্তরূপে বানোয়াট হাদিস বর্ণনা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশেষ করে জাহেলী যুগে যখন মুখস্থ বর্ণনা করার উপরে নির্ভর করে কাব্য সংকলন করা হত তখন বিভিন্ন ভাবে মানুষ আরবি কবিতার ক্ষেত্রে বানোয়াট ও চুরি করা কাব্যের অনুপ্রবেশ ঘটাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ জাহিলী আরবি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র সপ্তম সংখ্যায় (জুন ২০০১) ছাপা হয়।

২০. الوطنية فى شعر شوقى (শাওকির কবিতায় দেশাত্মবোধ): আলোচ্য গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা মূলক আরবি প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.স.ম আব্দুল্লাহ। এ প্রবন্ধে দেশাত্মবোধের স্বরূপ, কবিমনে এর উন্মেষ, মিশরে দেশপ্রেমমূলক কাব্যের উৎপত্তি, এক্ষেত্রে কবি সম্রাট আহমাদ শাওকির অবদান, তার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বিদ্বেষী কবিতা, হাফিজ ইব্রাহিমের কবিতায় দেশাত্মবোধ এবং সবশেষে আহমাদ শাওকি ও হাফিজ ইব্রাহিমের দেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে একটি চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তুলনা উপস্থাপন করতঃ প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২১. الطبيعة والكونيات فى شعر معروف الرصافى (মা'রুফ আল-রুসাফীর কবিতায় প্রকৃতি ও বিশ্বজগত): ইরাকের সামাজিক কবি, প্রকৃতির কবি মা'রুফ আল-রুসাফী। তাঁর কবিতায় আরব বিশ্বের সামাজিক চিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের রূপ বৈচিত্র, লীলা-খেলা, গোপন রহস্য ছবির মত প্রতিভাত হয়েছে। বিশ্বজগতকে তিনি দেখেছেন একটি কবিতা রূপে (العالم شعر) 'আল-'আলাম শি'রুন'। তার দীওয়ানের প্রথম খণ্ড الكونيات (আল-কাওনিয়্যাত) তথা বিশ্ব জগত নিয়ে। বর্তমান প্রবন্ধের রচয়িতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী কবি মা'রুফ আল-রুসাফীর কবিতায় প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের ঐসকল বর্ণনা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে, সাবলীল ভাষায় ও সুখপাঠ্য করে। প্রবন্ধটিতে জগত সংসার নিয়ে কবির দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রবন্ধকার এতে তার বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২২. الاراء اللغوية عند سماحة الشيخ أبى الحسن الندوى(ভাষার ব্যাপারে আশ-শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী এর মতামত): প্রবন্ধটি যৌথভাবে রচনা করেছেন চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ আবদুস সালাম আজাদী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসূফ। প্রবন্ধটিতে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং স্বনামধন্য আরবিবিদ আল্লামা আশ-শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন দিক থেকে আরবি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা তুলে ধরতঃ আরবি ভাষার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা-ভাষী এবং মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৩. ملاحظات حول مسألة إعجاز القران عند القدماء وموقف سيد قطب منها (আল-কুরআনের অলৌকিক বিষয়ে প্রাচীন আলেমদের পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে সাইয়্যেদ কুতুবের অবস্থান): আল-কুরআনের অলৌকিক বিষয়াবলী নিয়ে রচিত আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখেছেন চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আবু বকর রফিক আহমদ। আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর সপ্তম সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়।

২৪. تاريخ اداب اللغة العربية لجرجى زيدان (জুরজী যায়দানের تاريخ اداب اللغة العربية-আরবি ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থের উপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা): دارسات تحليلية على كتاب تاريخ اداب اللغة العربية আরবি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুস্তক تاريخ اداب اللغة العربية এর উপর আলোচনা পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও সমলোচনামূলক অত্র প্রবন্ধটি রচনা করেছেন যৌথভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত মুহাম্মদ হিযবুল্লাহ। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. الدكتور محمد إقبال وصلته بالعصر الحاضر (ড. মুহাম্মদ ইকবাল এবং বর্তমান যুগের সাথে তার যোগসূত্র): বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক ও কবি আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবালের কর্মময় জীবন এবং যুগসমস্যার সমাধান সম্পর্কে তার দার্শনিক চিন্তাধারা আলোচ্য প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। রচয়িতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব জাফর আহমদ ভূঁইয়া। প্রবন্ধটি আল মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৬. حرية الكاتب والالتزام الاسلامى فى الادب (সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা এবং ইসলামী বাধ্যবাধকতা): সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও সমালোচনাধর্মী আলোচ্য প্রবন্ধটি যৌথভাবে রচনা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহফুজুর রহমান জুহাইর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়র আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চোধুরী। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৭. لمحة عن الإعجاز القرأنى عند الإمام الباقلانى (ইমাম বাকেল্লানীর নিকটে আল-কোরআনের মুজিযা): আল-কুরআনের প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম আল-বাকেল্লানী কর্তৃক উদঘাটিত কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক বিষয়ের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ আবদুর রহমান আবুল হুসাইন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল আরাবিয়্যাহ'র সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২৮. البارودى ومساهمته الشعرية (আল-বারুদী এবং কবিতায় তার অবদান): আধুনিক আরবি কাব্য সাহিত্যের অগ্রনায়ক মাহমুদ সামী আল-বারুদীর কাব্য-প্রতিভা, আরবি কবিতায় তার অবদান, তার কাব্যের বিষয়াবলী, বৈশিষ্ট্য, কবিতার ক্ষেত্রে তার সংস্কার নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.স.ম আব্দুল্লাহ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার অষ্টম সংখ্যায় (জুন, ২০০২) ছাপা হয়।

২৯. معروف الرصافى: شاعرا وناثرا (কবি ও গদ্য সাহিত্যিক হিসেবে মারুফ আর-রুসাফী): মা'রুফ আর-রুসাফী একই সাথে কবি এবং গদ্যকার ছিলেন। আরবি সহিত্যের এ উভয় শাখায় তার অবদান প্রশংসনীয়। এ মহান সাহিত্যিকের রেখে যাওয়া উপরোক্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের উপর বর্ণনা, আলোচনা-পর্যলোচনা এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার অষ্টম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩০. كيفية كتابة البحث الأدبى : دراسة تحليلية (সাহিত্য গবেষণা রচনাপদ্ধতি: একটি বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন): প্রবন্ধটি লিখেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক। এতে লেখক গবেষণার সংজ্ঞা, রূপরেখা, সাহিত্য গবেষণার ধরন, সাধারণ পদ্ধতি বা রীতিমালা, গবেষকের করণীয় কর্তব্য, অধ্যায় বিন্যাস পদ্ধতি, বিষয় সংশ্লিস্ট তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ পদ্ধতি-প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। এ দীর্ঘ প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. لمحة موجزة عن كتب الامالى ودراسة تحليلية لأمالى القالى ('আল-আমালী'র পুস্তক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত এবং আল-কালী বিরচিত আমালী গ্রন্থের উপর বিশ্লেষণমূলক অধ্যায়ন): অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ রচিত আলোচ্য প্রবন্ধে আল-আমালী শিরোনামের পুস্তকগুলোর উপরে আলোচনা-পর্যালোচনা করতঃ আল্লামা আবু আলী আল-কালী রচিত আল-আমালী পুস্তকের উপরে আলোচনা পর্যালোচনা এবং সমালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩২. منهج البحث فى اللغة العربية: النظرية والتطبيق (আরবি ভাষায় গবেষণা পদ্ধতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ): ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী বিরচিত আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, গবেষণার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বিষয়বস্তু ও শিরোনাম নির্ধারণ, রূপরেখা তৈরীকরণ, বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংকলন, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পত্র রচনা, ফুটনোট লিপিবদ্ধকরণ এবং গ্রন্থপঞ্জি সংযোজনসহ সাহিত্য-গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় লিখিত। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৩. احمد امين وكتابه فجر الاسلام (আহমাদ আমীন এবং তাঁর রচিত পুস্তক ফাজরুল ইসলাম' [ইসলামের উদয়]): প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক আহমাদ আমীনের জীবনীসহ তার রচিত সাহিত্য গ্রন্থ 'ফাজরুল ইসলাম' এর উপরে আলোচনা-পর্যলোচনা এবং সমালোচনামূলক এ প্রবন্ধটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রভাষক যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩৪. الامام الرازى : اثاره العلمية (ইমাম আল-রাজী: জ্ঞান বিজ্ঞানে তার অবদান): প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁর রচিত পুস্তক এবং তাফসীর শাস্ত্রে তার অবদান নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারুক আহমাদ এ সমালোচনা ও পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৫. مى زيادة ومكانتها بين الأدباء المعاصرين(মী যিয়াদাহ এবং সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান): ফিলিস্তিনে ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণকারী প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক মী যিয়াদাহর বর্ণাঢ্য জীবনী, তাঁর সাহিত্য কর্ম উল্লেখপূর্বক সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পারস্পরিক তুলনা এবং সমালোচনামূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন যৌথভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপ হয়।

৩৬. أبو عمرو بن العلا : حياته ومكانته فى علم القراءة (আবু 'আমর ইবনুল আলী: তার জীবনী ও কিরাআত শাস্ত্রে তার অবস্থান): হিজরী প্রথম শতকে মতান্তরে ৬৯, ৭০, ৭৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ, বহুপুস্তকের রচয়িতা এবং স্বনামধন্য ক্বারী তথা ইলমুল কিরাআতের বিখ্যাত পণ্ডিত আবু আমর

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আলীর জীবনী, জ্ঞান বিদ্যা এবং 'ইলমুল কিরআতে তাঁর অবদান ও ক্বারীদের মধ্যে তাঁর অবস্থান নির্ণয়মূলক এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৭. الكناية فى القران الكريم : دراسة بلاغية (আল-কুরআন আল-কারীমে 'আল-কিনায়া' একটি আলংকারিক পর্যালোচনা): প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ গোলাম মাওলা, সহযোগী অধ্যাপক, আদ-দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া। এতে আল-কিনায়া (ইঙ্গিতমূলক বাক্য বা উক্তি) এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ আলোচনা করত: মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ রকম-বাহ্যিক এক রকম উক্তি বলে অভ্যস্ত রীণ অন্য অর্থ গ্রহণ করা সম্পর্কিত বেশ কতিপয় আয়াতের উদাহরণ ও তার গৃহীত অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৮. الطريقة التقليدية فى تدريس النحو ومدى فعاليتها (ব্যাকরণ শিক্ষণের সনাতন পদ্ধতি এবং তার চূড়ান্ত কার্যকরিতা): ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে নাহু-ছরফ শিক্ষণের সুফল ও কুফল নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধের রচয়িতা ড. মুহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর এবং জনাব এ.টি.এম ফখরুদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার নবম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩৯. الإسرائيليات فى تفسير القران : دراسة تحليلية(আল-কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনা: একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা): ইসরাঈলীদের (হযরত ইয়াকুব [আ.] এর বংশধর) পরিচয়, তাফসীর শাস্ত্রে তাদের অনুপ্রবেশ ও এবিষয়ে তাদের অবদান, ইসরাঈলী বর্ণনার হুকুম ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল আল-আরাবিয়্যাহর নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪০. رحلة ابن جبير : دراسة وتقويم (ইবন যুবাইরের ভ্রমণ: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন): এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন অধ্যাপক ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। এতে রিহলাহ তথা ভ্রমণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, বিভিন্ন যুগে বিখ্যাত পর্যটকদের সন তারিখসহ একটি তালিকা, স্পেনের বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে যুবাইর (জ: ১১৪৫ খ্রী.) কর্তৃক পর্যটনের বর্ণনাসহ তার লিখিত 'রেহলাহ' গ্রন্থের উপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দশম সংখ্যায় (জুন, ২০০৪) ছাপা হয়।

৪১. مساهمة محمد مندور فى تطور النقد العربى الحديث (আধুনিক আরবি সমালোচনায় ইবনে মান্দুরের অবদান): আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ রচিত এ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪২. مصطفى كامل ومسرحيته فتح الأندلس(মুস্তাফা কামিল ও তার নাটক 'স্পেন বিজয়'): আরবি সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুস্তাফা কামিল পাশা (১৮৭৪-১৯০৮) এর জীবনী, সাহিত্যকর্ম এবং তার রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'ফাতহুল আন্দালুস' (স্পেন বিজয়) এর উপর মূল্যবান আলোচনা পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণমূলক এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল কাদির। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার দশম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৩. دراسة تحليلية على كتاب صح النوم ليحيى حقى (ইয়াহইয়া হাক্কী বিরচিত 'ছহ্হা আন- নাউম' (নিদ্রা পরিশুদ্ধ হলো) পুস্তকের একটি বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন): ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার দশম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৪. الشعر الأندلسى وأغراضه (স্পেনের কবিতা এবং তার বিষয়বস্তু): আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম রচিত এ প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লার দশম সংখ্যায় ছাপা হয়। এতে স্পেনের কবিতার বৈশিষ্ট্য, নতুনত্ব এবং রোমান্টিকতা সহ বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

৪৫. امتياز اسلوب القران الكريم فى اللغة العربية: دراسة تحليلية (আরবি ভাষার ক্ষেত্রে আল-কুরআন আল কারীমের শৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব: বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন): আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শিল্প থেকে আল-কুরআনের স্বকীয়তা, এর বাণী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য, শৈলীর বিভিন্নতা, সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাপক ভাব ও অর্থ প্রকাশে আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত আলোচ্য প্রবন্ধখানি লিখেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মুহাম্মদ মাহমুদ বিন সায়ীদ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর একাদশ সংখ্যায় (জুন ২০০৫) প্রকাশিত হয়।

৪৬. الشعر الجاهلى والشعر الاسلامى: دراسة مقارنة (জাহেলী যুগের কবিতা ও ইসলামী যুগের কবিতা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন): প্রবন্ধটি লিখেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন। এটি আল-মাজাল্লাহর একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৭. حفظ اللغة العربية ودور القران الكريم فيه(আরবি ভাষা সংরক্ষণে আল-কুরআনুল কারীমের ভূমিকা): আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল কাদের বিরচিত এ প্রবন্ধে আল-কুরআনের উসীলায়ই যে আরবি ভাষা কিয়ামত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে সে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৮. مصطفى صادق الرافعى: كاتب الدين والرسالة(মুস্তাফা সাদেক আর-রাফেয়ী: ধর্ম ও রিসালাহর লেখক): আলোচ্য বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধটি লিখেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। প্রবন্ধটি একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪৯. الترجمة بين النظرية والتطبيق (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে অনুবাদ শিল্প): অনুবাদ (তারজামা) এর অর্থ বিশ্লেষণ, প্রকারভেদ, অনুবাদকের শর্ত ও যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নো'মানী, প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি আল-মাজাল্লাহর একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৫০. الأمثال الجاهلية : مرآة منعكسة عليها معتقدات العرب الزائفة(জাহেলী যুগের প্রবাদ প্রবচন: অতীত আরব গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা প্রতিফলনের দর্পণ): প্রবন্ধটি লিখেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তোজাম্মেল হুসাইন। এটি আল-মাজাল্লাহর একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৫১. أسلوب الاستعارة فى القران الكريم : دراسة بلاغية(আল-কুরআনে 'আল ইস্তি'য়ারা' [রূপক ব্যবহার] এর পদ্ধতি: একটি অলংকার শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ): এ গবেষণা প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. মুহাম্মদ গোলাম মাওলা। এটি আল-মাজাল্লাহর একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

৫২. كتاب الاغانى وقيمته فى تاريخ الادب والفن (সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসে কিতাবুল আগানীর মূল্যায়ন): চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ের আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ ইসমাঈল চৌধূরী বিরচিত আলোচ্য প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহর একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

খ. ইতিহাস ও মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক আরবি প্রবন্ধ (المقالات التاريخية):

বাংলাদেশের আরবিবিদ, আরবি সাহিত্যিক এবং প্রবন্ধকারগণ বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় এবং কখনও বা গ্রন্থাকারে ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে অসংখ্য আরবি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সে গুলো নিম্নরূপ:

১. مكانة بيت المقدس في الاسلام (ইসলামে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবস্থান বা মর্যাদা): এ প্রবন্ধটি লিখেছেন সরকারী মাদ্রাসা-ই আলিয়ার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ড. আবুল খায়ের মুহাম্মদ আইয়ুব আলী। ১৯৭৫ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম ওলামা মাশায়েখদের মহাসম্মেলনে সর্বপ্রথম এ প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র (المجلة العربية) প্রথম সংখ্যায় ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রবন্ধটি ছাপা হয়। প্রবন্ধকার এতে মুসলমানদের প্রথম কিবলা, রাসূল (স.) এর পবিত্র মি'রাজের স্বাক্ষী এবং বহু ঘটনা প্রবাহ ও স্মৃতি বিজড়িত আল্লাহর প্রত্যাদেশ (ওহী)'র অবতরণস্থল পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মুসলিম জীবনে এর প্রভাব প্রতিপত্তিসহ একে ঘিরে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের চক্রান্ত ও জবর দখল সম্পর্কে আলোচনা করতঃ বাইতুল মুকাদ্দাসের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

২. النقود الإسلامية في العصر الأموى (উমাইয়া যুগে ইসলামী মুদ্রা ব্যবস্থা): আধুনিক অর্থনীতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রা এক যুগান্তরকরী আবিষ্কার। মুদ্রা আবিষ্কারের ইতিহাস, যুগ পরম্পরায় মুদ্রার রূপান্তর, পরিবর্তন ও উত্তরণ-বিশেষ করে উমাইয়া শাসনামলে (৬৪১-৭৫০ খ্রী.) কোন ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল-এ সব ইতিহাস, তথ্য ও মুসলিম বিশ্বের হৃত গৌরব আর ঐতিহ্য নিয়ে সুলিখিত উপরোক্ত আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী। প্রবন্ধটি 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারী ১৯৯৩) ছাপা হয়।

৩. الجامعة الاسلامية بنغلاديش (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ): বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, বর্তমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর বিভিন্ন দিক ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচ্য আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান। এ প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪. بدء العلاقات العلمية بين شبه القارة الهندية وبلاد العرب(আরব দেশ ও ভারত উপমহাদেশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগসূত্রের সূচনা বা প্রারম্ভ): আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নূরুল হক আলোচ্য ইতিহাস বিষয়ক আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫. العلاقة بين مكة والطائف (মক্কা ও তায়িফের মধ্যকার সম্পর্ক বা যোগসূত্র): এ প্রবন্ধের লেখক সৌদি আরবের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্দুল মুয়ীন মুহাম্মদ তাহির আশ-শাওয়াব। লেখক ভৌগলিক ইতিহাস সম্বলিত আলোচ্য প্রবন্ধে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন ভৌগলিক ভাগ-উপভাগ, মক্কা আল-মুকাররামা এবং তায়িফ নগরীর ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এবং ঐতিহ্যপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৬. البرامكة من أصل بوذى لامجوسى (বারমাকীগণ বৌদ্ধ মূলের অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা অগ্নিপূজক নন): বারমাকীদের ইতিহাস নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধের লেখক ড. মুহাম্মদ নূরুল হক; অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় (জুন, ১৯৯৬) প্রকাশিত হয়।

৭. الاسلام فى منطقة البنغال و بنغلاديش الحالية (বঙ্গে এবং বর্তমান বাংলাদেশে ইসলাম): আরবের বুকে ইসলামের আবির্ভাবের পরপরই বঙ্গ নামের এই ভূখণ্ডে ইসলাম আগমন করে আরব বণিকদের মাধ্যমে। এরপর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এ দেশে কখন কিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ইতিহাস নিয়ে লেখা আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। প্রবাদ্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

গ. জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ:

আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকারী, রাজনীতিক, ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ এ দেশে প্রকাশিত সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে তার কিঞ্চিত আভাস নিম্নে দেয়া হলো:

১. ذكريات الدكتور السيد معظم حسين (ড. সাইয়্যেদ মুয়াজ্জাম হুসাইনের স্মৃতি কথা): তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হবার বিরল কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জনকারী। তিনি অবিভক্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যাচের কৃতীছাত্র, বাংলাদেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ও সাধনার অগ্রপথিক। ড. সাইয়্যেদ মুয়াজ্জাম হুসাইন (১৯০১-১৯৯১) এর কর্মময় ও বর্ণময় জীবনী এবং স্মৃতিকথা নিয়ে আলোচ্য আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগেরই সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু সাইদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। এ প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারী ১৯৯৩) প্রকাশিত হয়।

২. محمد بن يعقوب الفيروزابادى وخدماته فى الادب واللغة (মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আল-ফীরোজাবাদী এবং সাহিত্য ও ভাষা চর্চায় তার অবদান): বিশিষ্ট আরবি অভিধানবেত্তা, ভাষা বিজ্ঞানী আল-ফীরোজাবাদীর জীবনী ও সাহিত্য কর্মের উপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক উক্ত শিরোনামে আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. الامام البيهقى وجهوده العلمية (ইমাম বায়হাকী ও তাঁর জ্ঞান সাধনা): আল-কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার, ফিকহ শাস্ত্রবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ইমাম বায়হাকী (৯৯৪-১০৬৬ খ্রী.) এর জীবনী এবং ঐ সকল বিষয়ে তাঁর প্রণীত পুস্তকরাজি বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আ.ক.ম আব্দুল কাদির। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় (জুন ১৯৯৬) প্রকাশিত হয়।

৪. الماوردى القاضى : حياته واثاره (কাজী আল-মাওয়ারিদী: জীবনী ও অবদান): নিশরের বিখ্যাত ফকীহ ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জারীব আল-মাওয়ারিদী আল-বসরী আল-শাফেয়ী (৩৬৪-৪৫০ হি.) এর জীবনী ও ফিকহ শাস্ত্রে এবং বিচার কার্যে তাঁর অবদান নিয়ে এ প্রবন্ধটি লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ মফিজ উদ্দীন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহর দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

৫. نفطويه النحوى : حياته واثاره (ব্যাকরণবিদ নাফতুইয়া: জীবনী ও অবদান): আবু আবদুল্লাহ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরফা ইবনে সুলাইমান ইবনে মুগীরা নাফতুইয়া (৮৫৮-৯৩৫ খ্রী.) একজন বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তাঁর জীবনী ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপর লেখা পুস্তকরাজি এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি যৌথভাবে লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এ.কে.এম আবদুল কাদির ও প্রভাষক আহমদ আলী। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহর তৃতীয় সংখ্যায় (জুন ১৯৯৭) প্রকাশিত হয়।

৬. أبو الاسود الدولى والنحو العربى (আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী এবং আরবি ব্যাকরণ): আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের পথিকৃত আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালীর (জ. ৬৯হি.) জীবনী, ব্যাকরণ শাস্ত্র উদ্ভাবনে তাঁর অবদান এবং বর্ণাঢ্য কর্মজীবন নিয়ে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধের রচয়িতা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. তাহের আহমদ হোসাইন। প্রবন্ধটি আল মাজাল্লাহর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. قدامة بن جعفر : حياته وآثاره (কুদামা ইবন জা'ফর: জীবনী ও অবদান): আরবি সমালোচনা শাস্ত্রের প্রথম সারির পণ্ডিত কুদামা ইবন জা'ফর (জ. ২৭৫ হি.) এর জীবনী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অবদান নিয়ে এ প্রবন্ধটি লিখেছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীকী। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ্‌র তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮. شمس العلماء ابو نصر وحيد : حياته ومساهمته فى نشر التربية الاسلامية فى البنغال (শামসুল ওলামা আবু নসর ওহীদ: তাঁর জীবনী ও বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান): প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. আ.খ.ম নূরুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, আদ-দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। এতে উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বাংলাদেশের প্রখ্যাত আরবিবিদ ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের অগ্রনায়ক, নিউ স্কিম মাদ্‌রাসা সিস্টেম-এর রূপকার শামসুল ওলামা আবু-নছর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩ খ্রী.) এর বর্ণাঢ্য জীবনী, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারমূলক কাজ প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় (জুন, ১৯৯৯) প্রকাশিত হয়।

৯. احمد بن على الخطيب البغدادى : حياته ومؤلفاته (আহমাদ ইবন আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী: জীবনী ও রচনাসমগ্র): অনেক পুস্তকের রচয়িতা প্রখ্যাত আলিম আহমাদ ইবনে আলী আল-খতীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৩৪ হি.) এর জীবনী ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবাদির বর্ণনা সম্বলিত প্রবন্ধটি রচনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এস.এম আব্দুস সালাম। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় ছাপা হয়।

১০. الجوينى امام الحرمين : وماثره (আল-জুয়াইনী ইমামুল হারামাইন: জীবনী ও অবদান): প্রবন্ধটি লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ মুফীজুদ্দীন। এটি আল-মাজাল্লাহ্‌র ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় ছাপা হয়।

১১. جلال الدين السيوطى : حياته وآثاره (জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী: জীবনী ও অবদান): বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি.) এর জীবনী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর রচিত কিতাবাদির বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় ছাপা হয়।

১২. يعقوب صروف امام الكتابة العلمية فى زمانه (ইয়া'কুব ছররুফ সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান রচনার পথিকৃত): এই বিখ্যাত মনীষী ইয়া'কুব ছররুফ (১৮৫২-১৯২৭ খ্রী.) এর জীবনী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পুস্তক রচনায় তাঁর অবদান নিয়ে প্রবন্ধটি লিখেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব নিসার উদ্দীন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (জুন ২০০০) ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. سيبويه : حياته ومساهمته فى علم النحو (সীবাওয়াইহ: তাঁর জীবনী এবং ইলমুন-নাহুর ক্ষেত্রে অবদান): বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ সীবওয়াইহ'র জীবনী ও বিশেষ করে 'আল-কিতাব' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে আরবি ব্যাকরণে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি যৌথভাবে রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৪. حسان بن ثابت وأثر اشعاره فى الدعوة الاسلامية (হাসসান ইবনে সাবিত এবং ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর কবিতার প্রভাব): প্রবন্ধটি যৌথভাবে রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আদ-দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রভাষক যথাক্রমে মুহাম্মদ গোলাম মাওলা ও মুহাম্মদ হুবীরুল ইসলাম হাওলাদার। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৫. عبد الرحمن الكاشغرى ومساهمته فى الأدب العربى (আবদুর রহমান আল-কাশগড়ী এবং আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান): প্রবন্ধটি লিখেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. তাহের আহমদ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর সপ্তম সংখ্যায় (জুন-২০০১) প্রকাশিত হয়।

১৬. عبد الستار وكتابه تاريخ المدرسة العالية (আব্দুস সাত্তার এবং তাঁর পুস্তক মাদ্রাসাই আলীয়ার ইতিহাস): প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. এ.কে.এম নুরুল আলম। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৭. الدكتور نجيب الكيلانى وروايته رحلة إلى الله (ড. নাজীব আল-কিলানী এবং তাঁর উপন্যাস 'আল্লাহর পথের সৈনিক') প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর অষ্টম সংখ্যায় (জুন-২০০২) ছাপা হয়।

১৮. عبد الله بن عباس رضـ ومساهمته فى التفسير (আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান): এ প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. আবু বকর মুহাম্মদ যিন্দিকুর রহমান আশ্রাফী, সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর অষ্টম সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯. النابغة الذبيانى : حياته وشعره (আল-নাবিগা আয্-যুবাইয়ানী: তাঁর জীবনী ও কবিতা): প্রবন্ধটি লিখেছেন জনাব মুহাম্মদ হুবীরুল ইসলাম হাওলাদার। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর অষ্টম সংখ্যায় ছাপা হয়।

২০. قاضى نظر الاسلام ومساهمته الادبية فى النهضة الشعرية والنهضة الاسلامية (কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবিতা ও ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্রে তার সাহিত্যিক অবদান): বাংলাদেশের বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর জীবনী এবং তাঁর কাব্যে ইসলামী ও কাব্যিক জাগরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধের রচয়িতা দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ-দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ ইসমাঈল হুসাইন। এটি আল-মাজাল্লার ৮ম সংখ্যায় ছাপা হয়।

২১. ابو حيان التوحيدى ومساهمته الأدبية (আবুহাইয়ান আত-তাওহীদী এবং তার সাহিত্যিক অবদান): প্রবন্ধটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ মিজানুর রহমান। এটি আল মাজাল্লাহ আল আরাবিয়্যাহর একাদশ সংখ্যায় (জুন-২০০৫) প্রকাশিত হয়।

২২. شوقى ضيف : نبذة من حياته واثاره فى الادب والفنون (শাওকী দাইফ: তাঁর জীবনী এবং সাহিত্য ও শিল্পে তাঁর অবদান): ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরবিয়্যাহর একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২৩. الامام البخارى ومساهمته فى الثقافة العالمية (ইমাম বুখারী এবং বিশ্ব সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান): প্রবন্ধটি লিখেছেন অধ্যাপক আ.ন.ম আবদুল মান্নান খান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় ছাপা হয়।

ঘ. অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ:

বাংলাদেশে আরবি ভাষায় প্রবন্ধ রচনার ধারাবাহিকতায় এ দেশের স্বনামধন্য আরবিবিদ ও সাহিত্যিকগণ অর্থনীতি বিষয়েও আরবি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন:

১. أبو ذر الغفارى وفكرته الاقتصادية (আবুযর আল-গিফারী এবং তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা): হযরত আবু যর আল-গিফারী (মৃত্যু ৬৫২ খ্রী.) রাসুল (স.) এর বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে তাঁর থেকে ২৮১টি সহীহ হাদীস বর্ণীত হয়েছে। আল-গিফারী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ধনীদের প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। ইসলামী অর্থনীতিতে তাঁর চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এ মহা মর্যাদাবান সাহাবীর বর্ণাঢ্য জীবন ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপর বিশুদ্ধ হাদিস ও বর্ণনার উদ্ধৃতি সহকারে বিশ্লেষণমূলক আরবি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারী ১৯৯৩) ছাপা হয়।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রবন্ধ:

বাংলাদেশে আরবি ভাষায় অসংখ্য বর্ণনামূলক প্রবন্ধ (المقالات الوصفية) রচিত হয়েছে। আমরা নিম্নে এ জাতীয় কিছু প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করছি:

১. لمحة القسم العربى بجامعة داكا (এক পলকে আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়টি বিভাগ নিয়ে পথ চলা শুরু, তন্মধ্যে-কর্ণার স্টোন অব দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি-আরবী বিভাগ অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান। আরবী বিভাগেরই অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম আবু বক্কর সিদ্দীক এ বিভাগের সোনালী অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারী ১৯৯৩) প্রকাশিত হয়।

২. خدمات هيكل فى الترجمة والسيرة (জীবনীমূলক সাহিত্য রচনায় হায়কালের অবদান): আরবি সাহিত্যে জীবন-চরিতমূলক সাহিত্য রচনার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ড. হুসাইন হায়কাল (১৮৮৮-১৯৫৬)। তার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্বের জীবন চরিত রচনায় তার অবদান নিয়ে বর্ণনামূলক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন অধ্যাপক ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। এ প্রবন্ধে আলোচিত কয়েকটি জীবন-চরিত হলো: জান জাঁক রুশো, তারাজিমু মিসরিয়্যাহ ওয়া গারবিয়্যাহ, হায়াতু মুহাম্মদ, আছ-ছিদ্দীকু আবু বক্কর, আল-ফারুকু ওমর ইত্যাদি। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. وحدة الوزن و القافية فى الشعر عند ابن قتيبة (ইবনে কুতাইবার মতে কবিতার ওজন এবং কাফিয়ার [ছন্দ ও অন্ত:মিল] সংহতি): প্রবন্ধটির রচয়িতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. রফিক আহমদ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪. اثر الاسلام فى الشعر العربى فى عصر النبوة (নবুওয়্যাতের যুগে আরবি কবিতায় ইসলামের প্রভাব): মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন বিরচিত আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূল (স.) এর সময়ে আরবি কবিতায় ইসলাম তথা আল-কুরআন ও আল-হাদিসের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি আল-মাজাল্লার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫. الحيوان فى الادب العربى (আরবি সাহিত্যে প্রাণী জগত): আলোচ্য প্রবন্ধে আরবি সাহিত্যের মধ্যে যে সকল প্রাণীর বর্ণনা এসেছে সেগুলো আলোচিত হয়েছে। এর রচয়িতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়য়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ নুফীজ উদ্দীন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬. اختلاف اللهجات فى اللغة العربية (আরবি ভাষায় উপভাষার বিভিন্নতা): আরবের বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে প্রচলিত আরবি উপভাষার বর্ণনা সম্বলিত আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন ড. আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম নো'মানী। এটি আল-মাজাল্লার তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

৭. أحمد محرم: الشاعر الوطنى الإسلامى واصلاحه الاجتماعية (আহমাদ মুহায়রম: ইসলামী দেশাত্মবোধক কবি এবং তার সামাজিক সংস্কার): আলোচ্য বিষয়ে বর্ণনামূলক প্রবন্ধটি লিখেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় ছাপা হয়।

৮. مظاهر النهضة الحديثة فى الأدب العربى المعاصر (আধুনিক আরবি সাহিত্যে নবজাগরণের বহি:প্রকাশ): আধুনিক আরবি সাহিত্যে নবজাগরণের ভূমিকা, সূত্রপাত, উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ ইউসুফ। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর চতুর্থ ও পঞ্চম যুক্তসংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯. المرأة فى الشعر العربى (আরবি কাব্যে নারী): জাহেলী যুগে আরবি কবিতার প্রধান উপজিব্য বিষয় ছিল নারী। যুগে যুগে নারীকে নিয়ে আরবি কাব্যে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তারই বর্ণনায় আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান।

১০. الزجاج ودوره فى علم النحو (আয্-যুজাজ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে তার ভূমিকা): প্রবন্ধটি লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.ক.ম আমীনুল হক। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহর চতুর্থ ও পঞ্চম যুক্তসংখ্যায় ছাপা হয়।

১১. الهجاء فى الشعر العربى وأثره فى المجتمع (আরবি কাব্যে ব্যঙ্গ এবং সমাজে এর প্রভাব): জাহেলী যুগ থেকে ব্যঙ্গ কবিতার চর্চা আরবি সাহিত্যে বর্তমান ছিল। অতঃপর উমাইয়্যা শাসনামলে ব্যঙ্গ কবিতা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এসব ব্যঙ্গ কবিতার সামাজিক প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার রহমান। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১২. اشرف الكلام لسيد الأنام (সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ বাণী): রাসূল (স.) এর অমীয় বাণীর বর্ণনা সম্বলিত আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন ড. ফারুক আহমাদ। এটি আল-মাজাল্লার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৩. القصص القرانى (আল-কুরআনের কিসসা-কাহিনী) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী আল-কুরআনে বর্ণীত হয়েছে অনেক চমৎকার কিস্সা-কাহিনী। এ সবেরই বর্ণনায় আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল কাদির এবং আরবী বিভাগেরই প্রভাষক মাহমুদ বিন সাঈদ। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৪. إسهام علماء بنغلاديش فى خدمة قواعد اللغة العربية (বাংলাদেশের আলেমদের আরবি ব্যাকরণে অবদান): প্রবন্ধটি লিখেছেন চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.ছ.ম তরীকুল ইসলাম। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর সপ্তম সংখ্যায় (জুন-২০০১) ছাপা হয়।

১৫. محمد صلعم فى الشعر العربى الحديث (আধুনিক আরবি কাব্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম): আধুনিক আরবি সাহিত্যের অনেক কবিই রসূল (স.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। সে সব কবি ও কবিতার বর্ণনায় আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর দশম সংখ্যায় (জুন-২০০৪) প্রকাশিত হয়।

১৬. التشبيهات فى القران الكريم: دراسة تحليلية (আল-কুরআনে উপমা: একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা): এ প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। এটি আল-মাজাল্লার দশম সংখ্যায় (জুন-২০০৪) ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. أحمد أمين : ارائه فى اللغة وخدماته فى النقد (আহমদ আমীন: ভাষার ক্ষেত্রে তার অভিমত এবং সাহিত্য সমালোচনায় তার অবদান): ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রভাষক যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক রচিত অত্র প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লার দশম সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৮. الأدب العربى الإسلامى عبر العصور (বিভিন্ন যুগে ইসলামী আরবি সাহিত্য): এ বর্ণনামূলক প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

১৯. وصف الطبيعة فى الشعر الأندلسى (স্পেনের কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা): প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মুসলিম শাসিত স্পেনে রচিত আরবি কাব্যে প্রকৃতির যে নয়নাভিরাম বর্ণনা এসেছে তা অবলম্বনে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক। এটি আল-মাজাল্লার একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

২০. مناهج السلف فى تفسير القران : دراسة تاريخية (আল-কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমগণের পদ্ধতি: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা): আলোচনাটি করেছেন ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান। এটি আল-মাজাল্লার একাদশ সংখ্যায় ছাপা হয়।

চ. সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ:

প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য হিসেবে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসও বেশ বর্ণাঢ্য এবং বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্মে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশী লেখকগণ আরবি সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরবিতে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এখানে আমরা সে সব প্রবন্ধ সম্বন্ধেই ধারনা নিব।

১. تطور الأمثال العربية (আরবি প্রবাদ-প্রবচনের ক্রমোন্নতি): আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা আল-আমছাল বা প্রবাদ-প্রবচনের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস সম্বলিত আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক জনাব আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়।

২. نشأة القصة والرواية واتجاهتهما الفنية (গল্প ও উপন্যাসের উৎপত্তি এবং শৈল্পিক দিকসমূহ): আধুনিক আরবি গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দুটি শাখা আল-কিসসা (গল্প) এবং আর-রিওয়াইয়াহ (উপন্যাস)। জাহেলী বা ইসলামী যুগে এ সব সাহিত্য কর্মের কোন অস্তিত্ব আরবি সাহিত্যে ছিল না। অতঃপর কখন, কিভাবে এবং কোথায় এরা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে-এসব বিষয় নিয়েই আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার দ্বিতীয় সংখ্যায় (জুন ১৯৯৬) প্রকাশিত হয়।

৩. الموشحات: نشأتها وتطورها (আলমুয়াশ্শাহাত: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ): স্পেনে উমাইয়্যাদের শাসনামলে (৭১০-১৪৯২ খ্রী.) 'আল-মুয়াশ্শাহাত' (الموشحات) নামে আরবি কাব্য সাহিত্যের এক শিল্প সমৃদ্ধ ও অভিনব কাব্য শাখা উৎপত্তি লাভ করে এবং কাব্য জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাফিজ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা আলোচ্য প্রবন্ধখানি রচনা করেছেন। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. فن المقالة العربية : نشأتها وتطورها (আরবি প্রবন্ধ শিল্প: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ): প্রবন্ধটি লিখেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। এটি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। এতে রয়েছে প্রবন্ধের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তি, এর ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আধুনিক যুগে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা। সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এটি একটি আদর্শ প্রবন্ধ। আল-মাজাল্লাহ আল আরাবিয়্যাহর তৃতীয় সংখ্যায় (জুন ১৯৯৭) এ প্রবন্ধটি পাঠকের হস্তগত হয়।

৫. تطور النقد الأدبى العربى حتى القرن الخامس الهجرى (পঞ্চম হিজরী পর্যন্ত আরবি সাহিত্য সমালোচনার ক্রমবিকাশ): আরবি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.স.ম আব্দুল্লাহ। এতে জাহেলী যুগে আরবি সাহিত্য সমালোচনা শিল্পের উৎপত্তি হয়ে পঞ্চম হিজরী পর্যন্ত এ শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও বিভিন্ন সময়ে এর রূপ বা বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল এ সব বিষয় সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৬. الأدب العربى الحديث: نشأته وتطوره (আধুনিক আরবি সাহিত্য: এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ): আধুনিক যুগে (১৭৯৮) আরবি সাহিত্য কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সকল শাখা-প্রশাখায় বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। সাহিত্যের এ সব শাখার ইতিহাস সমৃদ্ধ আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.স.ম আবদুল্লাহ। এ প্রবন্ধটি ছাপা হয় আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (জুন, ২০০০)।

৭. نشأة البلاغة وتطورها حتى القرن الثالث الهجرى (আল-বালাগাহ বা অলংকার শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং হিজরী তৃতীয় সাল পর্যন্ত এর ক্রমোন্নতি): প্রবন্ধটি যৌথভাব রচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ শামসুল আলম। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র অষ্টম সংখ্যায় (জুন-২০০২) ছাপা হয়।

৮. علم التفسير: نشأته وتطوره (তাফসীর শাস্ত্র: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ): আল-কুরআনের তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক এ প্রবন্ধের রচয়িতা ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান। এটি পূর্বোক্ত ম্যাগাজিনের ৮ম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৯. النهضة الحديثة وعواملها فى الأدب العربى بمنطقة الخليج (উপসাগরীয় অঞ্চলে আরবি সাহিত্যে নবজাগরণ ও তার কার্যকারণসমূহ): এ প্রবন্ধের রচয়িতা ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এতে আন-নাহদা বা জাগরণ বলতে কি বুঝায় তার বিশ্লেষণ, আরব দেশসমূহে নব জাগরণের সূচনা, উপসাগরীয় অঞ্চলে নবজাগরণের উত্থান কখন কিভাবে সূচীত হয় এবং কোন কোন মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়-এ সকল বিষয় অত্যন্ত সুচারুরূপে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘ এবং সাহিত্যিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এ প্রবন্ধটি জুন, ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহতে ছাপা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০. نهضة الشعر فى عهد النبى صلعم والخلفاء الراشدين (রাসূল [স.] এবং খুলাফায়ে রাশিদুনের যমানায় আরবি কাব্যের জাগরণ): আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এ.টি.এম ফাখরুদ্দিন বিরচিত আলোচ্য আরবি প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র একাদশ সংখ্যায় (জুন ২০০৫) প্রকাশিত হয়।

ছ. ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ:

১. علم النفس الحديث والإسلام (আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও ইসলাম): আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করতঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সাথে ইসলামের একটি তুলনামূলক আলোচনা সমৃদ্ধ বক্ষমান প্রবন্ধটি রচনা করেছেন মুহাম্মদ আব্দুল কাদির সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরবিয়্যা'র অষ্টম সংখ্যায় (জুন-২০০২) প্রকাশিত হয়।

২. الاجتهاد فى الأمور الجديدة: ضوابط ومعالم (নিত্য নতুন বিষয়ে শরয়ী গবেষণা: নিয়ম-পদ্ধতি এবং রূপরেখা): আধুনিক যুগে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কল্পে ইসলামী শরীয়ার মূলনীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ তথা গবেষণা করার রীতি-নীতি নিয়ে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র ৮ম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৩. أسرار الصلوة وحقيقتها (সালাতের গোপন রহস্য এবং তার হাক্বীকত (মৌলিকত্ব): ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতের অর্থ, তাৎপর্য, উপকারিতা, গুরুত্ব এবং জামা'তের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক ড. ফারুক আহমদ। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহর ৮ম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৪. عقوبة الردة وفلسفتها فى الاسلام (স্বধর্ম ত্যাগের শাস্তি এবং ইসলামে তার দর্শন): রিদ্দা তথা ধর্মত্যাগের সংজ্ঞা, এর কারণ, শর্ত এবং মুরতাদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বা পরিণতি সম্পর্কিত আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা কামাল। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র সপ্তম সংখ্যায় (জুন-২০০১) ছাপা হয়।

৫. الحرية الدينية لغير المسلمين فى ظل الاسلام (ইসলামের ছত্রছায়ায় অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা): এ প্রবন্ধটি লিখেছেন ইললামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) এর আদ-দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আবুল বায়ান মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। প্রবন্ধটি আল মাজাল্লা'র সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

৬. الإسلام دين الوسط (ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম): প্রবন্ধটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিকুর রহমান। এটি আল-মাজাল্লা'র সপ্তম সংখ্যায় ছাপা হয়।

জ. শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ:

বাংলাদেশের আরবি প্রবন্ধকারদের অনেকেই শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ সব প্রবন্ধে ইসলামী সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও ভাবধারা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

১. اللغة العربية تجاه الدعوة الأسلامية والثقافة العالمية الحديثة (ইসলামী দাওয়াত এবং আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতি: প্রেক্ষিত আরবি ভাষা): আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এই সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য শিল্প সংস্কৃতির উপরেও। এ সব বিষয়কে উপজীব্য করে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় (জুন-১৯৯৯) ছাপা হয়।

২. أثر الحضارة الأسلامية فى الحضارة الاوربية (ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ইসলামী সভ্যতার প্রভাব): ড. আবু সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রচিত আলোচ্য প্রবন্ধে বর্তমান ইউরোপীয় সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ইসলামী সভ্যতা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৩. الحضارة فى العالم الاسلامى: دراسة تحليلية (ইসলামী জগতের সভ্যতা সংস্কৃতি: একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা): সভ্যতা সংস্কৃতির সংজ্ঞা, প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যে তুলনা, ইসলামী সভ্যতা ও তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি লিখেছেন মুহাম্মদ আব্দুল কাদির, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবন্ধটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ'র নবম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪. الثقافة وصلتها بالشاعر (সংস্কৃতি এবং কবির সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক): প্রবন্ধটি যৌথভাবে লিখেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ জাকির হুসাইন এবং মুহাম্মদ মুয়ীনুল হক। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র অষ্টম সংখ্যায় ছাপা হয়।

ঝ. সামাজিক প্রবন্ধ:

১. النظرية الاسلامية فى حماية حق الحياة الإنسانية (মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী): ইসলামী সমাজে মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীকী এবং একই বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ লোকমান হুসাইন। এটি আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যা'র ৪র্থ ও ৫ম যুক্তসংখ্যায় (জুন ১৯৯৯) প্রকাশিত হয়।

২. بيان بعض الاشياء المحرمة على ضوء القران وأضرارها للمجتمع الإنسانى (আল-কুরআনের আলোকে কতিপয় নিষিদ্ধ বস্তু এবং মুসলিম সমাজে তার ক্ষতিকর দিক): মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে ইসলাম যেসব বিষয়বস্তু মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা মূলত মানুষের কল্যাণের জন্যই করেছে। ঐ সব নিষিদ্ধ বস্তুর সামাজিক কুপ্রভাব ও ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ এবং আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবু বকর মুহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী।

Dhaka University Institutional Repository

০৪. আরবি পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিকতায় এ দেশের আরবিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে আরবি পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করে আসছেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অন্যতম বাহক হিসেবে এসব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা খুবই ব্যাপক। সাধারণতঃ পত্রিকাকে চলমান জ্ঞানের বাহন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে জাগরণ সৃষ্টির পশ্চাতে পত্র-পত্রিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চায় জাগরণ সৃষ্টির পশ্চাতে আরবি পত্র-পত্রিকার অবদান কোনো অংশেই কম নয়। নিম্নে আমরা বাংলাদেশে প্রকাশিত আরবি পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করছি:

১. 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ' (আরবি পত্রিকা): বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে গবেষণাধর্মী আরবি ম্যাগাজিন 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যাহ', ১৯৯৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বছরে একবার করে প্রকাশিত হয়ে আসছে। আল-মাজাল্লায় প্রকাশিত প্রায় সব লেখাই আরবি সাহিত্যের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত। এসব প্রবন্ধের লেখক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি শিক্ষক, গবেষক ও অধ্যাপক। এগুলোর ভাষাগত মান বেশ উন্নত এবং সাহিত্যিক দিক থেকে অলঙ্কার সমৃদ্ধ। এ পর্যন্ত আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়্যার এগারটি সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

২. 'মাজাল্লাহ আল বুহুস লিল জামিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ' (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকা): অত্র আরবি ম্যাগাজিনটি ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে যাত্রা শুরু করে। শুরুতে 'ইসলামী শিক্ষা ইনস্টিটিউট' থেকে 'মাজাল্লাহ আল-বুহুস' প্রকাশিত হত। বর্তমানে এই মাজাল্লাটি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ দ্বীন ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ' থেকে বছরে দুই বার আরবি, বাংলা ও ইংরেজি এই তিন ভাষায় ছাপা হয়। আরবি প্রবন্ধগুলো দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও অধ্যাপক কর্তৃক রচিত হওয়ায় মাজাল্লাটি গবেষণাধর্মী হিসেবে স্বীকৃত। দ্বীন ইসলাম, ইসলামী শরীয়ত, সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিশেষতঃ আরবি সাহিত্য প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত এ সব প্রবন্ধের সাহিত্যিক মান বেশ উন্নত।

৩. 'মাজাল্লাহ আল-মুয়াস্সাসাহ আল-ইসলামিয়্যাহ' (ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের গবেষণা সাময়িকী): ১৯৭৩ সালে এ আরবি ম্যাগাজিনটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বছরে চারবার ছাপা হত। ৮০ থেকে ৯৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ আরবি পত্রিকাটিতে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী বহুমূল্যবান আরবি প্রবন্ধ স্থান পায়। দেশবরেণ্য আলেম, আরবিবিদ ও সাহিত্যিক কর্তৃক লিখিত এ সকল প্রবন্ধের সাহিত্যিক মান ছিল বেশ উন্নত। বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার বিকাশ ধারায় এ ম্যাগাজিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না।

৪. 'দিরাসাত আল-জামেয়া'হ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ চিটাগং' (আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর গবেষণাপত্র): বাংলাদেশে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে উক্ত আরবি গবেষণা পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে। এ পর্যন্ত এর দু'টি সংখ্যা পাঠকের হাতে এসেছে। এ দু'সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামসহ ইসলাম, আরবি ভাষা ও সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলো বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আরবিবিদ এবং গবেষকগণ কর্তৃক রচিত হওয়ায় সাহিত্যিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

৫. 'আল-হুদা' (পথ প্রদর্শন): আল হুদা নামক আলোচ্য মাসিক আরবি পত্রিকাটি ১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকার মগবাজারস্থ "দারুল আরাবিয়্যাহ লিদ্-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এটি একটি ইসলামী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা। এতে দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ, সংবাদ ও খবর-খবরসহ আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা স্থান পায়। বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চায় এ পত্রিকাটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৬. 'আস-সাক্বাফাহ' (সংস্কৃতি): এটি একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আরবি পত্রিকা। বাংলাদেশের বিখ্যাত আরবিবিদ ও সাহিত্যিক মওলানা আলাউদ্দিন আল আজহারী ১৯৭৩ সালে এটি পরিচালনা করেন। এর প্রকাশক বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, মগবাজার, ঢাকা। ১৯৭৭ সালে এ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

৭. 'আহ্-ত্বুবহ্ আল-জাদীদ' (নব প্রভাত): ১৯৮১ সালে বিখ্যাত আরবিবিদ মুহাম্মদ সুলতান যওক আন-নাদভী কর্তৃক আলোচ্য আরবি পত্রিকাটি পরিচালিত হয়। এটি চট্টগ্রামের পটিয়া জামেয়াহ ইসলামিয়্যাহ থেকে বছরে চারবার ছাপা হত। ১৯৮৪ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

৮. 'মানার আশ-শারক' (প্রাচ্যের বাতিঘর): এটি একটি ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণামূলক আরবি পত্রিকা। হিজরী ১৪০৭ সালে চট্টগ্রাম দারুল মা'য়ারেফ আল ইসলামিয়্যাহর সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ থেকে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বছরে চারবার এটি ছাপা হত। অনিয়মিত হলেও অদ্যাবধি এর প্রকাশনা চালু রয়েছে। এর সম্পাদক মুহাম্মদ সুলতান যওক আন-নাদভী।

৯. 'ইকরা' (পড়): এটি একটি শিশুতোষ আরবি পত্রিকা। ১৪০২ হিজরী সালে মওলানা আবু তাহের আল মিছবাহ এ পত্রিকাটি চালু করেন। ঢাকার আশরাফাবাদস্থ আল-মাদ্রাসা আন-নূরিয়্যাহ থেকে মাসিক হিসেবে শিশুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক এ আরবি পত্রিকাটি ছাপা হত। কয়েক বছর চালু থাকার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১০. 'আল-কলম' (কলম): তরুণ পাঠকদের জন্য এটি একটি মাসিক আরবি পত্রিকা। ঢাকার আশরাফাবাদে অবস্থিত 'মাদ্রাসাতুল মদীনা' থেকে আবু তাহের আল-মিছবাহর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। ১৪১২ হিজরী সালে মওলানা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অনিয়মিতভাবে অদ্যাবধি আল-কলম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

১১. 'দা'ওয়াহ আদ-দ্বীন' (ধর্মের ডাক): আবুল খায়ের মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ১৪০৫ হিজরী সালে ঢাকা থেকে 'আদ-দা'ওয়াহ আদ-দ্বীন' নামে আরবি পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ত্রৈমাসিক এ পত্রিকাটি পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায়।

১২. 'বালাগ আশ-শারক' (প্রাচ্যের বাণী): চট্টগ্রামের পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়া থেকে প্রকাশিত 'বালাগ আশ-শারক' নামক আরবি পত্রিকাটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও এটি অব্যাহতভাবে বের হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. 'আল-উসওয়াহ' (আদর্শ): এটি ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে মাসিক আরবি পত্রিকা। মুহাম্মদ নূর হুসাইন সম্পাদিত এ পত্রিকাটি দারুস-সালাম রোড, মিরপুর-ঢাকা থেকে ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৪. 'সাওত আল মাদ্‌রাসা আল-আলিয়া' (আলিয়া মাদ্‌রাসার কণ্ঠ): মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে প্রকাশিত অত্র আরবি, বাংলা ও উর্দূ পত্রিকাটি বাংলাদেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে মুখপত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর পূর্বে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৫. 'আল-ফাতিহা' (উন্মেষ): এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯৯৩ সালে এ পত্রিকাটি আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৬. 'আছ-ছাহওয়াহ' (চেতনা): ১৯৯৩ সালে শায়খ আতাউর রহমান নদভী সম্পাদিত অত্র 'আছ-ছাহওয়াহ' নামক মাসিক আরবি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর প্রকাশনা বন্ধ রয়েছে।

১৭. 'আল-ইহসান' (কল্যাণ): ত্রৈমাসিক এ আরবি পত্রিকাটি ১৯৯৭ সালে মুহাম্মদপুর ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গানুবাদে আরবি সাহিত্য-চর্চা

এক. আরবি কবিতা

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক আরবি কবিতার বঙ্গানুবাদ সম্পাদিত হয়েছে। এ জাতীয় অনুবাদের পেছনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কাজ করলেও এগুলোর সাহিত্যমান মোটেও নগণ্য নয়। নিরেট সাহিত্যপ্রেমে উৎসর্গীকৃত অনুবাদও যে একেবারে হয়নি তা নয়। নিম্নে বিশিষ্ট আরবি কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদগুলোর পরিচিতি উপস্থাপন করা হল:

০১. বাংলা-অনূদিত আরবি কাব্যগ্রন্থ

০১.১. অস্-সব্'উল মু'অল্লকাত

'অস্-সব্'উল মু'অল্লকাত' বা 'ঝুলন্ত গীতিকা-সপ্তক' প্রাগৈসলামিক আরবি কাব্য-কুঞ্জের পুষ্পিত প্রসূন। ঐ সময়ের রূপে-রসে ও আবহাওয়ায় এ গীতিকাগুলো পরিপুষ্ট। কথিত আছে এগুলোকে দামী মিসরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। কারও মতে কাহিনীটি কাল্পনিক। তবে সর্ববাদী মত এই যে, কবিতাগুলো তৎকালীন আরবের সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী ইতিহাস খ্যাত 'উকায' মেলায় বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। ফলে সেগুলোর প্রচারণা ও সংরক্ষণকল্পে অবিসংবাদিতভাবে পবিত্র স্থান হিসেবে পরিগণিত কা'বা গৃহে টাঙ্গানো হয়েছিল।

এরকম কবিতার সংখ্যা সাতটি। কবিগণ হলেন: ইমরুল কায়স (মৃ. ৫৪০ খৃ.), ত্বরফাহ ইবনে 'আবদ (মৃ. ৫৬৪ খৃ.), যুহায়র ইবনে আবী সুলমা (মৃ. ৬০৯ খৃ.), লাবীদ ইবনে রাবী'আহ (মৃ. ৪১/৬৬১), 'আমর ইবনে কুলছূম (মৃ. ৬০০ খৃ.), 'আনতারাহ ইবনে শাদ্দাদ (মৃ. ৬১৫ খৃ.) ও হারিস ইবনে হিল্লিযাহ (মৃ. ৫৬০ খৃ.)।

উক্ত 'অস্-সব্'উল মু'অল্লকাত' কাব্যগ্রন্থটি কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড-এর উদ্যোগে জনৈক মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ কাব্যানুবাদ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসাধক শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এই অনুবাদ সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটি ১৯৭২ সালের মে মাসে ১০, গ্রীন রোড, ঢাকা-৫ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক মীর আবু সালেকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"অস্-সব্'উল মু'অল্লকাত" আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহা প্রাগৈসলামিক যুগের সর্বোৎকৃষ্ট কাহিনী-কাব্যরূপে সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। বিশ্বের কয়েকটি উন্নত ভাষায় কাব্যটি অনূদিত হইয়াছে। এই কাব্য আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে আরবি সাহিত্যের ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় হইলেও আজ পর্যন্ত ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই এবং এই অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুভূত

Dhaka University Institutional Repository

হইতেছিল। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কাব্যটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সু-সাহিত্যিক মওলানা নূরুদ্দীনকে ইহা অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মওলানা সাহেব দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কাব্যটির অনুবাদ সমাপ্ত করেন।"

সমগ্র অনুবাদকর্মটি ২৩৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। অনুবাদ অংশের শেষে ১০৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী মূল আরবি পাঠও সংযোজিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অনুবাদক পুস্তকের শুরুতে আরব জাতি এবং আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা এবং মূল কাব্যের ছন্দ, আঙ্গিক ও উপজীব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

অনূদিত উক্ত কাব্যকর্মের মাধ্যমে আমরা প্রাগৈসলামিক আরব জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, কৌলিক প্রতিহিংসা (Vendetta), মাতা, ভগ্নী ও জায়ারূপে নারীর মর্যাদা রক্ষায় আরব রীতি এবং আরবের উদারতা ও আতিথেয়তা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হই।

"সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা"র কবিগোষ্ঠীর সেরা কবি ইমরুল কায়স। তাঁর গীতিকা নিজের কয়েকটি প্রেমাভিসারের সমষ্টি। কবির চাচাত বোন 'উনায়যাহ্' ছিল তার প্রণয়িনী। রাগ-অনুরাগের সীমানা পেরিয়ে তাঁর এ প্রণয় অভিসারে পরিণত হয়নি বলে মনে করা হয়। তবুও মাঝে মধ্যে উনাইযাহ্কে নিকটে পেয়েছেন কবি। একবার 'দারাতুল জুলজুল' নামক মরুদ্যানে একটি সুবর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। আরবের রীতি অনুযায়ী উনাইযাহ্ তার সাথীদের নিয়ে মরুদ্যানের একটি সরোবরে বিবসনা হয়ে প্রমোদ স্নান ও ক্রীড়া-কৌতূক করছিল। দুষ্টু কবি সরোবরের পাড়ে রাখা ঐ রমণীদের সব কাপড় নিয়ে দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের জলকেলি দেখতে থাকেন। স্নান শেষে রমণীরা কবির দুষ্টুমি জানতে পেরে কবির কথা মত উলঙ্গ অবস্থায় তার নিকট থেকে স্ব-স্ব কাপড় চেয়ে নেয়। উনাইযাহ্ প্রথমে আপত্তি করেও পরে শর্ত মেনে কাপড় ফেরৎ নেয়। কবি তার একমাত্র বাহন উটনীকে জবাই করে সকলকে এক প্রীতি ভোজে আপ্যায়িত করেন। ফেরার সময় কবির বাহন না থাকায় কবি উনাইযাহ্'র হাওদায় উঠে পড়েন এবং আমোদ-প্রমোদে পথ পাড়ি দেন। কবি এই ঘটনাকে স্মরণ করেছেন এভাবে:

সেই সুদিনের কথাই বলি, কাটিয়েছিনু তাদের সাথে,
খাস করে সেই দিনের কথা, কাটলো দারুল জুলজুলাতে।

দারুল জুলজুল হতে ফেরার সময় উনাইযাহ্ স্বীয় হাওদায় স্থান না দিয়ে কবিকে সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল। তখনকার কবির প্রণয় আস্ফালন সত্যিই তাঁর লাম্পট্যের পরিচায়ক। তিনি উনাইযাহ্'কে নিঃসঙ্কোচে শুনিয়ে ছিলেন:

গর্ভবতী, দুগ্ধবতী, তোমার মত ঢের-রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু, ভোগ করেছি ঢেরায় পশি।
যখন্ শিশু উঠতো কেঁদে, মুড়িয়ে দিত অর্ধ দেহ,
মত্ত-বিবশ আধেক তখন আমার নিচে নিঃসন্দেহ।[52]

০১.২. সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য

হিজরী পনের শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক রাসূল (স.) এর সাহাবী কবি কা'ব ইবনে যুহায়র কর্তৃক রচিত "বানাত সু'আদ" শীর্ষক আরবি কাব্য গ্রন্থটি ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত হয়ে আলোচ্য শিরোনামে ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরবি সাহিত্যে "বানাত সু'আদ" একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উন্নতমানের কাহিনীকাব্য। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই নবী প্রশস্তি কাহিনী কাব্যের আদর ও কদর রয়েছে। শুধু বাংলা-পাক-ভারতই নয়, বিদেশী যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষতঃ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর সকল শিক্ষায়তনের উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য এটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। এ জন্যই বিশ্বের বহু উন্নত ভাষায় এটি গদ্যে ও পদ্যে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান, তুর্কী, ইংরেজী এবং ইটালী ইত্যাদি উন্নত ভাষায় সম্পাদিত অনুবাদগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[53]

০১.৩. দীওয়ান-ই-আলী (রা.) [প্রথম খণ্ড]

রাসূল (স.) এর প্রিয় জামাতা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি কবি। তাঁর কাব্যসাহিত্য কুরআন-সুন্নাহর সারনির্যাস। 'দিওয়ান-ই-আলী (রা.)' হযরত আলী (রা.) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্ভার। দীওয়ানের শ্লোকসংখ্যা ১৪০০ (এক হাজার চারশত)। প্রাচীনকাল হতে দেশে দেশে কাব্যরসিক ও বোদ্ধা মহলে এটি তাঁর অমর সৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশসহ পাক-ভারত উপমহাদেশেও মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে তা পাঠ্য হিসেবে সিলেবাসভূক্ত রয়েছে। এতে রয়েছে চিরন্তন আবেদন সমৃদ্ধ সালংকার কাব্যধারা। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে এর কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়নি। আলোচ্য শিরোনামে কাব্য সঙ্কলনটির বঙ্গানুবাদ করেছেন মওলানা মুহাম্মদ হাসান হয়রতী ও কাব্যরূপ দিয়েছেন নজরুল গবেষক কবি আবদুল মুকীত চৌধুরী। অনুবাদটি সম্পাদনা করেছেন ফজলুর রহমান। কাব্য সংকলনটির আলোচ্য প্রথম খণ্ড ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে র‍্যামন পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। নিম্নে নমুনা হিসেবে আমরা কিছু শ্লোকের বাংলা কাব্যানুবাদ উপস্থাপন করছি:

বংশ অহমিকা

মানুষের আকৃতি একই রূপ সব
আদম ও হাওয়া থেকে যেহেতু উদ্ভব।
মানুষের জন্যে বলো কী আছে গর্বের
কাদা আর পানি যার মূল উৎসের।
বৃথা বড়াই গাওয়া বংশ লতিকার
খান্দান ঔদার্য আর উচ্চ মর্যাদার।

মূর্খের সাহচর্য

হয়োনা মূর্খের সংগী, দূরে থাকো, দূরে রাখো তাকে
হৃদ্যতার বন্ধ পথে জ্ঞানীর সংহার করে থাকে।
যার সাথে চলাফেরা, সেইজন তার তুল্য হয়
একই রূপ জিনিসের একই রূপ নিয়াত নিশ্চয়।

জীবিকা সন্ধান

কেবল বাসনা দিয়ে জীবিকা যে হয় না অর্জন
তোমরাও যাচতি ফেলো অন্যরা ফেলেছে যেমন।
কখনো পূর্ণ পাবে, কখনো সামান্য কাদাপানি।

Dhaka University Institutional Repository

বক্ষমান কাব্য সংকলনটি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবন এবং সভ্যসন্ধানের পথে বিশ্বজনীন পাথেয় হবে বলে আশা করা যায়।[54]

০১.৪. অশ্রু-সরোবর

আলহাজ্জ মওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির অনূদিত "অশ্রু-সরোবর" গ্রন্থখানি আব্বাসী আমল (৭৫০-১২৫৮) এর বিখ্যাত আরবি কবি শরফুদ্দীন আবূ হাফস উমর ইবনুল ফারিদ (হি. ৫৭৬-৬৩২) এর দীওয়ানের বাংলা কাব্যানুবাদ। নামকরণ অনুবাদকের নিজস্ব সৃষ্টি। দীওয়ান অর্থ কাব্য সংকলন, "অশ্রু-সরোবর" নয়। গ্রন্থটি ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে ছায়ছীনা মাদ্‌রাসা প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। দীওয়ানটির মোট বয়ত (চরণ) সংখ্যা ৪০৬টি। এগুলোতে আল্লাহ-প্রেম, ইশকে রাসূল (স.), আধ্যাত্মিক শায়খের প্রতি আসক্তির বহিঃপ্রকাশ প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি 'ফানা ফিশ-শায়খ' ও 'ফানা ফির-রাসূল' থেকে 'ফানা ফিল্লাহ'র সোপানে আরোহনের অদম্য প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। শায়খ, রাসূল (স.) ও আল্লাহর প্রতি কবি স্বীয় গভীর প্রেমকে তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণভাবে। যেমন:

জ্বালের কসম! চারু তরুণীর
ইশকের মাদকতা
সরস নবীনে ধুকায়ে ধুকায়ে
দান করে প্রবীণতা।
'লামেকাই' যথা যবের বোঝা
চাপায় মুযরি' পরে,
ইশক তেমনি বেদনার বোঝা
চাপাল আমার শিরে।

অনূদিত গ্রন্থটিতে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র অভিমত সংযোজিত হয়েছে। অনুবাদ কর্মটির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"তাঁহার বাংলা ভাষা ও ছন্দের উপর অধিকার অতি চমৎকার। এই অনুবাদে মূলের রসাস্বাদ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি মূল্যবান অবদানরূপে গণ্য হইবে।"[55]

০১.৫. কাসীদা সওগাত

কবি, সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা রুহুল আমীন খান রাসূলুল্লাহ (স.) এর শানে রচিত জগদ্বিখ্যাত চারটি আরবি কাসীদার বাংলা কাব্যানুবাদ "কাসীদা সওগাত" শিরোনামে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

কা'ব ইবনে যুহায়র (রা.) রচিত "কাসীদাতু বানাত্ সু'আদ, ইমাম শরফুদ্দীন আল্-বুসীরী (র.) রচিত "কাসীদাতুল বুর্‌দাহ" ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত (র.) বিরচিত "কাসীদাতুন্ নু'মান", শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (র.) রচিত "আল্-কাসীদাতুল গাউছিয়া"।

এ কাসীদাগুলো মুসলিম বিশ্বে বহুল পঠিত এবং চিরায়ত মহিমায় ভাস্বর। রাসূল-প্রেমিক মুসলিমগণ শত শত বছর ধরে এ কাসীদাগুলো ওয়াজীফা হিসেবে পাঠ করে রাসূল প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আসছেন। বাংলাভাষী পাঠকদের এ কাসীদাগুলোর রসস্বাদন চাহিদা পরিপূরণের নিমিত্ত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪ সালে

Dhaka University Institutional Repository

এগুলোর বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশ করে। 'কাসীদা সওগাত' এর 'বানাত সু'আদ' (সু'আদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে) শীর্ষক প্রথম কবিতাটি কবি রুহুল আমীন খান সযত্ন-নিষ্ঠায় বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছেন। এতে মূল কবিতার সেই অমিয় সুধা প্রবহমান রয়েছে, যা নবী (স.) এর তন্ময় শ্রবণ লাভে ধন্য হয়েছিল। মহানবী (স.) এ কবিতার আবৃত্তি শুনে স্বীয় কাঁধ থেকে চাদর মোবারক নামিয়ে কবি কা'বকে দান করেছিলেন।

'কাসীদা সওগাত' এর দ্বিতীয় কবিতা "কাসীদাতুল বুরদাহ"। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কবি শরফুদ্দীন বুসিরী এ কাসীদাটি রচনা করেন। এটিও নবী (স.) এর ভালবাসায় এবং প্রশংসায় উৎসর্গীকৃত। এ কাসীদা রচনাকালে কবি ছিলেন যারপরনাই অসুস্থতায় শয্যাশায়ী। রচনার পর এক রাতে স্বপ্নে কবি প্রশংসিত রাসূল (স.) কে তা আবৃত্তি করে শোনান। স্বপ্নেই রাসূল (স.) তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে দেন এবং কবির গায়ে চাপিয়ে দেন নিজের নক্‌শাদার চাদর। ঘুম ভাঙ্গলে কবি দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। সেই থেকেই এটি "কাসীদাতুল বুরদাহ" বা "নক্‌শাদার চাদরের কবিতা" নামে পরিচিত হয়। কবি রুহুল আমীন খানের সযত্ন-তরজমায় আলোচ্য কাসীদা বাংলাভাষী পাঠকদের আবেগ-চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করবে নিঃসন্দেহে।

"কাসীদা সওগাত" এর তৃতীয় কবিতা "কাসীদাতুন-নুমান"। কবি ইমাম আযম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাসূল-প্রেম ছিল একনিষ্ঠ এবং আবেগঘন। আলোচ্য কাসীদাটি রাসূল-প্রেমিকদের জন্য এক অনন্য সওগাত। কবি রুহুল আমীন খান তাঁর হৃদয়গত আবেগ-চৈতন্য এবং ভাষা-ছন্দের অপরিমেয় দক্ষতাকে নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহার করে আলোচ্য কাসীদার তরজমাকে চমৎকৃত করে তুলেছেন।

চতুর্থ কাসীদা "কাসীদাতু গাউছুল আযম" বা "আল্-কাসীদাতুল গাউছিয়া" বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর এক ব্যতিক্রমী রচনা। হযরত বড় পীর সাহেবের শিখর স্পর্শী আধ্যাত্ম সাধনার কথা সুবিদিত। ফানা ফিল্লাহর স্তরে রচিত হয়েছিল বলে এ কাসীদা ওয়াজীফাহ হিসেবে পঠিত হয়ে থাকে। রুহুল আমীন খান তাঁর বাংলা কাব্যানুবাদে শব্দের ব্যবহার এবং ছন্দের ঝংকারে কাসীদার মূল সুরকে ধ্বনিত করতে সক্ষম হয়েছেন।[56]

০১.৬. কাছীদাতুল বুরদাহ (শব্দার্থসহ কাব্যানুবাদ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আলোচ্য গ্রন্থের কাব্যানুবাদক। ইমাম শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-বুছীরী (র.) 'কাছীদাতুল বুরদাহ'র রচয়িতা। তিনি ৬০৮/১২১২ সনে মিশরের 'দালাহ' নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন ৬৯৪/১২৯৪-৯৫ এবং ৬৯৫/১২৯৫-৯৬ বলেও কথিত আছে।

রাসূল (স.) এর প্রশংসা সম্বলিত আলোচ্য কবিতাটি ১৬৫ বয়ত (শ্লোক) বিশিষ্ট। ইংরেজী, জার্মান, তুর্কী, ফারসি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় এই কাসীদার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম বুছীরী স্বরচিত "কাছীদাতুল বুরদাহ" একটি মহা বরকতময় কবিতারূপে মুসলিম জাহানে সমাদৃত। রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিয়মে এই কাসীদা পাঠ অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে স্বীকৃত। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাঙ্গনে এই কাসীদা আজও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য কাসীদার বাংলা কাব্যানুবাদে মূল আরবির ছন্দের মিল রক্ষার কারণে মূল কবিতার অর্থে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অনুবাদ গ্রন্থটি ২০০১ সালে রিয়াদ প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।[57]

০১.৭. কাসীদাতুন নো'মান

ইমাম আবু হানীফা (র.) বিরচিত আরবি কাসীদার বাংলায় কাব্যানুবাদকৃত আলোচ্য গ্রন্থটি সিলেট লতিফিয়া এসোসিয়েশন বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০২ সনে প্রকাশিত হয়। এর অনুবাদক জনৈক আরবিবিদ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান।[58]

Dhaka University Institutional Repository

০১.৮. আরবি কাব্যতত্ত্ব

আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ ইবনে খালদূন (১৩৩২-১৪০৬) বিরচিত আল্ 'মুকাদ্দিমা' এর 'কাব্য-তত্ত্ব' অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। বাঙলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে জনাব আবু রুশদ মতীন উদ্দিন 'রজেননল' এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে এটির বাংলা অনুবাদ করেন বলে জানা যায়। ১৯৬৪ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে কাব্যতত্ত্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার পাশাপাশি মুসলিম অঙ্গনে এর এক বিশেষ ধরনের লোকগীতি 'মুওয়াস্সাহ' এবং 'জাযল' এর কাব্যানুবাদ স্থান পেয়েছে।[59]

০১.৯. দি প্রফেট

প্রবাসী কবি খলীল জিবরান রচিত "আন-নবী" কবিতার অনুবাদ "দি প্রফেট" শিরোনামে সরকারী বি.এম কলেজ, বরিশাল এর অর্থনীতির অধ্যাপক আবদুস সালাম মোল্লা কর্তৃক অনূদিত হয়ে ২০০৬ সালে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়। মূল কাব্যগ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘ অর্ধশত বছর ধরে 'বেস্ট সেলার' হয়ে থাকার গৌরব অর্জন করেছে। কুড়িটিরও অধিক ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে বলে জানা যায়।[60]

০১.১০. আরব মনীষা

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান কর্তৃক অনূদিত আলোচ্য গ্রন্থে আরবি সাহিত্যের আধুনিক যুগের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিগণ হলেন: "কবিকুল সম্রাট" আহমদ শাওকী, "নীলনদের কবি" হাফিজ ইব্রাহীম, "সমাজ চেতনার কবি" মা'রূফ আর-রুসাফী, "দুই ভূখণ্ডের কবি" খলীল মুতরান এবং আমেরিকার প্রবাসী কবি ঈলিয়্যা আবূ মাদী।

অনূদিত কবিতাগুলো বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাধারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের পাঠ্যভুক্ত থাকায় এ গ্রন্থের দ্বারা বিদগ্ধ পাঠক এবং বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অগণিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে।

"আরব মনীষা" গ্রন্থে কবি আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) বিরচিত আল-হামযিয়্যাতুন নাবাবিয়্যাহ (নবী [স.] এর শানে হামযা অন্তঃমিল বিশিষ্ট কবিতা), কবি হাফিয ইব্রাহীম (১৮৭২-১৯৩২) বিরচিত "রাছাউল ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু" (ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু'র শানে শোকগাঁথা); কবি মা'রূফ আর-রুসাফী (১৯৭৫-১৯৪৫) বিরচিত "উম্মুল ইয়াতীম" (অনাথ জননী); কবি খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯) বিরচিত 'মুহাম্মদ আবদুল হাদী বেক আল্-জুন্দী'; ঈলিয়্যা আবূ মাদী (১৮৮৯-১৯৫৭) বিরচিত 'আদ্-দাম'আতুল খারসা' (নির্বাক অশ্রু) শীর্ষক কবিতাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটি ২০০৩ সালে রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[61]

০১.১১. একটি মানচিত্রের কুরবানি (দাহায়া আল-খরীতা)

গ্রন্থটি ফিলিস্তিনে রচিত আরবি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদের সংকলন। অনুবাদক জনৈক আরবিবিদ ফয়সাল বিন খালেদ। অস্ট্রিক আর্যু কর্তৃক বাঙলায়ন, রুমি মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা হ'তে ২০০৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে ফিলিস্তিনের তিনজন প্রখ্যাত কবি মাহমূদ দারবীশ (১৯৪২-....), সামিহ আল-কাসিম (১৯৩৯-.....) এবং আদোনিছ (১৯৩০-....) এর যথাক্রমে পনের, চৌদ্দ ও চৌদ্দটি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ স্থান পেয়েছে।

মাহমূদ দারবীশ ফিলিস্তিনীদের জাতীয় কবি। অজস্র ফিলিস্তিনী'র ন্যায় তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর গৃহ, গ্রাম, শৈশব। হানাদার ইস্রায়েলীরা কেড়ে নিয়েছিল তাঁর স্বদেশ, মাতৃভূমি এবং পরিচয়। নিজ পরিচয় ও ভূমিহীন কবি দারবীশ

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়েছেন একজন কবি ভাষা ও কবিতার মাধ্যমে কিভাবে নির্মাণ করে নিতে পারেন নিজ মাতৃভূমির পরিচয়, হারানো শৈশব ও মায়ের ভালবাসা। "লাদীনী..লাদীনী-লা-আরিফু" (আমাকে ফের জন্ম দাও! জন্ম দাও, আমি যেন জানতে পারি) শীর্ষক কবিতায় কবি দারবীশ বলেন:

মা আমাকে আবার জন্ম দাও... জন্ম দাও, আমি যেন জানতে পারি:
কোন মাটিতে আমি মৃত্যুবরণ করব এবং কোন হাসরে আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে
তোমাকে প্রাতের শুভাশীষ যখন তুমি সকালের আগুন জ্বালাচ্ছ মা! তুমি সুখী হও... সুখে থাক... সুখে
আমি এখনো তোমাকে কিছু উপহার দিতে পারি না?
এখনো তোমার কাছে ফেরার সময় হয়নি?
.....
আমাকে আবার জন্ম দাও,
তোমার স্তন থেকে আমি পান করব মাতৃভূমির দুধ
শিশু হয়ে অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকব তোমার বাহুতে।

কবি সামিহ আল-কাসিম ১৯৪৮ সালকে একাধারে ফিলিস্তিনীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাল এবং নিজের জন্মসাল বলে মনে করেন। তিনি আত্মপরিচয় বিনির্মাণের জন্য কবিতাকেই একমাত্র মাধ্যম মনে করেন। রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য অনেকবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বদেশ ছেড়ে যাননি। 'আবনাউল হারবি' (যুদ্ধের সন্তান) শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন:

যাসর রাতে
তারা জোর করে ওকে যুদ্ধে নিয়ে গেল
কেটে গেছে... পাঁচটি শীর্ণ বছর
একদিন সে ফিরে এল, লাল ক্রাচে ভর দিয়ে
বন্দরে তাকে নিতে এল
তার তিন সন্তান!

আলোচ্য কাব্যনালায় উদ্ধৃত বিষয়বস্তু বিদগ্ধ বাংলাদেশী জনগনকে মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ কবিতাগুলো অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ক্ষুধা, দারিদ্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করে বারবার।[62]

০১.১২. বালি ও ফেনা :

কবি আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটির মূল আরবি কবিতার নাম "আর-রামালু ওয়া আল-যাবাদু"। কবি হচ্ছেন জিব্‌রান খলীল জিব্‌রান। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি গদ্য রীতিতে লেখা কাব্যগ্রন্থ। আলোচ্য কবিতার অংশ বিশেষ:

আমি চিরদিন এই সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করবো;
এই বালি এবং এই ফেনার মধ্যে।
উন্মত্ত জোয়ার এসে আমার পায়ের দাগ মুছে ফেলবে
দুরন্ত ঝড়ো হাওয়া নিশ্চিহ্ন করে দিবে সকল ফেনা;
কিন্তু এই সমুদ্র এবং সমুদ্রের তীর
অনন্ত কাল ধরে বর্তমান থাকবে।[63]

Dhaka University Institutional Repository

০২. বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্রে আরবি কাব্যমালার বঙ্গানুবাদ

বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে আরবি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের পাশাপাশি বাংলা সাময়িক পত্রেও আরবি কবিতার অনুবাদ চর্চা হয়েছে। নিম্নে আমরা এ ধারার বাংলা অনুবাদ কর্মের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি:

০২.১. মাসিক মোহাম্মদী

আজ থেকে প্রায় ৭৩ বছর পূর্বে ১৯৩৩ সালে ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মওলানা শারফুদ-দীন "মুআল্লাকাত" কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এর কোন কোন অংশবিশেষ কাব্যে অনুবাদ করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলো ১৯৩৩ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় 'মুআল্লাকাত' এর প্রথম অনুবাদ হিসেবে পূর্বোক্ত খণ্ডিত অনুবাদেরও একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য আছে।

মাসিক মুহাম্মদী-ডিসেম্বর ১৯৩৩, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম "মুআল্লাকাত" এর অনুবাদের নির্বাচিত সামান্য নমুনা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি:

দুই হাতে ধরে মস্তক তার লইলাম কাছে টানি
আবেশে তখন মোর পানে চায়, অবনত দেহখানি।
ক্ষীণ কটিতট, গুল্‌ফ সুঠাম, যৌবন টলমল,
দর্পণ যেন বক্ষ তাহার, চিক্কন, উজ্জল।
(প্রথম মু'আল্লাকাহ)

উৎসব আনন্দ আর সুরায় নেশায়,
ধনমান সবকিছু হারাই হেলায়।

বাদল দিবস। কি মধুর বাদল দিবস!
ললিত ললনা সনে তাঁবু তলে কাটাই দিবস।
(দ্বিতীয় মু'আল্লাকাহ)

০২.২ সাহিত্য পত্রিকা

সত্তরের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় বিখ্যাত আরবি কবিতা 'কাসীদাতুল বুরদাহ' এর কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এটির অনুবাদক ছিলেন পরবর্তীকালে "অস্-সবউল মু'অল্লকাত" কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক মৌলানা নূরুদ্দীন।

০২.৩ সীরাত স্মরণিকা-১৪১৯ হিজরী

পবিত্র মিলাদুন্নবী (স.) ১৪১৯ হিজরী উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আলোচ্য সীরাত স্মরণিকায় জনৈক আরবিবিদ আহমদ আলী লিখিত "আরবি কবিতায় হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রশস্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয়।

উক্ত প্রবন্ধে লেখক জাহিলী যুগের খৃষ্টান পাদ্রী, বাগ্মী ও কবি কুস ইবনে সায়েদা, খৃষ্টান যাজক ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, জাহিলী যুগের প্রথম শ্রেণীর কবি আল-আ'শা, ইসলামী যুগের কবি কা'ব ইবনে যুহায়র, কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা.), কবি নাবিঘা জা'দী, কবি বুসিরী, ইবনে নুবাতা, তাকীউদ্দীন আল-হামাভী, আহমদ শাওকী, আহমদ মুহাররম, আবদুল বাকী আল-উমরী প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের রাসূল প্রশংসায় নিবেদিত কবিতা উদ্ধৃত করে এক মনোজ্ঞ আলোচনার অবতারণা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

০২.৪ ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) স্মরণিকা ১৪২১ হিজরী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আলোচ্য স্মরণিকায় "অমর পংক্তিমালা" শিরোনামে সাহাবী হযরত আব্বাস, হযরত হামযা, হযরত কা'ব ইবনে যুহায়র, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এর যথাক্রমে "জ্যোতির গোলক", "আলোকবর্তিকা", "আল্লাহর নূর", "হিদায়াতের আলো" শীর্ষক কবিতা (বঙ্গানুবাদ) প্রকাশিত হয়েছে।

০২.৫ প্রাচ্য সাহিত্য পত্রিকা

প্রাচ্য সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র (৩৩, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০) থেকে জুলাই ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য সাহিত্য পত্রিকা' এর প্রথম সংখ্যায় চারটি আধুনিক আরবি কবিতার কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো:

ক. পরিচয়পত্র: প্যালেস্টাইনের বিপ্লবী কবি বর্তমানে প্যারিসে প্রবাস জীবনযাপনকারী মাহমূদ দারবীশের একটি কবিতা "পরিচয়পত্র" শিরোনামে তরজমা করেন জনৈক আরবিবিদ আশিক রাহমান। আলোচ্য কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

লিখে নিন, আমি একজন আরব
আমার কার্ড নাম্বার পঞ্চাশ হাজার
আমার আটটি সন্তান
গ্রীষ্মের পর আরো একজন আসছে
এতে ক্রুদ্ধ হওয়ার কি আছে?
সুতরাং
প্রথম পাতার শীর্ষে লিখুন
আমি মানুষকে ঘৃণা করিনা
কারো সম্পত্তি আত্মসাৎ করিনি
এবং এখনো যদি আমি ক্ষুধার্ত হই
আমার উচ্ছেদকারীকে হজম করে ফেলতে পারি
সুতরাং সাবধান, আমার ক্ষুধা
ও ক্রোধ থেকে সাবধান।

খ. যখন ভরে যায় প্রেমে: আলোচ্য কবিতাটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান সালেহ আল-আশমারী-এর ইয়া সাকেনাতাল কালব (হে হৃদয় বাসিনী) শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এ কবিতাটির কাব্যানুবাদ করেছেন জনৈক কালাম আহসান।

গ. পূর্ণতা: আলোচ্য কবিতাটি আরবি ভাষার বিশ্ববিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও চিত্রশিল্পী খলীল জিব্‌রান (১৮৮৩-১৯৩১) এর একটি বিখ্যাত কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ। এটি অনুবাদ করেছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি:

তুমি প্রশ্ন করেছিলে ভাই আমার,
মানুষ কখন পূর্ণতায় পৌঁছবে, আমি উত্তর দিচ্ছি শোন-
মানুষ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় তখনই যখন সে
অনুভব করে সে এক অসীম অবস্থানের মধ্যে বিরাজমান।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সময় তোমার হারিয়ে ছিলো: আধুনিক আরবি সাহিত্যের রোমান্টিক কবি হিসেবে খ্যাত, সৌদি আরবের যাসিন্দা সোলায়মান আল-হাম্মাদের একটি কবিতা আলোচ্য শিরোনামে অনুবাদ করেছেন জনৈক বাংলাদেশী কবি নূরুর রশিদ। কবিতাটির অনূদিত কয়েকটি পংক্তি এই:

বসন্তকে বলেছো তুমি আসতে কাছে
রাখতে ঘিরে স-বু-জ চাদরে-
করবো স্মরণ-হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোরে
পৌঁছবো দু'জন আনন্দের শেষ সীমানায়।[64]

০২.৬ গুলজার (সাহিত্য বার্ষিকী-২০০০)

সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন বালে দেওরাইল ফুলতলী আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত ২০০০ সালের সাহিত্য বার্ষিকীতে ইমাম যায়নুল আবেদীন (র.) এর শানে উমাইয়া আমলের বিখ্যাত আরবি কবি আল-ফারায্‌দাক (মৃ.খৃ.৭২৮) বিরচিত একটি বিখ্যাত আরবি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য মূল কবিতাটি রচনার একটি চমৎকার পটভূমি রয়েছে। সেটি এই:

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের শাসনামলে তাঁর পুত্র যুবরাজ হেশাম হজ্জে গিয়ে তাওয়াফ শেষে ভিড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদ (কালোপাথর) চুম্বন দিতে না পেরে দূরে বসে অপেক্ষারত ছিলেন। ইত্যাবসরে নবী বংশের শেষ প্রদীপ হযরত যায়নুল আবেদীন ইবনে হুসায়ন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব আসলেন। জনতা তাঁকে দেখে রাস্তা ছেড়ে দিল। তিনি যথারীতি তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দিয়ে বিদায় নিলেন। এ সময় শামবাসী একলোক হেশামকে প্রশ্ন করলো: ঐ ব্যক্তি কে যাকে লোকেরা এত ইজ্জত দিল? অথচ তুমি যুবরাজ হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে চিনলনা? এ কথা শুনে যুবরাজ প্রতিহিংসাবশতঃ বললো: 'আমি তাকে চিনিনা।' সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবি আল-ফারায্‌দাক। তিনি ইমাম যায়নুল আবেদীনের মর্যাদা উল্লেখপূর্বক একটি কবিতা রচনা করেন। এর অংশবিশেষ এই:

"তিনি তো সেই ব্যক্তি মহান
চিনে পদ চিহ্ন যার
হিল্ল ও হারাম মক্কা মরু
জানে বিশ্ব পরিচয় তাঁর।"
"উক্তি তোমার তাহার বেলায়
করবে নাকো ক্ষতিসাধন
আরব আজম চিনে সবাই
করছ যাঁহার খ্যাতি গোপন।"

আলোচ্য কবিতাটির বাংলা কাব্যানুবাদ করেছেন জনৈক বাঙালী কবি ওয়াছি উদ্দিন।[65]

Dhaka University Institutional Repository

০৩. দৈনিক পত্রিকা

বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিভিন্ন সময়ে আরবি কবি ও কবিতা সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশের পাশাপাশি আরবি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদও প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে এ জাতীয় কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত আরবি কবিতার বাঙলা কাব্যানুবাদ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করব:

০৩.১ দৈনিক ইনকিলাব

একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা। এতে প্রকাশিত আরবি কবিতার কয়েকটি বাংলা কাব্যানুবাদ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. খলীল জিব্‌রান ও তাঁর কবিতা: ২০০৬ সালের ১৯ মে (শুক্রবার) সংখ্যায় জনৈক অনুবাদক রাফিক হারিরির "খলীল জিব্‌রান ও তাঁর কবিতা" শীর্ষক আলোচনার ধারাবাহিকতায় জিবরানের 'সত্তার গান', 'দীর্ঘশ্বাসেও ভয়', 'নুপ্তসংগীত' শীর্ষক তিনটি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

খ. মিখাইল নুআইমা ও তাঁর কবিতা: দৈনিক ইনকিলাবের ২৩ জুন ২০০৬ (শুক্রবার) সংখ্যায় একই অনুবাদকের আলোচ্য শিরোনামে দার্শনিক কবি মিখাইল নুআইমা (১৮৮৯-১৯৪৪) এর 'মুহূর্তের দৃষ্টি শ্রাবণের সীমা', 'আঁখি মুদিয়া দেখ রূপ', 'বসন্তের ঝরা পাতা' শীর্ষক তিনটি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

গ. নেযার ক্বাব্বানীর কবিতা: প্রথাবিরোধী, সাহসী এবং নারীবাদী কবি হিসেবে আরব বিশ্বে খ্যাত সিরিয়ার কবি নেযার ক্বাব্বানী (১৯২৩-.....) এর চারটি কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক ইনকিলাবের ১৮ আগস্ট, ২০০৬ সংখ্যায়। আলোচ্য কবিতাগুলোর অনুবাদকও পূর্বোক্ত রাফিক হারিরি। প্রকাশিত কবিতাগুলোর শিরোনাম "আমি যখন ভালবাসি", "সমুদ্রে অবগাহন", "চিত্রকলা পাঠ", "ভালোবাসার তুলনা" ইত্যাদি। তাঁর একটি কবিতার কয়েক পংক্তির কাব্যানুবাদ:

ভালোবাসার তুলনা
শোন বান্ধবী
আমার সাথে অন্য কারো তুলনা চলেনা
কেউ হয়তো তোমায় দেবে এক খণ্ড মেঘ
আমি দেব তোমাকে অফুরান বৃষ্টি।

০৩.২ দৈনিক নয়া দিগন্ত

বাংলায় ঢাকা থেকে সদ্য প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা। এটির 'দিগন্ত সাহিত্য' শীর্ষক পাতায় ১৮ আগস্ট ২০০৬ (শুক্রবার) সংখ্যায় আরবি সাহিত্য বিষয়ে নবীন কলাম লেখক রাফিক হারিরি 'মাহমূদ দারবীশ দ্রোহ ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মাহমূদ দারবীশের 'চ্যালেঞ্জ' ও 'হায় মানুষ!' নামক দুটো কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ সংযোজন করেন। তাঁর 'হায় মানুষ!' কবিতার অংশবিশেষ:

তারা তার মুখ বেঁধে নিয়েছে শেকলে
হাতে পায়ে পরিয়েছে মৃত্যুর প্রস্তর

Dhaka University Institutional Repository

আবার বলছে তুমিই হত্যাকারী
তারা কেড়ে নিয়েছে তার খাবার
ছিনিয়ে নিয়েছে বস্ত্র আর স্বাধীনতার ব্যানার
ছুড়ে মেরেছে নিধনের বন্দিশালায়
তবু বলছে তুমি হন্তারক, তুমি চোর
বিতাড়িত করেছে প্রত্যেক আশ্রয় থেকে
কেড়ে নিয়েছে তার নিষ্প্রাণ প্রেয়সী
তবু তারা বলে
তুমি আশ্রয়প্রার্থী!

০৩.৩ দৈনিক জনকণ্ঠ

বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক জনকণ্ঠের সাময়িকী পাতায় সম্প্রতি প্রকাশিত 'প্রেম ও নারীবাদী কবি নেযার কাব্বানী' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক রাফিক হারিরি কবির 'অন্তঃসত্ত্বা' ও 'প্রেয়সী আমার' শিরোনামে দুটো কবিতা বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছেন।

০৪. আরবি সীরাত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আরবি কবিতার বাংলা ভাষায় অনুবাদ

সীরাত অর্থ জীবন চরিত, জীবন বৃত্তান্ত। বিশেষ অর্থে রাসূল (স.) এর জীবনীই সীরাত। এ জাতীয় গ্রন্থাবলীকে সীরাতশাস্ত্র বলে। প্রাচীন কাল থেকে আরবি ভাষায় লিখিত সীরাত গ্রন্থাবলীতে আরবি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে তথ্য-সূত্র হিসেবে। বাংলা ভাষায় অনেক সীরাতগ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। এগুলোর কোন কোনটিতে সন্নিবিষ্ট আরবি কবিতাও বাংলায় কাব্যানুবাদ হয়েছে। যেমন:

০৪.১ সীরাতে রাসূলুল্লাহ (স.)

ইবনে ইসহাক (মৃ. ৭৬৭ খৃ.) বিরচিত সীরাতি রাসূলিল্লাহ (স.) শীর্ষক মূল্যবান গ্রন্থটি জনৈক অনুবাদক শহীদ আখন্দ কর্তৃক অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথ্যসূত্র হিসেবে বিদ্যমান অনেক আরবি কবিতা কাব্যানুবাদ করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে হাসসান ইবনে সাবিত (মৃ. ৫৪হি.), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব ইবনে মালিক, দিরার ইবনে আল-খাত্তাব, আলী ইবনে আবী তালিব (মৃ. ৪০হি.), হিন্দা বিনতে উতবা, কা'ব ইবনে আল-আশরাফ, উমাইয়া ইবনে আবীস সালত (মৃ.খৃ.৬২৪), প্রমুখসহ আরো অনেক কবির কবিতায় কাব্যানুবাদ স্থান পেয়েছে।

০৫. বাংলা ভাষায় রচিত আরবি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আরবি কবিতার বঙ্গানুবাদ

০৫.১ আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থটির রচয়িতা ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের শিক্ষক গোলাম সামদানী কোরায়শী। উক্ত গ্রন্থে লেখক প্রাক ইসলামী আমল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস রচনার বাঁকে বাঁকে প্রাসঙ্গিকভাবে বিখ্যাত আরবি কবিদের কবিতার বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করেছেন। যেমন: প্রাক ইসলামী যুগের ইমরুউল কায়স, নাবিঘা যুব্য়ানী, আ'শা, হাতেম তাঈ (মৃ. খৃ. ৬০৫); ইসলামী আমলের খানসা (মৃ. ২৪ হি.), হুতাইয়া (মৃ. ৫৯ হি.), উমাইয়া আমলের উমর ইব্ন আবী রাবি'আ (হি. ৩২-৯৩), আখতাল (মৃ. হি. ৯৫), ফরযদক (মৃ. হি. ১১০), জারীর (মৃ. হি. ১১০), তেরমাহ ইবনে হাকিম (মৃ. ১০০ হি.); আব্বাসী আমলের বাশ্শার ইবনে বুর্দ (মৃ. হি. ১৬৭), আবুল আতাহিয়া (হি. ১৩০-২১১), আবূ নুওয়াস (হি. ১৪৫-১৯৯), আবূ তাম্মাম (হি. ১৮৮-২৩১), বুহতরী (হি. ২০৬-২৮৪), ইবনুর রূমী (হি. ২২১-২৮৪), মুতানাব্বী (হি. ৩০৩-৩৫৪), ইবনুল মু'তায (হি. ২৩৮-২৮৫), ইবনে 'আবদি রাব্বিহি (হি. ২৪৬-৩২৮), ইবনে হানী (হি. ৩২২-৩৬৩), আবুল 'আলা আল-মা'আররী (হি. ৩৫৩-৪৪৯), ইবনে যায়দুন (হি. ৩৯৪-৪৬৩); তুর্কী আমলের সফিউদ্দীন হিল্লী (হি. ৬৭৭-৭৫০), সাইয়েদা আয়েশা আল্-বাউনিয়া (মৃ. হি. ৯২২) এবং আধুনিক যুগের মাহমূদ সামী আল-বারুদী (হি. ১২৫৫-১৩২২), বাহেসাতুল বাদিয়া (খৃ. ১৮৮৬-১৯১৮), আহমদ শাওকী (মৃ. ১৯৩২), হাফিয্ ইবরাহীম (মৃ. ১৯৩২) প্রমুখ কবিদের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনাকালে তাঁদের অনেক কবিতার সহজ-সরল ও সাবলীল বাংলা কাব্যানুবাদ পেশ করেছেন।

০৫.২ আধুনিক আরবি সাহিত্য

মুক্তধারা কর্তৃক ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কবি আবদুস সাত্তার রচিত আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আধুনিক আরবি কবিতার অনুবাদ পেশ করেছেন। তিনি ইতোপূর্বে উল্লেখিত আধুনিক আরবি কবিদের পাশাপাশি মিশরের খলীল মুতরান, ইরাকের জামীল সিদকী আল-যাহাবী, সিরিয়ার উমর আবূ রীশা, মিশরের আল-আক্কাদ, লেবাননের মিখাঈল নুআইমাহ্, সউদী আরবের হাসান আবদুল্লাহ প্রমুখসহ আরো অনেক সমকালীন কবির কবিতার বাংলা কাব্যানুবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা-ভাষী লেখক, পাঠক ও কাব্য-রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

০৫.৩ আরবি সাহিত্যের ইতিহাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন রচিত আলোচ্য গ্রন্থটিতে মূলতঃ জাহিলী থেকে উমাইয়্যা আমল পর্যন্ত আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে লেখক উমাইয়্যা ও ইসলামী যুগের অনেক কবির কবিতার বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত করেছেন।

দুই. আরবি উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ

আরবি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সাথে আধুনিক যুগে (১৭৯৮...) উপন্যাসের সংযোজন ঘটে। বাংলা ভাষা-ভাষীদের নিকট আরবি উপন্যাসের আবেদন সমান ভাবে প্রযোজ্য। কতিপয় আরবি উপন্যাস বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার পরিসর আরো বৃদ্ধি করেছে। নিম্নে বাংলায় অনূদিত এ সকল আরবি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রকৃতি উপস্থাপন করা হলো:

০১. আল্লার পথের সৈনিক

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত, বাংলায় অনূদিত আলোচ্য উপন্যাসটির আরবি নাম "রিহলাতুন ইলাল্লাহি"। মূল লেখক, তাশখন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'লাইল ওয়া কাদবান' এর খ্যাতিমান কাহিনীকার মিসরীয় কথাশিল্পী ড. নাজিব কিলানী।

Dhaka University Institutional Repository

ইখওয়ানুল মুসলিমীন কর্মীদের বন্দী জীবনের অকথ্য নির্যাতনের বেদনাঘন করুন কাহিনী এ উপন্যাসের পটভূমি। আধুনিক আরবি সাহিত্যের নন্দিত কথাশিল্পী নাজিব কিলানীর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় এ কাহিনী হয়ে উঠেছে অনবদ্য মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত। আধুনিক আরবি সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল উপন্যাস "রিহলাতুন ইলাল্লাহ" এর বাংলা অনুবাদ 'আল্লাহর পথের সৈনিক' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই নন্দিত শিল্পীর প্রথম উপন্যাস, যার পাতায় পাতায় বিধৃত আছে ত্যাগ, কোরবানী আর প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ। উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন বহু আরবি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান।[66]

০২. রক্ত রঞ্জিত পথ

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাসটির আরবি নাম "আত্-তারীক আত্-তাবীল"। এটি মিসরীয় কথাশিল্পী ড. নাজিব কিলানী রচিত বাংলায় অনূদিত দ্বিতীয় উপন্যাস। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ।

উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত। 'রক্ত রঞ্জিত পথ' এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আত্ম কুরবানী, প্রেম এবং জীবন সংগ্রামের তেজোদীপ্ত ইতিহাস।[67]

42300

০৩. চোর ও সারমের সমাচার

১৯৯১ সালে সন্দেশ-আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাসটির অনুবাদক জনৈক সাহিত্যিক আলী আহমদ। এটির আরবি নাম "আল্-লিস্সু ওয়া আল-কিলাব"। এই আরবি উপন্যাসের রচয়িতা আরবি সাহিত্যে ১৯৮৮ সালে নোবেল বিজয়ী সদ্য প্রয়াতঃ নাজীব মাহফুজ।

গুটিকয়েক ব্যক্তির অন্তর্লীণ ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ-সুখ চিত্রিত হয়েছে এ উপন্যাসে। বাইরের বৃহত্তর সমাজ বা প্রকৃতি এ উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা নেয়নি। সে স্থান দখল করেছে মুখ্য চরিত্র সায়ীদ। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সায়ীদ বন্ধু রউফের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে যে পথ বেছে নেয় তা ছিল ভুল। তার প্রেম করে বিয়ে করা স্ত্রী নবাইয়ার গোপন সম্পর্ক সায়ীদেরই আশ্রিত ঈলিবের সাথে। ওরা ষড়যন্ত্র করে সায়ীদকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে তার চার বছরের জেল হয়ে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে তার রেখে যাওয়া দু'বছরের মেয়ে সানা'র সাথে দেখা করতে যায়। ইতোমধ্যে তার স্ত্রী ঈলিবকে বিয়ে করে ফেলেছে। কন্যা সানাও চিনতে না পেরে তাকে অস্বীকার করে। চরম তিক্ততা নিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার মানসে সে দু'-দু'টো মানুষকে ভুলে হত্যা করে ফেরারি হয়ে যায়। ফেরারি জীবনে তাকে অনেক ভালবাসত এমন মেয়ে নূরের সাথে সে আত্মগোপন করে থাকে। তারপর একসময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কাহিনীতে তেমন নতুনত্ব হয়ত নেই, কিন্তু এর গতি অতি দ্রুত আর আকর্ষণীয় তার গড়ন।[68]

০৪. খোঁজ

১৯৯৮ সালে সন্দেশ, বইপড়া, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। আলোচ্য উপন্যাসটির আরবি নাম "আত্-তারিক"। রচয়িতা ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী মিসরীয় উপন্যাসিক নাজীব মাহফুজ। বাংলায় অনুবাদ করেছেন পূর্বোক্ত আলী আহমদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ সালে পরিণত বয়সে রচিত এ উপন্যাসে নাজীব মাহফুজ মিসর তথা প্রাচ্যের পটভূমিতে পাশ্চাত্যের কলা-কৌশল ও উদ্ভাবনী রীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

সময়ের একরৈখিক গতিকে ভেঙ্গে দিয়ে, ঘটনাবলীর আগুপিছু ঘটিয়ে এবং কখনো চেতনা-প্রবাহ রীতি ব্যবহার করে, পাশ্চাত্যের সমসাময়িক শৈলী কাজে লাগিয়ে মিসরের পটভূমিতে আরেকটি উপন্যাস রচনা করেছেন নাজীব মাহফুজ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সাবের এক ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ জীবনের অধিকারী। কাহিনীর শুরুতেই আমরা দেখি তার সদ্য কারামুক্ত মা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যাওয়ায় তার দাফনের তোড়জোড় চলছে। প্রচলিত অর্থে অর্থনৈতিক জীবনযাপনকারিণী মা তাকে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ করলেও কারামুক্তির পর এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সাবেরকে রেখে যায় চরম দারিদ্র ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে। মায়ের সাথে সুদর্শন এক যুবক-এরকম একটি যুগল ছবি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় সে তাঁর বাপ। যে বাপকে সাবের কখনো দেখেনি, ছবি দেখিয়ে তাকেই খোঁজ করার দায়িত্ব দিয়ে যায় মা তাকে। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে নিয়ে কায়রো পর্যন্ত চলে পিতাকে খোঁজাখুঁজি। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই বাপকে খোঁজা হলেও, আসলে সাবের খোঁজে তার সামাজিক অবস্থান, স্বচ্ছলতা, তার অস্তিত্বকে। আর এই খোঁজা উপলক্ষেই সে জাড়িয়ে পড়ে এক রমণীর মোহে। পরিণতিতে খুন।[69]

০৫. আত্মার প্রত্যাবর্তন

"'আওদাতুর রূহ" শীর্ষক তাওফীক আল-হাকীমের নাটকের বাংলা অনুবাদগ্রন্থের নাম 'আত্মার প্রত্যাবর্তন'। এর অনুবাদ করেছেন কবি আবদুস সাত্তার।

০৬. কোকিলের ডাক

আধুনিক আরবি সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মিসরের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রবন্ধকার, উপন্যাসিক ড. তাহা হুসায়ন (১৮৮৯-১৯৭৩) এর "দু'আ আল-কারওয়ান" উপন্যাসের অনুবাদ হলো আলোচ্য বাংলায় অনূদিত উপন্যাসটি।

তিন. আরবি নাটকের বঙ্গানুবাদ

আধুনিক আরবি নাট্য সাহিত্যের দিকপাল মিসরের তাওফীক আল-হাকীম (১৯০২...) এর বেশ কিছু নাটক বাংলাভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমাদের সাহিত্য সমাজ তথা বোদ্ধা মহলে এগুলো বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। নিম্নে এগুলোসহ আরো কিছু বাংলায় অনূদিত নাট্যকর্মের পরিচিতি উপস্থাপিত হলো:

০১. আধুনিক আরবি নাটক

প্রখ্যাত অনুবাদক কবি আবদুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত পাঁচটি নাটক আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার মুক্তধারা। প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৬। অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থ নিম্নরূপ:

ক. লায়লি-মজনু: নাটকটি আরবি সাহিত্যের কবি সম্রাট হিসেবে খ্যাত মিসরের আহমদ শাওকী (১৮৬৬-১৯৩২) প্রণীত কাব্য-নাটক "মাজনূন ওয়া লায়লা" এর অনুবাদ। বিখ্যাত প্রেমিক-প্রেমিকা লাইলী মজনুর প্রেমগাঁথা আলোচ্য নাটকের উপজীব্য বিষয়।

খ. গৌরবের রাজধানী: নাটকটি লেবাননের প্রখ্যাত আরবি কবি জিব্‌রান খলীল জিব্‌রান (১৮৮৩-১৯৩১) প্রণীত "ইরামা যাতিল ইমাদ" নাটকের বঙ্গানুবাদ।

গ. উন্মাদের নদী: বক্ষমান নাটকটি আধুনিক আরবি সাহিত্যের নাট্যশাখার খ্যাতিমান প্রাণপুরুষ তাওফীক আল হাকীম প্রণীত "নাহরুল মাজনূন" শীর্ষক নাটকের বঙ্গানুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নিগ্রো দাস: নাটকটি তাওফীক আল-হাকীমের "আবদুন নীজ্রু" শীর্ষক আরবি নাটকের বঙ্গানুবাদ।

ঙ. শাহেরজাদ: এটিও তাওফীক আল-হাকীম প্রণীত আরবি নাটকের বাংলা অনুবাদ। মূল নাটকের শিরোনাম "শাহ্রাজাদ"।

০২. সম্রাটের দ্বন্দ্ব

এটি মিসরের প্রখ্যাত আরবি নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীমের আরবি নাটক "সুলতানুজ জান্নান" এর বঙ্গানুবাদ। ১৯৮৭ সালে এ অনূদিত নাটকটি মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমান বিশ্বে আরবি সাহিত্য যে কতটা উন্নত এবং সমৃদ্ধ এই নাটকটি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কি বিষয়বস্তু, কি বর্ণনার পরিপাট্য, কি দেশ ও কালগত পরিবেশ সবকিছুই এই নাটকে পরিব্যাপ্ত।

০৩. বিষাক্ত নদী

এটিও বিখ্যাত মিসরীয় নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীমের "নাহরুল মাজনূন" শীর্ষক একাঙ্কিকার বাংলা অনুবাদ। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রণীত এবং বুক ফোরাম, ঢাকা থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত আরবি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত শীর্ষক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

০৪. তেলাপোকার ভাগ্য

আলোচ্য নাটকটি তাওফীক আল-হাকীম প্রণীত আরবি নাটক "নাসীবু সারসার" নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনূদিত নাটকটি ১৯৯৩ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

০৫. মুহাম্মদ (স.)

এটি খাদিজা আক্তার রেজায়ী কর্তৃক ভাষান্তরিত মিসরীয় নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীমের বিখ্যাত নাটক "মুহাম্মদ (স.)"। অনূদিত নাটকটি আল-কোরআন একাডেমী লণ্ডন থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটি এক অনুপম শিল্পকর্ম। এ শিল্পকর্মের মুখ্য চরিত্র হচ্ছেন মুহাম্মদ (স.), যিনি একজন মানুষ, একজন নবী; সর্বোপরী মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শ। এই অনবদ্য সৃষ্টির উপর ভিত্তি করেই হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক মুস্তফা আক্কাদ তৈরী করেন ইতিহাস ভিত্তিক সেরা ছবি "ম্যাসেজ"।

০৬. তাওকীফ আল-হাকীমের নাটক

এটি তাওফীক আল-হাকীমের একটি অনূদিত নাট্য সঙ্কলন গ্রন্থ। গ্রন্থটির অনুবাদক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফারসি বিভাগের শিক্ষক ড. আহসান সাইয়েদ। আলোচ্য সঙ্কলনে নিম্নোক্ত চারটি আরবি নাটকের বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হয়েছে:

ক. ফেরেশতার প্রার্থনা: তাওফীক আল-হাকীমের 'সালাত আল-মালাইকা' নাটকের বঙ্গানুবাদ। নাটকটির দু'টি চরিত্রে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। তন্মধ্যে একজন গ্রাম্য যুবকের বেশে পৃথিবীতে আগমন করে স্বৈরাচারী শাসকদেরকে মানুষ ধ্বংস করার মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করেন।

খ. সংকটে শয়তান: তাওফীক আল-হাকীম রচিত "আল-শায়তান ফী আল-খতর" শীর্ষক আরবি নাটকের বাংলা অনুবাদ। এ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে শয়তান। নাটকটি মিসরে যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে তেমনি বাংলাদেশের নাট্যপাড়ায়ও বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলায় অনূদিত নাটকটি চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধীনে নাট্যকলা বিভাগে প্রখ্যাত নির্দেশক কামালুদ্দীন নীলুর নির্দেশনায় একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়। এ ছাড়া থিয়েটার গিল্ড, চট্টগ্রাম এর প্রযোজনায় এবং অহিদুল আজম টিপুর নির্দেশনায় নাটকটি অদ্যাবধি নিয়মিত মঞ্চস্থ হয়ে আসছে।

গ. যুদ্ধ ও শান্তির মাঝামাঝি: তাওফীক আল-হাকীমের "বাইন আল্-হারব ওয়া আস্-সালাম" শীর্ষক নাটকের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে "যুদ্ধ ও শান্তির মাঝামাঝি"। এটিও 'থিয়েটার গিল্ড' চট্টগ্রাম কর্তৃক একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে।[70]

০৭. দ্বিধান্বিত সম্রাট

নাটকটি "আস্-সুলতানুল হায়েরে" শীর্ষক বিখ্যাত আরবি নাটকের বাংলা অনুবাদ। তাওফীক আল হাকীমের এ নাটকটি কামাল উদ্দীন নীলুর নির্দেশনায় চট্টগ্রামের নাট্যদল গণায়ন কর্তৃক ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের বিপুল প্রশংসা অর্জন করে।

বাংলায় অনূদিত উপরোক্ত নাটকগুলোতে আমাদের সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি মিসরীয় সমাজের ন্যায় সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

চার. আরবি খুতবাহ সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ

খুতবাহ বা বাগ্মিতা প্রাচীন আরবি গদ্য সাহিত্যের অন্যতম সফল শাখা হিসেবে পরিগণিত। এ সকল খুতবার মাধ্যমে আরব বাগ্মীরা কখনো যুদ্ধের ময়দানে, কখনো রাজ-রাজড়ার দরবারে আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি আর বাকচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। নিম্নে বাংলা ভাষায় অনূদিত এ জাতীয় দু'-একটি অনুপম খুতবাহ বা বক্তৃতার পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো:

০১. বিদায় হজ্জের ভাষণ

৯ জিলহজ্জ, দশম হিজরীর শুক্রবার আরাফাতের ময়দানে দুপুরের পর মহানবী (স.) লক্ষাধিক সাহাবীর সমাবেশে বিদায় হজ্জের সময় এই বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। আরবি গদ্য সাহিত্যের অনুপম আদর্শ এই খুতবাহ ইসলামের ইতিহাসে নানা কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "সীরাত স্মরণিকা ১৪০৪" সংখ্যায় আলোচ্য খুতবাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

উক্ত খুতবায় মহানবী (স.) পারস্পরিক সু-সম্পর্ক, নারীর মর্যাদা, অন্যায়-ব্যভিচার প্রতিরোধ, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপস্থিত সাহাবীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতি দূরীকরণে উক্ত খুতবার প্রভাব সমানভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি।

০২. নাহজ আল-বালাঘা

আমিরুল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) এর খুতবাহ সঙ্কলনের আরবি নাম নাহ্জ আল-বালাঘা (বাগ্মিতার ঝর্ণাধারা)। এটি অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব মরহুম জেহাদুল ইসলাম। মমতাজ বেগম কর্তৃক ৫৯২ উত্তর শাহজানপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এর 'জ্ঞান নগরীর দ্বার' আলী ইবনে আবি তালিব ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি ও বাগ্মী। সাহাবীদের মধ্যে তিনি যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন এতে কারো দ্বিমত নেই। খেলাফত পরিচালনাকালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জীবন ঘনিষ্ট ভাষণ (খুতবা) প্রদান করেন। এগুলোর সঙ্কলন গ্রন্থ "নাহজ আল-বালাঘা"। এতে স্থান পেয়েছে ২৩৯টি ভাষণ। যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পার্থিব, পরকালীন ইত্যাদি নানা বিষয়ক খুতবাহ। আমাদের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি অপনোদনে আলোচ্য খুতবাহ চর্চার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পাঁচ. বাংলায় অনূদিত আরবি ভ্রমণ সাহিত্য

আরবরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে দেশ-বিদেশে সফর করেছেন। কেউ কেউ এ সফরনামা কলমবন্দীও করেছেন। এদের মধ্যে ইবনে বতুতা আমাদের নিকট কিংবদন্তি তুল্য। মূল আরবি ভাষায় রচিত ইবনে বতুতার (রেহলাতু ইবনি বতুতা) গ্রন্থটিই ইবনে বতুতার সফরনামা শিরোনামে জনৈক আরবিবিদ জামাল উদ্দীন বিশ্বাস কর্তৃক অনূদিত হয়ে কামিয়াব প্রকাশনা থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

ছয়. বাংলায় অনূদিত আরবি জীবনী সাহিত্য

ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত শিল্পকে জীবনী সাহিত্য বলে। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে জীবনী সাহিত্য আধুনিক যুগের সৃষ্টি হলেও আরবি সাহিত্যে বিশেষতঃ সীরাত সাহিত্য বলে পরিচিত রাসূল (স.) এর জীবনকথা অতি প্রাচীন। এ ধারার সাহিত্যের দুটো শাখা রয়েছে। এক. জীবনী ও দুই. আত্ম-জীবনী। আরবি সাহিত্যে জীবনী সাহিত্য অতি প্রাচীন ধারা হলেও আত্ম-জীবনী আধুনিক কালের সৃষ্টি। আমরা বাংলা ভাষায় অনূদিত এ জাতীয় কিছু সাহিত্য কর্মের পরিচিতি নিম্নে উপস্থাপন করছি।

ক. সীরাতে রসূলুল্লাহ (স.): ইবনে ইসহাক (মৃ. হি. ১৫১), বিরচিত রাসূল (স.) এর জীবন কেন্দ্রিক তিন খণ্ডে বিভক্ত আলোচ্য আরবি গ্রন্থটি শহীদ আখন্দ কর্তৃক অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত সহজ, সরল, সুন্দর ও সাবলীল।

খ. সীরাতে ইবনে হিশাম: রাসূল (স.) এর জীবনী সম্বলিত আলোচ্য প্রাচীনতম গ্রন্থটি আকরাম ফারুক এর অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটির মূল রচয়িতা ইবনে হিশাম (মৃ. হি. ২১৮)।

গ. হযরত আবু বকর (রা.): এটি বিশিষ্ট মিসরীয় সাহিত্যিক মিসরের প্রথম মুসলিম পিএইচ.ডি ডিগ্রীধারি ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল (১৮৮৮-১৯৫৬) কর্তৃক প্রণীত প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর জীবনীগ্রন্থ "আস্ সিদ্দীক্ব আবু বক্কর" গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। আলোচ্য গ্রন্থটির অনুবাদক এ.বি.এম.এ খালেক মজুমদার। গ্রন্থটি আধুনিক প্রকাশনী থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. আর-রাহীকুল মাখতূম: আরবি থেকে অনূদিত একটি অনন্যসাধারণ সীরাত গ্রন্থ। রাবেতায়ে আলামে ইসলামী আয়োজিত বিশ্বব্যাপী সীরাতুন্নবী (স.) প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী আলোচ্য গ্রন্থটির মূল লেখক ভারতের আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী। অনুবাদ করেছেন খাদিজা আখতার রেজায়ী। গ্রন্থটি আল-কোরআন একাডেমী, লণ্ডন এর বাংলাদেশ সেন্টার থেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়।

ঙ. আল-আইয়াম (জীবনধারা): এটি একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। মূল রচয়িতা মিসরের অন্ধ আরবি সাহিত্যিক ড. ত্বাহা হুসাইন। অনুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান। এটি বার্ড পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে কৃতিমান আরবি সাহিত্যিক ড. ত্বাহা হুসাইনের জীবনধারা উৎকীর্ণ হয়েছে। গ্রন্থটি সমকালীন মিসরীয় জনসমাজের দর্শন হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা গদ্যে ও পদ্যে রাসূল-চরিত, সাহাবা-চরিত রচনায় পূর্বোক্ত অনূদিত সীরাত গ্রন্থগুলোর বিশাল প্রভাব রয়েছে।

সাত. আধুনিক আরবি গল্পের বঙ্গানুবাদ

আরবি সাহিত্যের জনপ্রিয় অন্যান্য শাখার ন্যায় আধুনিক আরবি গল্পও অল্প-বিস্তর বাংলায় অনূদিত হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হল।

০১. আধুনিক আরবি গল্প

বিখ্যাত কবি ও অনুবাদক আবদুস সাত্তার অনূদিত 'আধুনিক আরবি গল্প' শীর্ষক গ্রন্থটি মুক্তধারা কর্তৃক ১৯৭৫ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৭৯৮ সালে ফরাসি সমরবিদ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রাচ্য আক্রমণের মধ্য দিয়ে আরবি সাহিত্যে রেনেসাঁ বা পূর্ণজাগরণের সূচনা হয়। তখন থেকেই সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের গল্প আরবি সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য অষ্টম শতাব্দীর ইবন আল মুকাফ্ফা' (মৃ.খৃ.৭৬০) রচিত "কালিলা ওয়া দিমনাহ" এবং দশম শতাব্দীর "আলফ লায়লাহ ওয়া লায়লাহ" (হাজার এক রজনী) ও যে আধুনিক আরবি গল্পে প্রভাব বিস্তার করেনি এমন কথা বলা যায়না। তবে এ ক্লাসিকধর্মী রচনার সঙ্গে আধুনিক কালের ছোট গল্পের তফাৎ শুধু আঙ্গিক গঠনে সীমাবদ্ধ নয়। টেকনিক, বিষয়বস্তু, বর্ণনা ভঙ্গি এবং ভাষা ও শব্দ চয়নেও প্রচুর তফাৎ নজরে পড়ে।

সে যাই হোক, আলোচ্য গ্রন্থে অনুবাদক বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক-পাঠিকাদেরকে আরবি গল্পের বিষয়বস্তু, টেকনিক এবং রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নয়জন প্রখ্যাত আরবি গল্পকারের গল্পের বাংলা অনুবাদ সংকলন করেছেন:

১.	লায়লা বা'লাবাক্কি	ভালোবাসার চন্দ্রে
২.	মাহমুদ দীআব (১৯৩২.....)	আমার বাড়ী
৩.	মাহমুদ তাইমুর (১৮৯৪.....)	মৃত্যু
৪.	যুননুন আইয়ুব (১৯০৫.....)	অভিপ্রায়

Dhaka University Institutional Repository

৫.	নাজীব মাহফুয (১৯১১-২০০৬)	পাগল
৬.	ইউসুফ আল সাবায়কী (১৯১৮.....)	ঘরে ফেরা
৭.	ইউসুফ শারোনী (১৯২৪.....)	দারাই গলি
৮.	ইউসুফ ইদরীস (১৯২৮.....)	দায়িত্ব
৯.	ইদরীস শা'রাবী	তীর্থযাত্রা[71]

০২. নোবেল বিজয়ী নাজীব মাহফুজের ছোটগল্প

লেখক ও অনুবাদক আহসান সাইয়েদ আলোচ্য গল্পগ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। এটি এ্যাডর্ন পাবলিকেশন থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে নোবেল বিজয়ী মিশরীয় উপন্যাসিক গল্পকার নাজীবের নিম্নোক্ত আটটি ছোট গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ক. বন্দীর পোশাক: গল্পটি নাজীবের হামস আল-জুনূন (পাগলের প্রলাপ) গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মূল গল্পটির আরবি নাম "বযল আল-আসীর"।

খ. অভিযুক্ত অপরাধী: গল্পটির মূল আরবি শিরোনাম "আল মুত্তাহাম"। এটি নাজীবের "খাম্মারা আল কিত আল আসওয়াদ" (কাল বিড়ালের শুড়িখানা) গল্পগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

গ. শিশুর স্বর্গ: নাজীব মাহফুজ বিরচিত "খাম্মারা আল-কিত্ আল-আসওয়াদ" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে বক্ষমান গল্পটি নেয়া হয়েছে। গল্পটির আরবি শিরোনাম হচ্ছে "জান্নাত আল-আতফাল"।

ঘ. এই শতাব্দীর প্রেম: "হাযা আল-করন" শীর্ষক মূল এ গল্পটি নাজীবের "হামাস আল জুনূন" গল্পগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

ঙ. ভাগ্যবান: আলোচ্য গল্পটি 'আয়-রাজুল আল সা'য়ীদ' শীর্ষক মূল আরবি গল্পের অনুবাদ। গল্পটি "খাম্মারা আল-কিত্ আল-আসওয়াদ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

চ. কাল বিড়ালের শুড়িখানা: এ গল্পটি "খাম্মারা আল-কিত্ আল-আসওয়াদ" শীর্ষক গল্প-গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।

ছ. যাত্রী ছাউনীর নীচে: এ গল্পটি "তাহতাল মিযাল্লাহ" শীর্ষক গল্পগ্রন্থের অন্যতম প্রধান গল্প। গল্পটির শিরোনামও "তাহতাল মিযাল্লাহ"।

জ. মাতালের গান: আলোচ্য সংকলনের এটি শেষ গল্প। পূর্বোক্ত সাহিত্যিক নাজীবের "খাম্মারা আল কিত আল আসওয়াদ" গল্পগ্রন্থ থেকে এটি সংগৃহীত।

০৩. মিসরের ছোট গল্প

বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক পাঠিকাদেরকে মিসরের আধুনিক আরবি ছোট গল্পের পথ প্রদর্শক মুস্তাফা লুৎফী আল মানফালূতী (১৮৭৬-১৯২৪) রচিত ছোট গল্পের রসাস্বাদনের সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। লায়ন্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে ১৯৮২ সালে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আল মানফালূতী'র প্রথম গল্পগ্রন্থ "আল-আবারাত" (অশ্রুমালা) এর নিম্নোক্ত ৮টি গল্পের অনুবাদ আলোচ্য সংকলনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন,

ক. অনাথ: এটি "আল ইয়াতীম" গল্পের অনুবাদ। এক অনাথের হৃদয়স্পর্শী প্রেমের বর্ণনা আলোচ্য গল্পের উপজীব্য বিষয়।

খ. কবরের কান্না: "আল-ইকাব" গল্পের অনুবাদ।

গ. দোজখ: "আল-হাভিয়া" গল্পের অনুবাদ।

ঘ. শহীদান: "আল-শুহাদা" গল্পের বাংলা অনুবাদ।

ঙ. অপূর্ব শান্তি : "আল-জাযা" শীর্ষক আরবি গল্পের অনুবাদ।

চ. স্বপ্ন শেষ: "আল-হিজাব" শীর্ষক মূল আরবি গল্পের অনুবাদ।

ছ. স্মৃতি: "আল-যিকরা" শীর্ষক গল্পের অনুবাদ।

জ. ধনী ও গরীব: "আল-গনী ওয়া আল-ফাকীর" শীর্ষক গল্পের বাংলা অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার প্রভাব : আরবি হরফে লিখিত বাংলা পুঁথি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-পুঁথিশালার 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ'-এ প্রাগাধুনিক যুগের অনেকগুলো বাংলা পুঁথি রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এগুলোর হরফ আরবি। অর্থাৎ আরবি হরফের সাহায্যে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে আলোচ্য পুঁথিগুলো। সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার প্রভাব ও ফলশ্রুতিতেই এমনটি ঘটেছে। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।' (বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫)

আলোচ্য শ্রেণীর পুঁথির সংখ্যা ৪৩টি। আরবি হরফে লিখিত মধ্যযুগের বাংলা পুঁথিগুলোর পাঠ, সেগুলোর বাংলা প্রতিবর্ণীকরণসহ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত ও ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচিতি' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে আরবি লিপিতে লিখিত মধ্যযুগের বাংলা পুঁথির তালিকা এখানে তুলে ধরা হল।[72]

১. পুঁথির নাম : আমীর হামজার কেচ্ছা
রচয়িতা : সৈয়দ হামজা (১৭৮৮-১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ)
লিপি : আরবি হরফ। ৬০/৭০ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : ১৭
বিষয় : হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পিতৃব্য বীরবর হামজার দিগ্বিজয়ী ও অলৌকিক জীবন কাহিনী।

২. পুঁথির নাম : ইব্লিছনামা
রচয়িতা : সম্ভবত সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)
লিপি : আরবি হরফে অনুলিখিত (সুন্দর অক্ষর)
লিপি কাল : আনুমানিক ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ।
পত্রসংখ্যা : মোট ৫২ পৃষ্ঠা আছে। আদি অন্ত খণ্ডিত।
বিষয় : এতে শয়তান কিভাবে প্রতিমূহূর্তে মানুষকে প্রতারিত করছে এবং কি কি সাবধানতা অবলম্বন করলে শয়তানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

৩. পুঁথির নাম : ওফাত-ই-রসূল
রচয়িতা : সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)
লিপি : আরবি হরফ। হস্তাক্ষর স্পষ্ট। শতবর্ষ পূর্বে লেখা।
পত্রসংখ্যা : ২০ (শেষের দিকে কিছু অংশ নেই)।
বিষয় : হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মৃত্যু সম্বন্ধীয় অর্ধঐতিহাসিক বেদনা-বিজড়িত করুণ কাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পুঁথির নাম : ওফাত-ই-রসূল
রচয়িতা : সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)
লিপি : আরবি হরফে লেখা। প্রায় ১২৫ বছরের প্রাচীন।
লিপিকর : ফয়জুল্লাহ।
পত্রসংখ্যা : ৫২ পত্র (১ম ও শেষ পত্র দুটি অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য) পুঁথি আদ্যন্ত আছে। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : হযরত মুহাম্মদ (স.) এর তিরোধান।

৫. পুঁথির নাম : ওফাত-ই-রসূল
রচয়িতা : সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)
লিপি : আরবি হরফে লেখা। প্রায় ১২৫ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : প্রথম ও শেষ পত্র দুটি অত্যন্ত জীর্ণ ও প্রায় অপাঠ্য। খণ্ডিত। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : হযরত মুহাম্মদ (স.) এর তিরোভাব বৃত্তান্ত।

৬. পুঁথির নাম : কিফায়তুল মুসল্লিন
রচয়িতা : শেখ মুতালিব (১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দ)
লিপি : আরবি হরফে লিখিত।
লিপিকাল : ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ।
লিপিকর : মুহাম্মদ ইউসুফ।
পত্রসংখ্যা : কয়েক পাতা নেই। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয়াদি।

৭. পুঁথির নাম : কিফায়তুল মুসল্লিন
রচয়িতা : শেখ মুতালিব (ষোল শতকের ১ম পাদ)
লিপি : আরবি হরফে লেখা। শত বছরের পুরোনো।
পত্রসংখ্যা : আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয়।

৮. পুঁথির নাম : কিফায়তুল মুসল্লিন
রচয়িতা : শেখ মুতালিব (ষোল শতকের ১ম পাদ)
লিপি : আরবি হরফে লেখা। প্রায় ৭০/৮০ বছরের পুরোনো।
লিপিকর : আছদ আলী।
পত্রসংখ্যা : সম্পূর্ণ আছে। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয়াদি।

৯. পুঁথির নাম : কোরানের কায়দা
রচয়িতা : আব্দুন নবী।
লিপি : আরবি হরফে লেখা। ৭০/৮০ বছরের পুরোনো।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রসংখ্যা : কয়েকটি পত্রের অভাব। ১৪ পাতা বিদ্যমান।
বিষয় : কুরআন শরীফ পড়ার পদ্ধতি বিষয়ক রচনা।

১০. পুঁথির নাম : চৌতিশার পুঁথি
রচয়িতা : বালক ফকির (১৯ শতকের ১ম পাদ)
লিপি : আরবি হরফে লেখা। ৭০/৮০ বছরের পুরোনো।
পত্রসংখ্যা : ১২ পাতা। শেষের কয়েক পাতা নষ্ট।
বিষয় : দেহতত্ত্ব বিষয়ক রচনা।

১১. পুঁথির নাম : ছখিনা বিলাপ
রচয়িতা : অজ্ঞাত
লিপি : আরবি হরফে লেখা। ৫০/৬০ বছরের পুরোনো।
পত্রসংখ্যা : ১০ পাতা।
বিষয় : ইমান হোসেন-কন্যা সদ্য-বিবাহিতা সখিনার করুণ বিলাপ।

১২. পুঁথির নাম : নছিয়তনামা
রচয়িতা : সোলেমান
লিপি : আরবি হরফে লেখা। ৫০/৬০ বছর পূর্বের অনুলিপি।
পত্রসংখ্যা : ১২ পত্র। খণ্ডিত পুঁথি।
বিষয় : প্রধানত নারী-পুরুষের পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বিবৃত হয়েছে।

১৩. পুঁথির নাম : ছিফৎ-ই-ইমান
রচয়িতা : কাজী বদিউদ্দীন
লিপি : আরবি হরফে লেখা। ৬০/৭০ বছরের প্রাচীন।
লিপিকর : আবদুল নবী।
পত্রসংখ্যা : ৭০/৮০ পত্রের বই। শেষে কয়েকপাতা নেই। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : মুসলমানের অবশ্য জ্ঞাতব্য শরা-শরীয়ত বিষয়াদি আলোচিত।

১৪. পুঁথির নাম : জেবলমুলক সামারোখ
রচয়িতা : সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর আলি
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৮০ বছরের প্রাচীন।
লিপিকর : চুন্নু মিয়া।
পত্র সংখ্যা : প্রায় ১৫০ পত্রের বই। আদ্যান্ত খণ্ডিত।
বিষয় : রোমান্টিক উপাখ্যান। নায়ক জেবলমুলক, নায়িকা সামারোখ।

১৫. পুঁথির নাম : জেবলমুলুক সামারোখ
রচয়িতা : সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৭০/৮০ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : প্রায় ১৫০ পত্র বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। নায়ক জেবলমুলুক ও নায়িকা সামারোখের প্রেমকাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. পুঁথির নাম : জেবলমুলুক সামারোখ
রচয়িতা : সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রকাণ্ড পুঁথি। পত্রাঙ্ক নেই।
পত্রসংখ্যা : প্রায় ২০০ পত্র বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত।
বিষয় : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

১৭. পুঁথির নাম : জেবলমুলুক সামারোখ
রচয়িতা : সৈয়দ মুহম্মদ আকবর আলি
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতেক বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : প্রথমে ও শেষে অল্প কয়েক পাতা নেই।
বিষয় : রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

১৮. পুঁথির নাম : জ্ঞানসাগর
রচয়িতা : আলী রাজা ওরফে কানু ফকির
লিপি : অরবি হরফে লেখা। ৬০/৭০ বছরের পুরাতন।
লিপিকর : শহিদুল্লাহ নিয়াজি (চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত ভেন্দাপাড়া নিবাসী)।
পত্রসংখ্যা : মোট পত্রসংখ্যা ১২৫। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : অধ্যাত্মবিষয়ক গ্রন্থ।

১৯. পুঁথির নাম : জ্ঞানসাগর
রচয়িতা : আলী রাজা ওরফে কানু ফকির
লিপি : অরবি হরফে লেখা। ৮০/৯০ বছর পূর্বের লেখা।
পত্রসংখ্যা : খণ্ডিত পুঁথি। তবে পুঁথিটির বেশির ভাগ আছে।
বিষয় : অধ্যাত্মবিষয়ক গ্রন্থ।

২০. পুঁথির নাম : জঙ্গনামা
রচয়িতা : মোহাম্মদ এয়াকুব (১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ পরবর্তী)।
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৮০/৯০ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : বিরাট বই। প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা নেই। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : কারবালা যুদ্ধ ও ইমাম হোসেন নিধনকাহিনী।

২১. পুঁথির নাম : জয়কুম রাজার লড়াই
রচয়িতা : সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)
লিপি : সুন্দর আরবি হরফে লিখিত। শতেক বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : মোট পত্রসংখ্যা ১৮। আদ্যন্ত খণ্ডিত।
বিষয় : জয়কুম নামক জনৈক রাজার সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স.) ও হযরত আলী (রা.) এর যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

২২. পুঁথির নাম : দাকায়েকুল হাকায়েক
রচয়িতা : সৈয়দ নূরুদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতেক বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : আদ্যন্ত খণ্ডিত। তবে মূল গ্রন্থের অধিকাংশ এ পুঁথিতে আছে।
বিষয় : মুসলিমদের নিত্য আচরণীয় ধর্মীয় বিষয়াদি এতে বর্ণিত।

২৩. পুঁথির নাম : দাকায়েকুল হাকায়েক
রচয়িতা : সৈয়দ নূরুদ্দীন
লিপি : আরবি হরফে লিখিত।
পত্রসংখ্যা : বৃহৎ পুঁথি। সম্পূর্ণ আছে। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : মুসলিমদের নিত্য আচরণীয় ধর্মীয় বিষয়াদি এতে বর্ণিত।

২৪. পুঁথির নাম : ছনবরের কেচ্ছা
রচয়িতা : মোহাম্মদ আকবর
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতেক বছরের প্রাচীন। হস্তাক্ষর সুন্দর।
পত্রসংখ্যা : প্রায় শতেক পৃষ্ঠা বিদ্যমান। খণ্ডিত।
বিষয় : রাজা মনোহরের কন্যা ছনবরের প্রণয় কাহিনী।

২৫. পুঁথির নাম : নামায মাহাত্ম্য
রচয়িতা : মোহাম্মদ জান
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে অনুলিখিত।
পত্রসংখ্যা : ১৩
বিষয় : নামাযের মাহাত্ম্যসম্বন্ধীয় রচনা।

২৬. পুঁথির নাম : নিকাহমঙ্গল।
রচয়িতা : অজ্ঞাত
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতোর্ধ্ব বছরের প্রাচীন।
লিপিকর : রবিউদ্দিন।
পত্রসংখ্যা : মোট পত্র সংখ্যা-৪
বিষয় : বিবাহবিষয়ক।

২৭. পুঁথির নাম : পদ্মাবতী
রচয়িতা : আলাউল
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় শতোর্ধ্ব বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : বিরাট আকারের বই। খণ্ডিত। তবে প্রায় সম্পূর্ণ (কয়েক পাতা মাত্র নেই)।
বিষয় : মালিক মুহাম্মদ জায়সীর হিন্দি 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ।

২৮. পুঁথির নাম : পদ্মাবতী
রচয়িতা : আলাউল
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। বিরাট আকারের গ্রন্থ। শতেক বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : খণ্ডিত পুঁথি। তবে কয়েকপাতা মাত্র নেই।
বিষয় : হিন্দি থেকে অনূদিত বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. পুঁথির নাম : ফক্করনামা
রচয়িতা : শেখ সেরবাজ চৌধুরী
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৬০/৭০ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : ৮টি পত্র বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত।
বিষয় : আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক প্রশ্নোত্তর এবং হেঁয়ালিপূর্ণ বিষয়বস্তুযুক্ত গ্রন্থ।

৩০. পুঁথির নাম : বেনজীর বদর-ই-মুনির
রচয়িতা : সৈয়দ মুহম্মদ নাসির (১৮ শতকের শেষার্ধ)
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৭০/৭৫ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : আদ্যন্ত খণ্ডিত, তবে অধিকাংশ আছে। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় :প্রণয়োপাখ্যান। নায়ক বেনজীর ও নায়িকা বদর-ই-মুনিরের প্রণয়কাহিনী।

৩১. পুঁথির নাম : মক্তুল হোসেন
রচয়িতা : মোহাম্মদ খান
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় শতোর্ধ্ব বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : মোট পত্র সংখ্যা ১৭। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : মুখ্যত কারবালার করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে এছাড়াও নবীর চার আসহাব থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বিষয়াদির বর্ণনা রয়েছে।

৩২. পুঁথির নাম : মোহাম্মদ হানিফার লড়াই।
রচয়িতা : মোহাম্মদ খান
লিপি : আরবি হরফে লিখিত।
লিপিকাল : ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ।
পত্রসংখ্যা : অনেকগুলো পত্র বিদ্যমান। আদ্যে খণ্ডিত হলেও শেষ আছে। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : মক্তুল হোসেন-কাব্যের একটি পর্ব। হযরত আলীর পুত্র হানিফা কর্তৃক এজিদের নিধনকাহিনী।

৩৩. পুঁথির নাম : মোহাম্মদ হানিফার লড়াই।
রচয়িতা : আবদুল হাকিম (সতের শতক)
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতেক বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : মোট ৪৭ টি পত্র বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত।
বিষয় : রাসূলের জীবৎকালীন দিগ্বিজয় কাহিনী। তাঁর 'রাসূল বিজয়' গ্রন্থের অংশ বিশেষ।

৩৪. পুঁথির নাম : যোগ কালন্দর
রচয়িতা : সৈয়দ মর্তুজা
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় শতোর্ধ্ব বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : ২১ পত্রে সমাপ্ত। পত্রাঙ্ক নেই। সম্পূর্ণ।
বিষয় : যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

৩৫. পুঁথির নাম : যোগ কালন্দর
রচয়িতা : সৈয়দ মর্তুজা

Dhaka University Institutional Repository

লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৭০/৮০ বছরের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : ১৪ পত্র। সম্পূর্ণ। পত্রাঙ্ক নেই।
বিষয় : যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

৩৬. পুঁথির নাম : শবে মে'রাজ
রচয়িতা : সৈয়দ সুলতান (ষোল শতক)
লিপি : আরবি হরফে লিখিত।
লিপিকাল : ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ।
পত্রসংখ্যা : বৃহৎ পুঁথি। পত্রাঙ্ক নেই।
লিপিকর : আজিজর খান
বিষয় : শবে মে'রাজ-এ হযরত মোহাম্মদ (স.) এর স্বর্গপরিদর্শন বৃত্তান্ত বর্ণিত।

৩৭. পুঁথির নাম : ইউনান দেশের পুঁথি
রচয়িতা : অজ্ঞাত
লিপি : আরবি হরফে লেখা।
পত্রসংখ্যা : মোট পত্রসংখ্যা ৬।
বিষয় : ইউনানদেশ-সম্পর্কিত কথা।

৩৮. পুঁথির নাম : সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল
রচয়িতা : আলাউল
লিপি : আরবি হরফে লেখা।
লিপিকাল: ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।
পত্রসংখ্যা : সম্পূর্ণ পুঁথি অক্ষত। পত্রাঙ্কহীন।
বিষয় : প্রণয়োপাখ্যান। সয়ফুলমুলক ও বদিউজ্জামালের প্রণয়কাহিনী।

৩৯. পুঁথির নাম : সোনাবাণ
রচয়িতা : ফকির গরিবুল্লাহ
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতেক বছরের পুরাতন।
পত্রসংখ্যা : মোট ৮ টি পত্র আছে। আদ্যন্ত খণ্ডিত।
বিষয় : রাজকন্যা সোনাবাণের সঙ্গে মোহাম্মদ হানিফার লড়াই ও তারপর উভয়ের বিবাহ কাহিনী বর্ণিত।

৪০. পুঁথির নাম : হায়রাতুল ফেকাহ
রচয়িতা : মোহাম্মদ আলী
লিপি : আরবি হরফে লিখিত।
পত্রসংখ্যা : মোট পত্রসংখ্যা ৩৯ টি।
বিষয় : ফিকহ শাস্ত্রের গ্রন্থ।

৪১. পুঁথির নাম : মুসায়-সওয়াল
রচয়িতা : অজ্ঞাত
লিপি : আরবি হরফে লেখা।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রসংখ্যা : মোট ৩ টি পত্র। খণ্ডিত।
বিষয় : 'মুসায়-সওয়াল' নামক পুঁথির অংশ।

৪২. পুঁথির নাম : ধর্মীয় গ্রন্থ-তফসীর
রচয়িতা : আইনউদ্দিন
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। শতবর্ষের প্রাচীন।
পত্রসংখ্যা : খণ্ডিত পুঁথি।
বিষয় : তফসীর বিষয়ক গ্রন্থ।

৪৩. পুঁথির নাম : কেফায়তুল মুসল্লিন
রচয়িতা : শেখ মুতালিব।
লিপি : আরবি হরফে লিখিত। প্রায় ৭০ বছরের প্রাচীন।
লিপিকর : আসদ আলী।
পত্রসংখ্যা : ১-২২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পত্রাঙ্কহীন।
বিষয় : নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়াবলী।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার প্রভাব: বাংলা ভাষায় আরবি শব্দ

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য সকল ভাষার মত বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণের সহজতা ও সাবলিলতা এবং সহজবাক্য কাঠামোর ফলে এ ভাষা দিন দিন আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ শব্দ ভাণ্ডারের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে আরবি শব্দ। আরবি একটি প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধ ভাষা হওয়ায় এবং দীর্ঘদিন ধরে এ ভূখণ্ডে আরবি সাহিত্যের পঠন-পাঠন, অনুশীলন ও চর্চা হওয়ায় এবং এ অঞ্চলের সাথে আরবদের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগাযোগ থাকার ফলে আরবদের সাথে বাঙালীদের মেলামেশা ও ভাষা কেন্দ্রিক আদান-প্রদান হয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, আরবদের সাথে মেলা-মেশা ও যোগাযোগই বাংলায় আরবি শব্দের অনুপ্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ। তবে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত এ সকল আরবি শব্দকে সাধারণত **"ধার করা শব্দ"** (Loan Words) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো কম-বেশ তাদের নিজস্ব শাব্দিক গঠন হারিয়েছে। এর অন্যতম কারণ বাংলা এবং আরবি শব্দের উচ্চারণে অমিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরবি শব্দের মূল অর্থ পরিবর্তিত রয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষ অর্থ হ্রাস পেয়েছে, আবার বৃদ্ধিও পেয়েছে; আবার ক্ষেত্র বিশেষ মূল আরবি অর্থ পরিবর্তিতও হয়েছে। এ পরিবর্তনকে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় "Process of Naturalisation বা খাপ খাওয়ানোর কৌশল"। বাংলা ভাষায় আদিকাল থেকে এ কৌশলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় আরবি শব্দগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কিছু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে শিক্ষিত সমাজের হাতে। তাঁরা আরবি পুস্তক পড়েছেন, আরবি সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং এ ভাষা রপ্ত করেছেন। তাঁরা মসজিদের খুতবায়, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে একটি পাঠক গোষ্ঠী তৈরী করেছেন। ফলে এ শ্রেণীর লোকজন যখন কথা বলেছেন তখন কথায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা সাদামাটাভাবেই নিজের অজান্তে আরবি শব্দের ব্যবহার করেছেন। একই কাজটি করেছেন তাঁরা লেখার ক্ষেত্রেও। অন্যশ্রেণীর লোকজন তারা সাধারণ মানুষ। তারা শিক্ষিত সমাজের সাথে মেলামেশা বা সরাসরি আরবদের সাথে মেলামেশার সুবাদে আরবি শব্দাবলি শ্রবণ করেছেন এবং নিজেদের কথাবার্তায় তা ব্যবহার করেছেন। এভাবে আরবি থেকে অনুপ্রবেশকৃত শব্দগুলো আজ বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারের একবিশাল অংশ দখল করে আছে। আমরা এ জাতীয় কিছু শব্দ নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করব[73]:

[অ]

অকবজ- বিণ. অনায়ত্ত, অনধিকৃত। [অ+কব্‌য- قبض]।

অজুহাত- বি. কারণ, হেতু, ছুতা। [ওয়াজুহাত- وجوهات]।

অদুল- বি. বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, পরিবর্তন, বদল। [উদূল-عدول]।

অপগুজুর- বি. অন্যায় অধিকারী। [অপ+গুয়ূর- غصور]।

অম্বর- বি. একপ্রকার দাহ্যগন্ধদ্রব্য। [অম্বর- عنبر]।

অলুফা- বি. বিনামূল্যে প্রাপ্ত খাদ্য। [অলুফা- الوفه]।

[আ]

আইয়াম- বি. দিনগুলি, সময়,ঋতু, উপযুক্ত সময়। [আয়্যাম- ايام]।

আওতা- বি. পরিধি, পাল্লা, বেষ্টনী। [এহ্যত্বাহ- الحاطة]।

Dhaka University Institutional Repository

আকবর- বিণ. মহান, মহত্তম, বৃহৎ। [আকবর- اكبر]।

আকল - বি. বুদ্ধি, জ্ঞান [আক্বল عقل]

আকারিব- বি. নিকট আত্মীয়বর্গ। [আক্বারিব- أقاريب]।

আখবার-বি. খবরের কাগজ [আখবার-أخبار]।

আখেরাত- বি. পরকাল, পরজীবন। [আখিরাৎ- أخرة]।

আজম- বিণ. সবচেয়ে মহান, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। [আ'যম اعظم]।

আজাজীল- বি. শয়তান, ইবলিস। [আযাযীল- عزازيل]।

[ই]

ইউনানী- বিণ. গ্রীসদেশীয়, গ্রীক, হেবাসী। [য়ূনানী-يونانى]।

ইকসির- বি. নির্যাস, সুধা। [ইক্সির-اكسير]।

ইজতিহাদ- বি. গবেষণা, আবিষ্কার। [ইজতিহাদ- اجتهاد]।

ইজাদ- বি. আবিষ্কার। [ইজাদ-ايجاد]।

ইত্তেফাক- বি. মিল, ঐক্য। [ইত্তিফাক–اتفاق]।

এবতেদা- বি. শুরু, আরম্ভ। [ইবতিদা-ابتداء]।

ইব্‌রানী- বি. হিব্রুভাষা। [ইব্‌রানী-عبرانى]।

ইয়ানে- অব্য. ইহার অর্থ, অর্থ্যাৎ। [য়া'নে-يعنى]।

ইসলাহ- বি. সংশোধন, সংস্কার। [ইসলাহ- اصلاح]।

ইস্তিগফার- বি. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। [ইস্তিগ্‌ফার-استغفار]।

[উ]

উজরত- বি. পারিশ্রমিক, বেতন। [উজ্‌রত اجرة]।

উমরা- বি. হজ্জের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জিয়ারত। [উমরা-عمرة]।

উলফত- বি. বন্ধুত্ব , প্রেম, অনুরাগ। [উল্‌ফাহ- الفة]।

উলা- বিণ। প্রথম, সর্বোচ্চ। [উলা-اولى]।

উসুল- বি. মূলনীতিসমূহ। [উসূল-اصول]।

[এ]

এওজ- বি. বদল, বিনিময়, পরিবর্তন। [ইওয়াজ-عوض]।

একতেদা- বি. ইমামের অনুসরণ, পশ্চাদ গমন। [ইক্বতিদা-اقتداء]।

একিনী- বিণ. নিশ্চিত, দৃঢ়। [য়াক্বীনী- يقينى]।

এখতেলাফ - বি. পার্থক্য, অনৈক্য, মতভেদ। [ইখতিলাফ- اختلاف]।

এজমা- বি. ইসলামী শাস্ত্রীয় পরিভাষায় সর্বসম্মত মত; মতৈক্য। [ইজমা-اجماع]।

Dhaka University Institutional Repository

এজাজত-বি. অনুমতি, সম্মতি । [ইজাযৎ-اجازة] ।

এ'তেকাদ- বি. বিশ্বাস, প্রত্যয়, ভক্তি । [ই'কতিক্বাদ-اعتقاد] ।

এতেরাজ- বি. আপত্তি । [ইতিরায-اعتراض] ।

এনায়েত- বি. অনুগ্রহ, দান । ['ইনায়ৎ- عناية] ।

এমতানাই- বি. নিষেধ । [এমতিনা'-امتناع] ।

[ও]

ওকালত- বি. উকিলের কাজ বা চাকরি, মনোনয়ন । [ওয়াকালত- وكالة] ।

ওজারত- বি. উজিরের পদ, মন্ত্রিত্ব । [ওয়াযারৎ-وزارة] ।

ওজিফা- বি. দৈনিক নির্দিষ্ট সময় তসবীহ পড়া, দৈনিক নির্দিষ্ট ভাতা । [ওয়ায়ীফাহ্- وظيفة] ।

ওজুনামা- বি. কার্যের অথবা মোকাদ্দমার কারণ সংক্রান্ত কাগজ পত্র । [نامة + وضوء] ।

ওবা- বি. মহামারী, মড়ক, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ । [ওয়াবা-وباء] ।

ওয়ালী- বি শাসক, প্রাদেশিক শাসন কর্তা । [ওয়ালী-ولى] ।

ওয়সা- বি. ওয়ারিসী সূত্র । [ওয়ারহহ- ورثه] ।

ওলদ- বি. সন্তান, পুত্র বা কন্যা । [ওয়ালাদ্-ولد] ।

[ক]

কছম- বি. রকম, জাতি, অংশ । [ক্বিস্ম্-قسم] ।

কজা- বি. অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি । [ক্বাযা-قضا] ।

কৎ-বি. কলমের নিব । [ক্বত্ত- قط] ।

কবলান-ক্রি. বলান, কহান । [ক্বওল-قول] ।

কবালা- বি. বিক্রয়ের চুক্তি দলিল । [ক্বালাহ-قباله] ।

কবীরা- বিণ. মারাত্মক, বড় । [কবীরহ- كبيرة] ।

কবুলতি- বি. অঙ্গীকার পত্র । [ক্বুবুলিয়্যাহ-قبولية] ।

কয়- বি বমি । [ক্বয়-قئ] ।

করম-বি. করুণা, দয়া । [করম্- كرم] ।

করাবত- বি. সামীপ্য, আত্মীয়তা । [ক্বরাবাহ- قرابة] ।

[খ]

খতম- বি. সমাপ্তি, সমাপন, অন্ত, শেষ । [খতন- ختم] ।

খতর- বি. দুর্ঘটনা, বিপদ, ভীতি, শঙ্কা । [খতর- خطر] ।

খত্‌রা-বি. বিপদ, দুর্ঘটনা । [খাত্‌রাহ্- خطرة] ।

খফী-বিণ. নিঃশব্দ, নীরব । [খফী- خفى] ।

Dhaka University Institutional Repository

খয়র- বি. মঙ্গল, কুশল, শুভ । [খয়র্- خير] ।

খরিতা- বি. চামড়ার তৈরী থলি । [খরীতহ্ -خريطه] ।

খরিফ- বি. হৈমন্তিক ফসল । [খারীফ-خريف] ।

খলক-বি. সৃষ্টি, জনসাধারণ, জনতা । [খালক্ব- خلق] ।

খলীল- বি . বন্ধু, মিত্র । [খালীল-خليل] ।

খাতাল্- বিণ. বহুভাষী । [খাত্তাল্-خطال] ।

[গ]

গওর- বি. গভীর চিন্তা, বিবেচনা, ধ্যান । [গওর- غور] ।

গনি-বিণ. ধনী, ধনবান । [গনী-غنى] ।

গয়রত- বি. আত্মসম্মানবোধ । [গয়রত-غيرت] ।

গর- অব্য. অভাব, বৈপরীত্য । [গায়র-غير] ।

গোরাবা- বি. অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিগণ । [গুরবা-غربا] ।

গল্লা- বি. শস্য, ধান । [গাল্লাহ-غلة] ।

গায়ের মহরম- যার সঙ্গে বিবাহ চলে । [গায়রেমুহরিম-غير محرم] ।

গায়ের হাজির- বিণ . অনুপস্থিত । [গায়রু হাযির- غير حاضر] ।

গোসল- বি. স্নান, নাওয়া । [গোসল-غسل] ।

[চ]

চেরগীমহাল-বি. পীরের দরগায় বাতি দেয়ার জন্য খাদেমকে প্রদত্ত ভূমি । [چراغی فا + محل আ] ।

[ছ]

ছদমা-বি. আঘাত, চোট । [সদ্মা-صدمه] ।

ছফ- বি. কাতার, পংক্তি । [সফ্ফ-صف] ।

ছয়লান- বি. স্রোত, বন্য । [ছায়লান-سيلان] ।

ছহী- বিণ. সঠিক, নির্ভূল । [ছহীহ- صحيح] ।

ছানি- বি. মোকদ্দমা পুনর্বিচারের আবেদন । [ছানী- ثانی] ।

ছায়েল-বি. প্রশ্নকারী, ভিক্ষুক । [ছায়েল-سائل] ।

ছাহাম-বি. অংশ, ভাগ । [ছাহ্ম-سهم] ।

ছরাতুল মুস্তাকীম- সরল সঠিক পথ । [صراط المستقيم] ।

[জ]

জওক-বি. রুচি, সুরুচি । [যাওক্ব-ذوق] ।

জখীরা- বি. ভাণ্ডার, খনি । [যাখীরাহ্ - ذخيرة] ।

জজিরা-বি. দ্বীপ, উপদ্বীপ্ । [জাযীরাহ্ -جزيرة] ।

জবত- বিণ. হস্তগত, কবলিত । [যাবত্- ضبط] ।

Dhaka University Institutional Repository

জব্বার-বি. সর্বশক্তিমান আল্লাহ। [জাব্বার - جبار]।

জরুর- ক্রি. বিণ. অবশ্য, নিশ্চয়। [যারূর- ضرور]।

জহমত-বি. কষ্ট, দুঃখ। [যাহ্‌মত- زحمت]।

জওরা- বি. অলৌকিক শক্তি। [যাহূর- ظهور]।

জজা- বি. পুরস্কার, বদলা। [জাযা-جزاء]।

জানেব- বি. পক্ষ। [জানিব-جانب]।

[ট]

টৈকসই- বিণ. মজবুত। [টৈক বাঃ +আঃ সহীহ صحيح]।

[ত]

তাওয়ারিখ- বি. ইতিহাস। [তাওয়ারীখ- تواريخ]।

তক্‌ফীন-বি. কাফন পরান। [তাক্‌ফীন-تكفين]।

তকরীর- বি. বক্তৃতা, ভাষণ। [তাক্বরীর- تقرير]।

তকলিদ- বি. ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল। [তাক্বলীদ- تقليد]।

তকল্লুফ- বি. ভদ্রতা, আনুষ্ঠানিক বিনয়। [তাকাল্লুফ- تكلف]।

তগল্লা- বি. প্রতারণা। [তাগলুব-تغلب]।

তমসুক- বি. ঋণের দলীল। [তামাস্‌সুক- تمسك]।

তরকীব-বি. কৌশল, ব্যবস্থা। [তারকীব-تركيب]।

তরগীব- বি. উৎসাহ, প্ররোচনা। [তর্‌গীব- ترغيب]।

তরজমা-বি. অনুবাদ। [তার্‌জামাহ্‌-ترجمة]।

[থ]

থাক-বি. শ্রেনী, তাক, দেওয়াল। [তাক্ব- طاق]।

[দ]

দবদবা- বি. প্রতাপ, প্রতিপত্তি। [দব্‌দবহ্‌-دبدبه]।

দবির-খাস- বি. নবাবী সরকারের খাস মুন্সী। [দবীর- دبير]।

দলিল- বি. লিখিত প্রমাণ পত্র। [দলীল-دليل]।

দায়ের- বিণ. বিচারের জন্য আদালতে উপস্থাপিত। [দা'ঈর- داثر]।

দিক- বি. বিরক্ত, জ্বালাতন। [দিক্ব-ضق]।

দেনামোহর- বি. বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। [দায়ন্ মহর্‌- دين مهر]।

দেয়ার- বি. পলিমাটি গ'ড়ে নদীর পটভূমি গ'ড়ে ওঠে। [দিয়ার- ديار]।

দালাল- বি. দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। [দ্বালাল- دلال]।

দীন- বি. বিশ্বাস, ধর্ম। [দ্বীন-دين]।

দীনার- বি. মুদ্রার নাম। [দীনার- دينار]।

Dhaka University Institutional Repository

[ন]

নকশা- বি. চিত্র, মানচিত্র। [নক্শ-نقش]।

নছব- বি. বংশ। [নসব-نسب]।

নফরী-বি. সেবা, পরিচর্যা। [نفرى]।

নফল- বিণ. অতিরিক্ত। [নফল- نفل]।

নফ্স- বি. নিঃশ্বাস, জীবন, আত্মা। [নাফ্স্-نفس]।

নবাত- বি. চিনি, বড় বাতাসা, উদ্ভিদ। [নাবাত- نبات]।

নব্জ-বি. নাড়ী, ধমনী, শিরা। [নব্‌যা-نبض]।

নযুল-বি. অবতরণ। [নুযূল-نزول]।

নাফা- বি. লাভ, মুনাফা। [নাফা'-نفع]।

নিফাক- বি. কপটতা, মিথ্যা, শত্রুতা। [নিফাক্ব - نفاق]।

[ফ]

ফজল-বি. দানশীলতা, অনুগ্রহ। [ফাযল-فضل]।

ফতো- বিণ, পুরপুষ্ট, অন্তঃসারশূন্য। [ফওত্-فوت]।

ফয়তা-বি. ইসলামী ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী মৃতব্যক্তির আত্মার সদগতি প্রার্থনা। [ফাতিহা- فاتحة]।

ফয়েজ- বি. উদারতা, দয়া, অনুগ্রহ। [ফায়েজ- فيض]।

ফরজী- বিণ. কল্পিত, অনুমতি। [ফরযী-فرضى]।

ফরাজ- বি. ইসলামী দায়ভাগ। [ফারাইয-فرائض]।

ফলানা-বি. অমুক লোক। [ফুলান-فلان]।

ফাকতা- বি. ঘুঘু। [ফাখতাহ- فاختہ]।

ফিদবী- বিণ. অনুগত, বশংবদ। [ফিদ্‌বী- فدوى]।

ফিদিয়া-বি. কোরবানী। [ফিদ্‌য়হ্ -فدية]।

[ব]

বই-বি. পুস্তক, গ্রন্থ। [ওয়াহ্‌য়ুন-وحى]।

বগয়রহ- অব্য. গয়রহ ইত্যাদি। [বগয়রহ- وغيره]।

বদল-বি. বিনিময়, পরিবর্তন। [বদল-بدل]।

বয়-বি. বিক্রয়। [বয়-بيع]।

বাতিন-বি. গূঢ়, গুপ্ত। [বাতিন-باطن]।

বাবত- অব্য. জন্য, দরুন, দফা। [বাবত্-بابت]।

বায়নাম্বা-বি. খুঁটিনাটি বিবরণ। [واقعة + بيان]।

বায়া-বি. স্বত্ব বিক্রয়কারী। [বা'য়ি-بائع]।

Dhaka University Institutional Repository

বিলাত- বি. ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ। [ولايت]।

[ম]

মকবরা-বি. সামাধি ভবন, কবর। [মাক্বুবির-مقبره]।

মকমল-বি. কোমল ভুল ও চিকন কাপড়। [মখমল- مخمل]।

মাকরুহ- বিণ. অশোভন, গর্হিত। [মাকরুহ- مكروه]।

মকাম- বি. বাড়ী, ঘর, আবাসস্থল। [মাকান- مكان]।

মখদম- বি. শিক্ষক। [মাখদুম- مخدوم]।

মগরুর- বিন. অহংকারী। [মাগরূর-مغرور]।

মছলা- বি. সমস্যা, ধর্মীয় আদেশ নিষেধ। [মাছ'আলা- مسئلة]।

মজকুর- বি. লিখিত বিবরণ। [মাযকুর - مذكور]।

মজযুব- বিণ, ঐশী প্রেমে বেহুশ। [মজযুব- مجذوب]।

[র]

রওআব- বি. ভয়, সম্ভ্রম। [রুব-رعب]।

রকবা- বি. জমির পরিমান। [রাক্বা-رقبة]।

রকম- বি. মত, প্রকার। [রাকম- رقم]।

রগবৎ - বি. আকর্ষণ, টান। [রাগবত-رغبت]।

রজীল-বিণ. হীন, নীচ, অধম। [রাযীল –رذيل]।

রদি-বিণ. নিকৃষ্ট, খারাপ। [রাদ্দী-ردى]।

রশু- বি. আয়ত্ত কণ্ঠস্থ। [রাবত- ربط]।

রফিক-বি. বন্ধু, সখী, মিত্র। [রাফীক্ব-رفيق]।

রব- বি. প্রভূ, পালনকর্তা প্রভূ। [রাব-رب]।

রহিম- বিণ. পরম দয়ালু করুণাময়। [রাহীম- رحيم]।

রজ্জাক-বি. অন্নদাতা। [রাযযাক-رزاق]।

[ল]

লাওয়াজিম- বি. প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র। [লওয়াযিম- لوازمه]।

লওহ-বি. ফলক, তখ্তা। [লাওহ- لوح]।

লাখেরাজ-বি. নিষ্কর জমি। [لاخراج]।

লা-দাবী- বিণ. যার জন্য কোন দাবী নেই। [লা দা'ওয়া-لادعوى]।

লেকিন-অব্য. কিন্তু। [লাকিন-لكن]।

লেপ- বি. গাত্রাবরক। [লিহাপ-لحاف]।

লেবাছ-বি. পোশাক। [লিবাস-لباس]।

লোকসান-বি. পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ে মূলধনের অপেক্ষাও কম মূল্য প্রাপ্তি। [নুক্বসান-نقصان]।

লোবান-বি. ধুনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষ নির্যাস বিশেষ। [লুবান-لبان]।

Dhaka University Institutional Repository

[শ]

শওয়াল-বি. হিজরী সনের দশম মাস। [শাওওয়াল- شوال]।

শক- ব. সংশয়, সন্দেহ। [শক্-شك]।

শক্স-বি. ব্যক্তি। [শাখ্স্-شخص]।

শখ-বি. অভিরুচি, আগ্রহ। [শওক্ব -وشق]।

শজরা-বি. বংশতালিকা। [শাজরাহ্- شجرة]।

শরা-বি. ইসলামী বিধানাবলী। [শরা'- شرع]।

শরিক-বি. অংশী। [শরীক- شريك]।

শর্ত -বি. চুক্তির নিয়ন্ত্রক, নিয়ম, করার। [শর্ত্- شرط]।

শলা-বি. পরামর্শ। [সলাহ্ -صلاح]।

[স]

সই- বি. দস্তখত, স্বাক্ষর। [সহীহ্ -صحيح]।

সই-বিণ. পর্যন্ত, সমান। [সহীহ- صحيح]।

সওয়াল-বি. প্রশ্ন, জেরা, প্রার্থনা। [সুওয়াল-سوال]।

সদমা- বি. দুঃখ, বেদনা। [সদ্মা- صدمة]।

সন্দল-বি. চন্দন বৃক্ষ, চন্দন। [সন্দল-صندل]।

সপ-বি. বড় মাদুর। [সফ্ফ- صف]।

সফর-বি. আরবী মাসবিশেষ। [সাফর- سفر]।

সবক্ব - বি. পাঠ, দৈনিক পড়া। [সবক্ব-سبق]।

সবকৎ- বি. শ্রেষ্ঠত্ব। [সাবাক্বাত্-سبقت]।

সমুদ-বি. আরবদেশের প্রাচীন সম্প্রদায় বিশেষ। [ছামুদ-ثمود]।

[হ]

হক-বি. ন্যায্য অধিকার, দাবী। [হক্ব- حق]।

হকিকত-বি. সঠিক বিবরণ। [হক্বীক্বত্- حقيقت]।

হকিম-বি. বিজ্ঞ, জ্ঞানী। [হাকিম- حاكم]।

হজম-পরিপাক। [হযম-هضم]।

হজরত- বি. প্রভু, অতি সম্মানিত ব্যক্তি। [হযরত-حضرت]।

হজিমত-বি. পরাজয়, ধ্বংস। [হাযীমাহ-هزيمت]।

হদিস- বি. খোঁজ-খবর, সন্ধান। [হাদীস-حديث]।

হদ্দ- বি. সীমা, এলাকা। [হাদ্দ-حد]।

হরকত-বি. আপত্তি, বাধা। [হারকাহ্- حركت]।

হলকুম-বি. কণ্ঠনালী, গলা। [হালকুম-حلقوم]।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে আরবি সাহিত্য চর্চার প্রভাব: বাংলা সাহিত্যে আরবি শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ও ছন্দের ব্যবহার

তের শতকের শুরুতে (১২০৩ সালে) বাংলাদেশ বিজিত হয় তুর্কি সেনাদের দ্বারা। তুর্কিরা ছিল ধর্মে ইসলাম অনুসারী, সংস্কৃতিতে ফারসি। তাঁরা ঘরে তুর্কি ভাষা বলতেন, কিন্তু সরকারীভাবে ফারসি ভাষা ব্যবহার করতেন আর ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন আরবি ভাষা। এমনিভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজা সাধারণের ওপর পড়তে শুরু করে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে রচিত বড়ু চন্ডিদাশের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ থেকে। যাহোক, বাঙালী মুসলমানদের দেশীয় সাহিত্য রচনায় তাদের আরবি চর্চার প্রভাব দেখা যায়। মুসলমানগণ ইসলামী শরা-শরীয়ত সম্বলিত কাব্য এবং মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য রচনায় হাত দেন। এ সমস্ত কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 'বিদ্যাসুন্দর'-'অন্নদামঙ্গলে', উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কালে বাংলা কাব্যে নজরুলের পুর্বে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদারের হাতে আরবি শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। তখন থেকে আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত "দোভাষী পুঁথি সাহিত্য" এর যুগ। পুঁথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবি শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের পুস্তকের ভাষা হইত।"

পুঁথি সাহিত্য শুধু মুসলমানরাই লিখেছিলেন তা নয়, একজন হিন্দু কবির কাব্যেও পুঁথির ব্যবহার পাওয়া গেছে। কবির নাম রাধারণ গোপ। কাব্যের নাম ইমানের কেচ্ছা। তাঁর কাব্য-নমুনা:

আরস কোরস সব আগুন জ্বলে যায়,
.....
রচিল রাধাদাস শুন হাকীকত
সেই হৈতে হইল ইমামের জীআরত।
এলাহি আলমিন আল্লা আপনে জানিঞা
অনেক সাধ পত্রদা আমি করিলাম দুনিয়া।
ইলাহি কহেন জীবরিল কর আর কি?

এখানে ফারসির পাশাপাশি আরবি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বাংলা গদ্যকে যথার্থ শিল্পসম্মত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার শেষের দিকের লেখাগুলোতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। এমনিভাবে মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা ভাষায় আরবি শব্দের ব্যবহার কবিতা থেকে গদ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এভাষা অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করে। তিনিও আরবি শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নি। কাজী নজরুল ইসলাম তো অত্যন্ত সার্থকতার সাথে কবিতা ও গানে আরবি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। শব্দগুলো এমন সুপ্রযুক্ত হয়েছে যে ওটাই যেন বাংলা ভাষা। কবি ফররুখ আহমদও সার্থকভাবে আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। গদ্যে শওকত ওসমান নানান বিষয়ের উপযোগী লঘু-গুরু ঘটনাবহ সৃষ্টির জন্য আরবি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২) এর প্রমাণ।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, দীর্ঘকাল থেকে এ ভূখণ্ডে আরবি সাহিত্য চর্চার ফসল হিসেবে আরবি শব্দ, বাক্য এবং বাক্যাংশ ইত্যাদি এ দেশের অগণ্য মানুষের মুখের ভাষায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, মুখের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা এক নয়। এবং সাহিত্যের ভাষার জন্য সাধারণ সাহিত্যের প্রভাবই পড়ে প্রথমে। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

এক. বাংলা সাহিত্যে আরবি শব্দ[74]

[অ]

অজিফা, অজিকা, অজাপা (বিরল ওযীফা-১বি প্রাণীদের শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ ক্রিয়ারূপে জপিত হয় এমন মন্ত্র, স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা সাধ্য মন্ত্র ('অজাপা জপএ নিত্য নিঃশব্দে নীরব'-বাহরাম)। ২বি. খোরপোশ, ভরণপোষণ [ওয়াযীফাহ: وظيفة]।

অদলবদল-১বি. পরিবর্তন, ওলটপালট (পূর্বাপর একই রকম থেকে যেতো তার মতিগতিতে যদি কোন অদলবদল না হোত- ওবায়েদ)। ২বি. বিনিময়, এক জিনিস দিয়ে অন্য জিনিস লওয়া। ['উদুল: عدول + বদল بدل]।

অম্বর- বি. এক প্রকার দাহ্য গন্ধদ্রব্য, ['অম্বর: عنبر]।

অম্বরি, অম্বুরি, ওম্বুরি-১বি. অম্বর দ্বারা সুবাসিত (এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণধারা বেরচ্ছিল- প্রমথ)। ২বি. উগ্রতাহীন সুগন্ধী মিঠা তামাক (অম্বুরি অথবা ভেলসায় মানে না-কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল- টেকচাঁদ)। [অম্বরি: عنبري]।

অলি, অলী, ওলি-১বি. অভিভাবক, অছি। ২বি. দরবেশ (কত অলি দরবেশ, এমনকি কত নবী-রসূলের পবিত্র জীবনী- আকরম)। ৩বি. রক্ষক [ওয়ালী: ولي]।

অসিয়ত, অছিয়ত, অছিভত, ওসিয়ত, ওছিয়ত-১-বি. অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ। ২বি. উইল (বহু সরকারী বিষয়ে অসিয়ত করিলেন- বাহার)। [ওয়াসীয়ৎ - وصية]।

অসিলা, অসীলা, অছিলা, অছীলা, উছিলা, ওছিলা-১ বি. উপলক্ষ, মাধ্যম। ২বি. ওজর, অজুহাত, বাহানা (তোরা হাজার ছল-ছুতো অসিলা করে বললেও- নজরুল)। [ওয়াসীলা: وسيلة]।

Dhaka University Institutional Repository

[আ]

আউয়াল, আওয়াল, আউওল, আওল (বিরল)-১বিণ. প্রথম, আদি (সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি-বিভূতি)। ২বিণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (আউয়াল জমি)। ৩ক্রি. বিণ. প্রথম, প্রারম্ভ [আওয়ালে আল্লায় নূর- মনসুর)। [আওওয়াল: اول]।

আওকাত- বি. অবস্থা, দশা, হাল (নিজের আওকাতের কি সে আন্দায পাইছিল না- মনসুর)। [আওক্বাত: اوقات; এক. وقت]।

আওরত, আউরত, অওরত-১বি. মহিলা, স্ত্রীলোক, নারী (আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন রব পেশ-নজরুল)। ২বি. পত্নী, স্ত্রী। [আওরত:عورت]।

আকসির, আকসীর- ১বি. মহৌষধ, সুধা (তার শ্রান্তির আকসির জানো তুমি- ফররুখ)। ২বি. পরশমনি। [অক্সীর: اکسیر]।

আকিক, আকীক, অকীক- বি. মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, agate (আকিক জ্যোতিঃ মস্ত অতি-আলাওল)। [আক্বীক্ব: عقیق]।

আক্সা, আকসী-বি. ফটোর সাহায্যে ব্লক করিয়া মুদ্রিত (একটা আক্সা কোরআন দেওয়া হয়েছে - ইনসাদ)। [আকসী: عکسی]।

আক্কেল - ১ বি. বুদ্ধি, বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান। ২বি. জ্ঞান। ৩বি. শিক্ষা, শাস্তি (কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল আক্কেল পাইয়াছি- টেকচাঁদ)। [আক্কেল: عقل]।

আখজ, আখেজ, আখুজী (বিরল), আখুচী- ১বি. আক্রোশ, শত্রুতা, হিংসা (আখুজী করিল বেনে তাহার কারণে-কঙ্কণ)। ২বি. ইচ্ছা, আগ্রহ। [আখয়: أخذ]।

আখলাক-১বি. আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার- (আদব, কায়দা, লেহাজ, তমিজ, তাহজিব, আখলাক সমস্তই শিখে-শিরাজী)। [আখলাক: اخلاق]।

আখের, আখির- বিণ. শেষ (আমার প্রায় আখির হইয়া আইল - রামরাম)। [আখির: اخر]।

আজব, আজায়েব-১বিণ. অদ্ভুত, আশ্চর্য, অসাধারণ (গজব করিলে তুমি আজব কথায়- ভারত)। [আজব: عجب]।

আজিম, আযীম-১ বিণ. বিরাট, অত্যন্ত বড় (আজিম দরক্ত এক দেখিবারে পায়- হামজা)। ২বিণ. শ্রেষ্ঠ। [আযীম: عظیم]।

Dhaka University Institutional Repository

আজুরা, অজুরা (বিয়ল)-বি. মজুরি, পারিশ্রমিক, বেতন (আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে-আলাওল)। [আজরঃ اجر]।

আহেল, আহেলা, আহেলী, আহলে, আহল- ১বিণ. খাঁটি, খাস, অমিশ্র, আসল। (আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে- প্রমথ)। ২বিণ. আনকোরা, নতুন। ৩বি. পরিবার। ৪বি. অধিবাসী [আহলঃ اهل]।

[ই]

ইংকার, ইঙ্কার, ইনকার, এনকার- ১বি. অস্বীকার (জামিনদার যদি জামিন ইনকার করে -মনসুর)। ২বি. ঘৃণা, [ইনকারঃ انكار]।

ইকরা- ক্রি. পড়। হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট সর্বপ্রথম যে-ওহী নাজিল হয় তাহার প্রথম শব্দ (তার প্রথম কথাই হলো ইকরা - হুদর)। [ইক্বরাঃ اقرأ]।

ইজার, ইজের- বি. পায়জামা, পেন্টলুন (চুড়িদার ইজার- পরশু; কোমরবন্দের নীচে, ইজরের ভাঁজে - মুজতবা)। [ইযারঃ ازار]।

ইজ্জৎ, ইজ্জত- বি. মান, সম্মান, সম্ভ্রম (মানুষ বলেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী- সত্যেন্দ্র)। [ইযযতঃ عزة]।

ইন্‌কিলাব, ইনকেলাব, এনকেলাব, ইনক্লাব- ১বি. বিপ্লব, বিদ্রোহ (এই দুনিয়ায় আসছে আবার নওজনানার ইনকিলাব- মোস্তফা)। ২বি. আন্দোলন। [ইনক্বিলাবঃ انقلاب]।

ইনাম, এনাম- বি. পুরস্কার, বখশিশ, পারিশ্রমিক (ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাস- ভারত। [ইন'আমঃ إنعام]।

ইমান, ঈমান- ১বি. আল্লাহর ফিরিশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী-রসূলগণ, শেষ বিচারের দিন, ভাগ্যের ভালোমন্দ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান- এসবের উপর বিশ্বাস (আরবে আরবী ভাষে পাইল ইমান- সুলতান)। ২বি. বিশ্বাস। [ঈমানঃ إيمان]।

ইশতাহার, ইশতিহার, ইশতেহার, ইস্তাহার, ইস্তিহার, ইস্তেহার, এশতেহার, এস্তেহার- বি. প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, নোটিশ (মুদ্রিত ইশতাহারে ঘোষিত হইল- মনসুর)। [ইশতিহারঃ إشتهار]।

[ঈ]

ঈদ, ইদ- ১বি. মুসলমানদের বিখ্যাত পর্বদ্বয় বিশেষ-ঈদ আল-আজহা ও ঈদ আল-ফিতর (ও মন, রমজানের ঐ রোজায় শেষে এলো খুশির ঈদ- নজরুল)। ২বি. খুশি, উৎসব। [ঈদঃ عيد]।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা, ইসা, ঈশা- বি. আল্লাহর প্রেরিত নবী বিশেষ, যিত খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক (চলে গেল ঈসা মুসা ও দাউদ- মজরুল)। [ঈসা: عيسى]।

[উ]

উকিল, উকীল- ১বি. আইন ব্যবসায়ী। ২বি. প্রতিনিধি, মুখপাত্র। ৩বি. মুসলমানদের বিবাহে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি লইয়া বরকে জানায় (উকিল বাপ; সে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল- মশাররফ) [ওয়াকীল: وكيل]।

উমদা, উম্‌দা, ওমদা- ১বিণ. উত্তম, উৎকৃষ্ট (সৈয়দ সাহেব একখানা বাহুৎ উমদা গল্প পেশ করছেন- মুজতব)। [উমদহ: عمدة]।

উম্মত- ১বি. শিষ্য, অনুচর (নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি এখনো তোমার অশ্রু ঝরে- শিরাজী)। ২বি. জাতি [উম্মৎ: امة]।

উলামা, উলমা, ওলামা, ওলমা- বি. ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ, আলিম সম্প্রদায় (আলিম ওলমা যাহি করেন্ত আদর- আলাওল)। [উলামা: علماء]।

[এ]

একরাম, ইকরাম- বি. শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভদ্রতা, সম্মান প্রদর্শন (এনাম একরাম তুমি কি দিবে আমায়- হামজা)। [ইকরাম: اكرام]।

একরার, ইকরার- ১বি. স্বীকার, কবুল (সকল ভাকাইত একরার করিলেন- বঙ্কিম)। ২বি. প্রতিজ্ঞা, শপথ। ৩বি. চুক্তি। [ইকরার: اقرار]।

একিন, একীন- বি. স্থির বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় (আমার ওপর তোমার একিন নাই- ইমদাদ)। [য়কীন: يقين]।

এছবাত- বি. স্বীকৃতি জ্ঞাপন (সে নফি হইতে এছবাতে পৌঁছিতে পারিবে- আহছান)। [ইছবাত: اثبات]।

এজলাস, ইজলাস- বি. বিচারাসন, বিচারালয় (হাকিমের ইজলাস পর্যন্ত যায় নাই- মশাররফ)। [ইজলাস: اجلاس]।

এত্তাহাম- বি. অমূলক সন্দেহ, ভিত্তিহীন দোষারোপ, মিথ্যা অভিযোগ (ঠক চাচা এততাহামে গেরেপ্তার হইয়াছে- টেকচাঁদ)। [ইতহাম: اتهام]

Dhaka University Institutional Repository

এতেকাফ, এহতেকাফ, ইতিকাফ- বি. ইবাদতের উদ্দেশ্যে রমজান মাসের শেষ ভাগে নির্দিষ্ট কালের জন্য মসজিদে অবস্থিতি (সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ সাধনের জন্য এহতেকাফে বসিয়াছেন-মনসুর)। [ই'তিকাফঃ اعتكاف]।

এবাদত, এবাদৎ, ইবাদত, ইবাদৎ- বি. উপাসনা, প্রার্থনা (যদি বা আলিমে করে অল্প এবাদত- আলাওল)। ['ইবাদৎঃ عبادت]।

এলহান, ইলহান- বি. কণ্ঠস্বর, সুর (গাহে বুলবুল খোশ এলহান- নজরুল)। [ইলহানঃ الحان]।

এলেম, এলম্, ইল্‌ম, ইলিম্- বি. বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আপনি এত কম এলম নিয়ে- ওহীদ)। ['ইলমঃ علم]।

এহ্‌রাম, এহেরাম, ইহেরাম, ইহ্‌রাম- বি. হজ্বের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান (যত সব হাজিগণে তথা গিয়ে বান্দে এহেরাম-সুলতান)। [ইহরামঃ احرام]।

এহসান, ইহসান- বি. উপকার, অনুগ্রহ (মানব জিন্দেগী ভর তোমার এহসান- হামযা)। [ইহসানঃ احسان]।

[ও]

ওক্ত, ওক্‌ত, অক্ত, ওয়াক্ত- ১বি. সময়, কাল, (এই ত রে ভাই ওক্ত খুশীর- নজরুল)। ২বি. সুযোগ, উপযুক্ত সময়। ৩বি. নির্দিষ্ট সময়-বিশেষত নামাজের সময়। [ওয়াক্বতঃ وقت]।

ওজন- ১বি. মাপ, তৌল। ২বি. গুরুত্ব। ৩বি. মর্যাদা (সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে - বঙ্কিম)। ৪বি. ক্ষমতা, শক্তি, সংগতি। [ওয়াজন - وزن]।

ওজর- ১বি. আপত্তি (তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেনা- টেকচাঁদ)। ২বি. মিথ্যা অজুহাত, ছল। ৩ বি. কৈফিয়ৎ। ['উয্‌রঃ عذر]।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ, ওয়াকিব, ওয়াকব- ১বিণ. জ্ঞাত, বিদিত, কোন বিষয়ে সংবাদ বা জ্ঞানপ্রাপ্ত (মোল্লা সাহেব ওয়াকিফ ছিলেন না যে, নিকট আত্মীয়েরই উকিল হওয়া বিধি- শুদুদ)। [ওয়াক্বিফঃ واقف]।

ওয়াদা, ওআদা- ১বি. শপথ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি (ফেরত দেবে বলে আজকের মতো ওয়াদাও সে করেছিল- শা-হক)। ২বি. মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। [ওয়া'দহ্‌ঃ وعده]।

ওয়ারিশ, ওয়ারিস, ওয়ারেশ, ওয়ারেস- বি. বংশধর, উত্তরাধিকারী (নইলে আমার ওয়ারিশ পাবে- ইজদানী)। (ওয়ারিছ - وارث)।

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ- ১বি. গুরু, শিক্ষক। (আজি ওস্তাদে সাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়- নজরুল)। ২বি. বিশেষজ্ঞ। ৩বি. দক্ষ সঙ্গীত শিল্পী, সংগীত বিশেষজ্ঞ। ৪বিণ. কুশলী, দক্ষ পারদর্শী। [উসতাজ: أستاذ]।

ওহি, ওহী, অহি, অহী- ১বি. ঐশীবাণী, আল্লাহর প্রেরিত বাণী (অহী নাজেল হওয়ার সময়-আকরম)। [ওয়াহী: أوحي]।

[ক]

কইফিত - বি. বিবরণ, মন্তব্য (কইফিত পাঁজি খাঁন লয় সাবধানে- কঙ্কণ)। [কইফিয়ৎ: كيفيت]।

কওল- বি. কথা, বাক্য, বচন, বাণী, অঙ্গীকার (তোমার কওল মিথ্যা নহে ওনিনি অজ তক-মোস্তফা)। [ক্বওল: قول]।

কদর- ১বি. মূল্য, সম্মান, মর্যাদা, (লেখকের সম্মান তখনই হবে, যখন তাঁর লেখা পড়ে পাঠক হবে খুশী- মনসুর)। ২বি. সমাদর, যত্ন, খাতির। [ক্বদর: قدر]।

কবুল- ১বি. বিবাহের সম্মতি, বিবাহের চুক্তিতে স্বীকৃতি, বিবাহের অঙ্গীকার। ২বি. সম্মতি, স্বীকৃতি। ৩বি. দায় স্বীকার (গোলাম কবুলে পায়-ভারত)। ৪বিণ অনুমোদিত, স্বীকৃত। ৫ বি. স্বীকার, অনুমোদন, পালন। [ক্বুবুল: قبول]।

কর্জ, কর্য- বি. ঋণ, ধার, হাওলাত (ধনকুবেরকে টাকা কর্জ দেওয়া নিষেধ করতে পায়েন- মশাররফ)। [ক্বরয: قرض]।

কলম- বি. লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয় (কলমে বসিয়া কৃপাময়- ঘন)। [ক্বলম: قلم]।

কসব, কশব- ১বি. বেশ্যাবৃত্তি (কুমারীর ধর্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে- তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে- কালীসিং)। [কসব: كسب]।

কসর, কছর- ১বি. প্রাসাদ (কেল্লা কসর পাহাড় সোসর বুরুজ মিনার সমুদ্যত- সত্যেন্দ্র)। ২বি. ক্ষুদ্রতরকরণ বা সংক্ষিপ্তকরণ। মুসাফির অবস্থায় চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাআত নামাজ আদায়। (ক্বসর: قصر)।

কসুর, কশুর, কছুর- ১বি. অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি (ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর মাফ কিছুতেই নয়- মোহিত)। ২বি. ভুল। ৩ বি. অবহেলা। ৪বি. অভাব, অনটন; স্বল্পতা)। [ক্বসূর: قصور]।

Dhaka University Institutional Repository

কাজি, কাজী, কাযি, কাযী- ১বি. মুসলিম বিচারক, বিচারপতি (কাযী মুফতি হৈব কিবা উপরে বসিব- আলাওল)। ২বি. মুসলমান আচার ব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থাপক। [কাযী: قاضي]।

কাতার - বি সারি, শ্রেণী, পংক্তি (অযুত মানব চলিছে কাতারে- সুফিয়া) । [ক্বাতার: قطار]।

কানাত, কানাৎ, কানয়াত- ১বি. তাঁবুর পর্দা (তাম্বু কানাত সাজে উট পৃষ্ঠে দিয়া- হেয়াত)। ২বি. কাপড়ের ঘর, তাঁবু। [ক্বনাত: قنات]।

কাযিল, কাবেল- বিণ. যোগ্য, উপযুক্ত (নিজেকে ভরসা করিয়া উঁহার কাবেল ভাবিতে পারিতাম না- মাহবুব)। [ক্বাবিল: قابل]।

কারি, কারী- বি. বিশুদ্ধভাবে কোরান পাঠকারী, কোরান পাঠক (কাজী ছাড়ে কলেমা, কোরান ছাড়ে কারী- ভারত)। [ক্বারী: قاري]।

কিতাব, কেতাব- ১বি. গ্রন্থ, পুস্তক, বই (কেতাব পড়ে পায়নি খেতাব- জসীম)। ২বি. কুরআন শরীফ। ৩বি. পুঁথি। [কিতাব: كتاب]।

[খ]

খওফ বি. শঙ্কা, ভীতি, বিভীষিকা, ভয়, ভয় (নোক্কেলে পড়িলে এবে লেলে হৈল খওফ- গরীব)। [খউফ - خوف]।

খত-খতেন খত-খতিয়ান- বি. দলিল ও হিসাবের খাতা (লাভ লোকসান খত -খতেনের ভক্ত কি জানে-অচিন্ত্য)। [খয়ত- খীতান: خيط خيطان]।

খতিব, খতীব- বি. যিনি খুৎবা পাঠ করেন বা সম্বোধন করেন (কাহাকে খতিব, কাকে কয়েস্ত ইমাম- আলাওল)। [খতীব: خطيب]।

খবীস, খবিস, খবীছ, খবীশ, খবিশ- ১বিণ. নোংরা, অপরিষ্কার। ২বিণ, কদাচারী, নষ্ট (এ ছোরা দেখছো খবীছের দল-মুফাখখার)। ৩বিণ. অপবিত্র ভূত, অপদেবতা। ৪বি. শয়তান। [খবীস: خبيث]।

খলিফা, খলীফা- ১বি. প্রতিনিধি (উপযুক্ত হবে পৃথিবীতে খলীফা পদ লাভ করার জন্য-ফরিদী)। [খলীফাহ: خليفة]।

খসম-বি. স্বামী, পতি (মা বাপের পুছ না কইরে নিজে খসম লয়-পূ.গী)। [খসম: خصم]।

খাতা-বি. দোষ, ত্রুটি, অপরাধ, ভুল (গুনাখাতা; কোনোখাতে খাতা নাহি পায়-হামজা)। [খাতা: خطاء]।

Dhaka University Institutional Repository

খাতির, খাতেয়- ১বি. কারণ, নিমিত্ত, জন্য (দুধ নাহি খায় লাড়কা কিসের খাতির-হামজা)। [খাতির: خاطر]।

খালাস, খলাস- ১বি. মুক্তি, ছাড় (কাল সন্ধ্যা বেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি- রবীন্দ্র)। (খলাস: خلاص]।

খোলসা, খোলাসা, খুলাসা- ১বিণ। স্পষ্ট, বিশদ, পরিস্ফুট। ২. বিণ. খোলাখুলি (আরও লোকে জানিবারে চাহিত খুলাসা- মৈ. গী)। [খুল্যাসাহ্: خلاصة]।

[গ]

গওস, গাউস- বি. দরবেশদের স্তর বিশেষ (কত নবী পয়গম্বর গওস কুতুব- মোস্তফা)। [গওছ: غوث]।

গজব, গযব- ১বি. খোদার মার, আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি (গজব পড়লো বলে- অবনীন্দ্র)। [গযব: غضب]।

গফফার, গাফ্ফার- বিণ. ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী (আয় সাত্তার! আয় গাফ্ফার! করলে বেড়া পার- নজরুল)। [গফ্ফার: غفار]।

গরজ, গরয- ১বি. আবশ্যক, প্রয়োজন, দায় (নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ?- ভারত)। ২বি. আগ্রহ। ৩বি. যত্ন। ৪বি. স্বার্থ। [গরয: غرض]।

গরীব, গরিব- ১বিণ. দরিদ্র (গরীব বাপের গরব মণি সাপের ফণা আস্তানা- সত্যেন্দ্র)। [গরীব: غريب]।

গায়েব- ১বিণ. অদৃশ্য, গুপ্ত (যাদুর দরিয়া গেল গায়েব হইয়া- হামজা)। ২বিণ. আত্মসাৎ, [গাযেব: غائب]।

গেজা- বি. সুস্বাদু বা ভাল খাবার, খাদ্য (শূকরের হাতে তুমি সূপিতেছ গেজা-ফয়জুল্লা)। [গিযা: غذا]।

[চ]

চেবেল্লা- ১বিণ. ছেবলা, ইতর। ২বিণ. বাচাল, প্রগলভ (তুমি আর মনু এতো বেশী বেয়াদব আর চেবেল্লা হয়ে পড়েছ-নজরুল)। [সিফলাতুন: سفلة সিফলুন: سفل]।

[ছ]

ছতর- বি. লজ্জাস্থান (দু'হাতে ছতর ঢাকিয়া মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে- মনসুর)। [সতর: ستر]।

ছবব- বি. কারণ (যে কাজে আইনু শুন তাহার ছবব -হামজা)। [সযব: سبب]।

Dhaka University Institutional Repository

ছাফা-মারওয়া- মক্কাশরীফের কাবার কাছে দুটি ছোট টিলা (ছাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে প্রধান - আকরাম)। [সাফা- মারওয়াঃ صفا - مروة]।

ছিজ্জিন, সিজ্জীন- বি. মরনান্তর পাপীদের আবাসস্থল, দোজখের একটি স্তর, নরক (ছিজ্জিন মোকামে রহে নানা বিড়ম্বনে - হেয়াত)। [সিজ্জীনঃ سجين]।

[জ]

জওজ, যওজ- বি. স্বামী (নাম, বাপের নাম, মেয়ে হলে জওজের নাম-অচিন্ত্য)। [যওজঃ زوج] ।

জজিরা, জজীরা- বি. দ্বীপ, উপদ্বীপ (জাজিরাতুল সে আরবের রাজা, কিসের অভাব তায়-জসীম)। [জাযীরাহঃ جزيرة]।

জরিপ, জরীপ- ১বি. জমির পরিমাপ, Survey, ক্ষেত্রমাপ (আমি তখন অবস্থা জরিপ করার চেষ্টা পাই- শওকত)। [যরীবহ্ঃ ضريبة]।

জাহান্নাম, জাহন্নম- বি. নরক, দোজখ (তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি- রবীন্দ্র)। [জহন্নমঃ جهنم]।

জিন- বি. অদৃশ্য দেহধারী আগুনের তৈরী জীব বিশেষ (তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন- মনসুর)। [জিন্নঃ جن] ।

জেব- ১বি. পকেট (জামায় জেবেতে মাটি রাখিল যতনে- হেয়াত)। [জায়বঃ جيب]।

জেয়াফত, জেয়াফৎ, জিয়াফত-বি. ভোজ বা ভোজের আহবান, নিমন্ত্রণ, দাওয়াত (শুক্রবার আমাদের বাড়ীতে বড় জেয়াফত- ওহীদ)। [যিয়াফতঃ ضيافة] ।

জেহেন- ১বি. মেধা, স্মরণশক্তি, মস্তিষ্ক (অয় গো কি জেহেন আছে-ইমদাদ)। ২বি. প্রতিভা [যিহনঃ ذهن]।

[ট]

টৈকসই, টৈকসই, টিকসই- বিণ. মজবুত, পোক্ত, দীর্ঘস্থায়ী। [টেক বাং + সহীহ্ : صحيح]।

[ত]

তওবা/তোবা, তুবা, তৌবা- ১বি. পূণরায় পাপকার্য না করার সংকল্প (সত্যভাবে তওবা করা দঢ়াইয়া মন- আলাওল)। [তওবাহঃ توبة]।

Dhaka University Institutional Repository

তকদির, তক্‌দির, তাকদীর- বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল, নসীব (তক্‌দীর বদলেছে আজ উঠিছে তকবীর তারি- নজরুল)। [তক্বদীর: تقدير]।

তকলিফ, তকলীফ- বিন. কষ্ট, দুর্ভোগ (একটু তকলিফ হইল- মনসুর)। [তকলীফ্: تكليف]

তজকিরা- বি. বর্ণনা, উল্লেখ, আলোচনা, স্মারকলিপি, জীবনীগ্রন্থ (তজকিরা পড়িয়া কহে সভাকে বুঝিয়া- হেয়াত) [তযকিরহ: تذكرة] ।

তপাস- বি. খোঁজ, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, তালাশ (খুল্লনা চলিল বন্দি দুধের তপাসে- কঙ্কন)। [তফহ্হুস: تفحص]।

তবক-বি. সোনা বা রূপার সূক্ষ্ম পাত (সুগন্ধি পান তৈয়ার করিয়া সোনার তবকে মোড়াইয়া- শিরাজী)। [ত্ববক্ব: طبق]

তবলীগ- বি. প্রচার, ধর্মপ্রচার (শিক্ষা প্রচারকে তারা তবলীগের কাজ মনে করতেন- ইব্রাহীম)। [তবলীগ: تبليغ]।

তলব, তলপ (বিরল) - ১বি. ডেকে পাঠানো, হাজির হওয়ার হুকুম, আহবান। ২বি. বেতন (এ জন্য তলব কিছুই মিলিতনা- শেখ হাবিব)। [ত্বলব: طلب]।

তাকত, তাকৎ, তাকদ, তাগত- বি. শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল (উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই- বিদ্যা)। [তাক্বত: طاقت]।

তাছির, তাছীর, তাসির- বি. প্রভাব, ফলাফল, কার্যকারিতা, ছাপ (তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের-মোস্তফা)। [তাছীর: تأثير]।

তালিব- বি. বিণ. শিক্ষার্থী, প্রার্থী, অনুসন্ধানকারী, প্রশ্নকারী ছাত্র (নবীর খাদেম আমি দীনের তালিব- হামজা)। [তালিব:طالب]।

তোক- বি. অপরাধীর হস্তবন্ধন শৃঙ্খল বিশেষ (জুঠি নিল নারী গাবী দির বেড়ি তোক-ভারত)। [তওক্ব: طوق]।

তোয়রা- বি. পুষ্পগুচ্ছ, ফুলের তোড়া (প্যালানাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোয়রা দিয়ে খাতির কচ্ছেন- কালীসিং)। [তুর্‌রহ্: - طرة]।

[থ]

থাক- ১বি. স্তর, শ্রেণী। ২বি. তাক দেওয়াল, আলমারী ইত্যাদিতে দ্রব্যাদি রাখার খাঁজ বিশেষ। [তাক্ব: طاق] ।

Dhaka University Institutional Repository

[দ]

দওর, দৌর- বি. চক্র, পরিক্রমা, ঘূর্ণন (আল-ওদুদের পিয়ালার দৌর চলুক বিরামহীন- নজরুল) । [দওর: دور] ।

দখল- ১বি. অধিকার, আয়ত্ত (বাদশা তোমার গোলাম জেনো, করেছ তার দিল দখল- সত্যেন্দ্র) । [দখল: دخل] ।

দফ্- বি. আরবী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (বালক বালিকারা দফ বাজাইয়া হযরতকে ঘেরিয়া ধরিল- মোস্তফা) । [দফ্: دف] ।

দফা- ১বি. বার, কিস্তি, পালা, ক্ষেপ (এ অঙ্কের প্রতিটি দফা পরিশোধের জন্যে- মোতাহের) । [দফ' অহ: دفعة] ।

দরহাল- অব্য, ক্রি-বিণ. তৎক্ষণাৎ, ফিলহাল (ফকিরের ডেরে গিয়া, মালমাত্তা উঠাইয়া, হুজুরে আমিল দরহাল- হানযা) । [দর: در+হাল: حال] ।

দাখিল- ১বি.উপস্থাপন, পেশ (যথাস্থানে অর্পন কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুই- রামরাম) । [দাখিল: داخل] ।

দাফন, দফন- বি. মৃতদেহ সৎকার বা গোরদান, লাশ সমাহিত করণ (নবীর আশ্রমে যায় করিতে দাফন- হেয়াত] । [দফন: دفن] ।

দিরহাম- বি. আরব দেশের মুদ্রা বিশেষ (লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে-ফররুখ) । [দিরহাম: درهم] ।

দেনা- বি. ঋণ, ধার, কর্জ (দেনা পাওনার হিসাব করিয়া 'খানিয়া' খুলিল দ্বার-জসীম) । [দয়ন: دين]

দেরাজ- বি. টেবিল, আলমারি প্রভৃতির মধ্যগত বাক্সের মত আটার বিশেষ টেনে খোলা এবং ঠেলে বন্ধ করা যায়, টানা drawer (পুরাতন দেরাজের মত- আশরাফ) । [দুরজ্: درج] ।

দৌলত, দওলত- ১বি. সম্পদ, ঐশ্বর্য ২. বি অনুগ্রহ, আনুকূল্য, সহায়তা, প্রভাব (তিনি নিজের বেতন বাড়িয়ে গেলেন ছাত্রের দৌলতে- অবনীন্দ্র । [দওলত: دولت] ।

[ন]

নকল- ২বি. বেআইনীভাবে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র দেখে লেখন । ২বি. অনুকরণ । ৩বি. অনুলিপি, প্রতিলিপি (লিখাইয়া পাঞ্জা ফরমানের নকল, নানা মতে সাবধানে রাখিল আসন- ভারত) । [নক্বল: نقل] ।

নকশা, নকসা, নক্সা- ১বি. চিত্রের কাঠামো বা খসড়া, রেখাচিত্র, Sketch, Map, Drawing, Design. ২. বি. ফুল, লতাপাতা অঙ্কিত, চিত্রিত (স্ত্রীর শ্রী অঙ্গে চেলি জরির নানা নক্সা আঁকা- দ্বিজেন্দ্র) । [নকশহ: - نقشة] ।

নগ্‌মা- বি. গান (ফুল কুঁড়িদের বাঁধন খোল, নগ্‌মা শুনাও, হে বুলবুল- মোস্তফা) । [নগ্‌মহ্: نغمة] ।

Dhaka University Institutional Repository

নজর, নযর- ১বি. দৃষ্টি (বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর থাকে যেন তোমার নজর- নজরুল)। [নযর: نظر]।

নজির, নজীর, নযীব- বি. দৃষ্টান্ত, উদাহরণ (ইতিহাসে এমন কোন নজীর নেই- আ. কা. শ)। [নযীর: نظير]।

নফর- বি. চাকর, জন, ভৃত্য, সেবক, দাস (নফরে বকশীশ দিল জোড়া শালবন্দ- যন)। [নফর: نفر]।

নসিব, নছির, নসীব- বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল (মোদের নসিব বড় বুরা- টেঁফচাঁদ)। [নসীব: نصيب]।

নাকচ- ১ বিণ. রদ, রহিত, বাতিল (এক কথায় তিনি তার আবেদন নাকচ করলেন-রবীন্দ্র)। [নাক্বিস্: ناقص]।

নাজেল, নাজিল, নাযিল- ১বি. অবতরণ (---আয়াতটি নাজেল হয়- আকরম)। [নাযিল: نازل]।

নিকাহ, নিকা/নিকে, নেকা- ১বি. বিবাহ (মোল্লা পড়িয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা- কাঙ্কণ)। [নিকাহ: نكاح]।

নেকাব-বি অবগুণ্ঠন, ঘোমটা (তোমার সকল প্রেম আবার লুকাতে চায় নেকাব প্রচ্ছায়- ফররুখ)। [নিক্বাব: نقاب]।

নেহাত, নিহাত, নিহায়েত- ১ অব্য: একান্ত, খুব, নিতান্ত। ২ অব্য. অসম্পূর্ণ অতিশয়, যারপর নাই, একেবারে (নেহাত আপাজী ব্যাপার- এনামুল)। [নিহায়ত: نهايت]।

[প]

পোদ্দার, পোতদার- ১বি, মহাজন, ফুসীদজীবী, যে সুদে টাকা ধার দেয় (পোতদার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম- কঙ্কণ)। [ফুতহ- فوطه + দার-পোতদার]।

[ফ]

ফকরা, ফোকরা- বি. ভিখারী, ফকীর ফকরা (আসিতে ভারতে সানকি লইয়া/আসিল ফকির-ফোকরা- নজরুল)। [ফুক্বারা-উ- فقراء]।

ফকির, ফকীর- ১বি. সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী (একজন বিশিষ্ট ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন- মু.শা)। [ফক্বীর- فقير]।

ফত্হুম্ মুবিন- বি. স্পষ্ট বিজয় (প্রতিশ্রুত সে জয়ের দিন, মহাগৌরবে এল ফতহুম মুবিন-ফররুখ)। [ফতহুম মুবীন: فتح مبين]।

ফতুয়া- বি. ক্ষুদ্রকৃতি হাতকাটা জামা বিশেষ (জামার মধ্যে গায়ে সাদা মখমলের একটি ফতুয়া মাত্র - জাফর)। (ফাতুয়া: فتوي)।

Dhaka University Institutional Repository

ফতে- ১বি. জয় (একা মর্দ যায় ময়দান করতে ফতে - অবনীন্দ্র) । [ফতহ: فتح] ।

ফয়তা- ১বি. ইসলাম ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী কাজীর রায় (এই পক্ষপাতহীন ফয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে- বিদ্যা) । [ফতওয়া: فتوي] ।

ফাজলামি, ফাজলাম/ফাজলামো- বি. বাচালতা, প্রগলভতা, ধৃষ্টতা (যা যা ফাজলামো নয়-অচিন্ত্য) । [ফাজিল: فاضل+ আমি, আম] ।

ফানা- ১বি. লয়, ধ্বংস (যেদিন ইস্রাফিলের শিঙ্গায় সব হবে আখের ফানা-কানাই) । [ফানা: فناء] ।

[ব]

বয়ান- ১বি. বর্ণনা, বিবরণ (তারপরে শুনলাম তার অপরাধের বয়ান- শওকত) । [বয়ান: بيان] ।

বায়ত- ১, বি. কবিতাংশ, দুই পংক্তির কবিতা (হাত নেড়ে সুর করিয়া মসনবির বয়েৎ পড়িতেছেন-টেকচাঁদ) । [বয়'অত: بيت] ।

বরকত, বরকৎ- ১বি. কল্যাণকর শক্তি (ইহা কোরবানীর গোশত----বরকতই আলাদা- ইমদাদ) । [বরকত: بركت] ।

বরাত- বি. কপাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট (বদনসীবের বরাত খারাব- নজরুল) । [বারা'অহ- براءة] ।

বাতিল- বিণ, অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত (দলিল তাদের বাতিল- সত্যেন্দ্র) । [বাতিল: باطل] ।

বাব- ১ বি. দফা, বিভাগ । ২বি. অধ্যায় । ৩বি. দরজা । ৪বি. প্রসঙ্গ, বিষয় (নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল- আলাল) । [বাব: باب] ।

বাহাছ, বাহাস- বি. যুক্তিতর্ক (এখন আর বাহাস করতে পারব না- মুযাফফার) । (বহছ: بحث) ।

বুদ্দু- বি. বিণ. মরুবাসী আরব (আশেপাশে যতেক ছিল বুদ্দু বেদুঈন জাত- ইজদানী) । (বদবী: بدوي] ।

বুরুজ- ১বি. মিনারের উপরের অংশ, গম্বুজ (বারো বুরুজের উদয় হবে- জসীম) । [বুরুজ: برج] ।

বেগর- অব্য. বিনা, ব্যতীত, ছাড়া (বেগর মেহনতে রুজি দিল এতকাল-হামজা) । [বিগয়র: بغير] ।

বেসাত- ১বি. পুঁজি । ২বি. ব্যবসা ৩ বি. ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য (রওয়ানা দিলেন আনতে ঘরে বাণিজ্যের বেসাত- ইজদানী) । (বিসাত: بساط) ।

Dhaka University Institutional Repository

[ম]

মউত, মওত, মৌত- বি. মৃত্যু (তবে বুঝি মউত হত খুব সুখের- মুফাখখার)। [মওত: موت]।

মউজ, মওজ, মৌজ- বি. আনন্দ, উল্লাস। ২বি. মহাসমারোহ। ৩বি. ঢেউ, তরঙ্গ (আকাশ ঘণ ফাল মেঘেরি মউজ- জাফর)। [মওজ: موج]।

মওয়াজ্জমা- বিণ. সম্মানিত (হাজি সাহেব মক্কা মওয়াজ্জমা মদিন্দা মুনাওয়ারা-বহু পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন- ইমদাদ)। [মআযযমাহ: معظمة]

মওয়াত- বি. মৃত্যু (আমার কপাল পুড়লেও আমি ও রকম হারামি মাওয়াতকে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি- নজরুল)। [মওত: موت]।

মকবুল- বিণ. আল্লাহ যা গ্রহণ করেছেন, গৃহীত (আল্লার দর্গায় তবে হইবে মকবুল- গরীব)। [মকবুল: مقبول]।

মকাম, মোকাম- ১বি. গৃহ, স্থান, মহল (মুবারক মকামে রসূল করিমের মাজারে ইবাদত- এস ওয়াজেদ)। [মক্বাম: مقام]।

মক্তব, মকতব- বি. মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় (চৌবাড়ী ও পাঠশালা মক্তব- রামরাম)। (মক্তব: مكتب)।

মখলুক- বি. সৃষ্টি জগত (মাখলুকের খিদমতে দেয় তার সর্বস্ব বিলিয়ে- ফররুখ)। [মাখলুক্ব مخلوق]।

মজহাব, মজহব, মযহব, মযহাব, মাজহাব- বি. ধর্মীয় পথ, ধর্মীয় সম্প্রদায়, সংঘ, দল (চার এমামের চার মযহাব- মনসুর)। [মযহব: مذهب]।

মতলব, মৎলব- ১বি. উদ্দেশ্য। ২বি. ফন্দি, কৌশল (মতলব আঁটা, গোপন মৎলব-রবীন্দ্র)। [মত্‌লব: مطلب] ।

মসনদ, মছনদ- বি. রাজসিংহাসন (সরফরাজকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করলেন- আনিস)। [মসনদ: مسند]।

মসমা- বি. ছাড়, নিষ্কৃতি (তোমার খাজনা মসমা দাও- আলাল)। [মুসামহত: مسامحت]।

মাপ, মাফ- ১বি. মার্জনা, ক্ষমা (তার বহুৎ কসুর, মাফ কিছুতেই নয়- মোহিত)। [মা'আফ: معاف]।

মিয়াদ, মেয়াদ- ১বি. ধার্য সময় বা কাল (তারপর বেলাশেষে প্রবাসে মিয়াদ ফুরায়- শাহাদাত)। [মীয়াদ: ميعاد]।

মিরাস, মিরাশ- ১বি. ওয়ারিসী সম্পত্তি (তালুক মিরাশ আনেক ছিল- শাহেদ)। [মিয়াছ: ميراث]।

[য়]

Dhaka University Institutional Repository

য়্যা- অব্য. ওহে, আহ্বান ধ্বনি (য়্যা উম্মতি, য়্যা উম্মতী-একেলা তুমি/কাঁদিবে তুমি খোদায় পাক আর্শ চুমি- নজরুল)। [য়াঃ يا]।

[র]

রইস, রঈস- ১বি. নেতা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। (মার্কা-মারা রইস যত- নজরুল)। ২বি. ধনী লোক। [রইসঃ رئيس]।

রসুমত, রসুমাত, রোছমত, রোসমত- বি. আচার অনুষ্ঠান (সুবিধামত বিবেচনা করে রোছমত করা যাবে-মোস্ত ফা)। [রসুমাতঃ رسومات]।

রেকাব, রিকাব, রেকাবি, রেকাবী- বি. থালা, ডিস, (বেহেশ্‌ত হইতে আনিত সোনার রেকাবী-আকবর)। [রিকাবীঃ ركابي]।

[ল]

লকব- বি. সম্মানসূচক উপাধি বা খেতাব, উপনাম (এই লকবের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঘটিয়াছিল-বরকত)। [লক্বঃ لقب]।

লজ্জত, লজ্জৎ, লযযত- বি. স্বাদ, মজা, রুচি, আনন্দ (চরকায় উজ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ- সত্যেন্দ্র)। [লয্‌যতঃ لذت]।

লফজ, লবজ- বি. শব্দ, কথা/উচ্চারণ (মাওলানা সাহেব তার দু'একটা লফজ ছাড়া আর কিছুই বুঝিলেন না- মনসুর)। [লফযঃ لفظ]।

লহমা- বি. মুহূর্ত, ক্ষণ, অতি অল্প সময় (এক লহমার খুশীর তুফান এইত জীবন- নজরুল)। [লমহঃ لمحة]।

লানত, লানৎ, লাহানতি- ১বি. অভিশাপ (হাজার লানত যে এমন কাজ করে- হামজা)। [লানতঃ لعنت]।

[স]

সদকা, ছদকা, সাদকা- বি. খয়রাত, সাহায্যদান, দান (তার আমানতের হিস্‌সা সাদকা দে খোদার রাহে- নজরুল)। [সদক্বা : صدقة]।

সরেওয়ায়- ক্রি. বিণ. ব্যাখ্যা ক'রে, গুছিয়ে (কিন্তু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিলনা- আলাল)। [শরহ্‌ঃ شرح + বর ওয়ার ফাঃ প্রত্যয়]।

সহুর, সাউ'র- বি. জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধশক্তি (জোলেখা বলেন মোর হইল সহুর- গরীব)। [সু'উরঃ شعور]।

Dhaka University Institutional Repository

সুফী, সূফী- ১বিণ. ধার্মিক। ২বিণ. ধ্যান-রসিক বা মরমী সাধক (সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি/ আমাদের এই দেশে- সত্যেন্দ্র)। [সুফী: صوفي]।

[হ]

হাবিয়া- বি. দোজখ. নরক (ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া-নজরুল)। [হাবিয়া: هاوية]।

হাসিল, হাসেল- ১বি. বুদ্ধি ও কৌশলপূর্ণ কার্যোদ্ধার (মতলব হাসিল করো তোমার/খুবসুরতী রতির সাথে- নজরুল)। [হাসিল: حاصل]।

হিম্মত, হিম্মৎ- ১ বি. সাহস, মনোবল (হিম্মত হেরা হেঁকে চলে- নজরুল)। ২বি. ক্ষমতা, বীরত্ব, তেজ। [হিম্মত: همت]।

দুই. বাংলা কাব্যে আরবি বাক্য ও বাক্যাংশের ব্যবহার

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, দীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ফলশ্রুতিতে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবি শব্দের প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বীয় কাব্যভাণ্ডারে অকাতরে আরবি শব্দের ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি কোন কোন কবিতায় পূর্ণ আরবি বাক্যও ব্যবহার করেছেন। এ জাতীয় বাক্যের সংখ্যা প্রায় আঠার। এগুলোর প্রায় সব কটি দেশ-অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মুসলিমের অতি পরিচিত। কবির কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি ভিন্ন ভাষার একেকটি পূর্ণ বাক্য, আবার দু'একটি দীর্ঘ বাক্যও অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে বাংলা কবিতার চরণে জুড়ে দিয়েছেন। তাতে শ্রুতি সৌকর্য ব্যহত হয়নি; অসামঞ্জস্যও বোধ হয়নি। নিম্নে আমরা নজরুল কাব্যে উদ্ধৃতিসহ এ জাতীয় বাক্যের ব্যবহারের নমুনা উপস্থাপন করব[75]:

আনাল হক- আরবি বাক্য, আমিই সত্য (মনসুর হাল্লাজ সে 'আনাল হক বলে, ত্যজিল জীবন- জুলফিকার-১৫)। (আনাল হক-انا الحق)।

আল্লাহ হক- আরবি বাক্য, আল্লাহ সত্য। (দেয় মোবারকবাদ আলম রসুলে পাক আল্লাহ হক- পুতুলের বিয়ে)। [আল্লাহ হক্ব - الله حق]।

আল্লাহু আকবর- আরবি বাক্য, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি দৈনিক পাঁচ বার নামাজের আযানে সর্বাধিক উচ্চার্য্য বাক্য। (মন্ত্রে বিশ্ব-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, মন্ত্র আল্লাহু আকবার-সুবহ উন্মেদ- জিঞ্জীর)। [আল্লাহু আকবার- الله اكبر]।

আল্লাহু আহাদ- আরবি বাক্য, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। (যোবল ওহদ, 'আল্লাহু আহাদ'- সুবহ উন্মেদ- জিঞ্জীর)। [আল্লাহু আহাদ- الله أحد]।

আল্লাহু গফুর- আরবি বাক্য, আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল। (কহে কোকিল ও পাপিয়া, 'আল্লাহু গফুর'- কবিতা ও গান)। [আল্লাহু গাফুর- الله غفور]।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহু তায়ালা- আরবি বাক্য. আল্লাহ মহান অথবা মহান আল্লাহ। (বনশীওয়ালা- আল্লা তা'আলা রাখুন তারে আহ্লাদে- দিওয়ান ই-হাফিজ-নির্ঝর-২)। [আল্লাহু তা'আলা- الله تعالي]।

আমিন রব্বিল 'আলামীন'- আরবি বাক্য, কবুল কর হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। (আমিন রাব্বিল আলামিন- শহীদি ঈদ- ভাঙ্গার গান)। [আমীন য়া রাব্বাল 'আলামীন'- أمين يا رب العلمين]।

আল্লাহুম্মা আমিন- আরবি বাক্য, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। (খোদা! দাও সে ঈমান, সেই তরঙ্গী, দাও সে একিন। আমিন আল্লাহুম্মা আমীন- কবিতা ও গান)। [আল্লাহুম্মা আমীনاللهم أمين]।

আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-আরবি বাক্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। ("আশহাদু আন্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলি, কহিল ফাতেমা' এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি -উমর ফারুক-জিঞ্জীর)। [আশহাদু-আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ- اشهد ان لا اله الا الله]।

আসসালাতু খায়রুম মিনান্নৌম-আরবি বাক্য, ঘুমের চাইতে নামায শ্রেয়। (খালেদ! খালেদ! ফজর হল যে, আযান দিতেছে কৌন, ঐ শোন শোন-আস্সালাতু-খায়র মিনান্নৌম! -খালেদ-জিঞ্জীর)।

[আছ্ছালাতু খায়রুমমিনান্নৌম-الصلواة خير من النوم]।

ইন্না -- রাজেউন- আরবি বাক্য, এর পূর্ণরূপ: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" আমরা সকলে আল্লারই জন্যে এবং তারই দিকে ফিরে যেতে হবে, (ওরা দিক গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব ইন্না --- রাজেউন -যৌবন-জল-তরঙ্গ-সন্ধ্যা)। [ইন্না---রাজিউন- انا لله و انا اليه راجعون]।

ঈদ মোবারক- আরবি বাক্য, শুভ ঈদ, ঈদের শুভেচ্ছা। (পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু, ঈদ- মোবারক! আস্সালাম! -ঈদ মোবারক-জিঞ্জীর)। [ঈদ মোবারক عيد مبارك]।

কানা ফির রাসূল- আরবি বাক্য, রাসূল (স.) এর প্রেমে সম্পূর্ন মজে গিয়েছে। (ফানা ফির রসূলে আমি হেরার পথে চলি- কবিতা ও গান)। [ফানাউন ফির রাসূল -فناء في الرسول]।

মোহাম্মদ সল্লে আলা- আরবি বাক্য, মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি দরুদ পড়। (তারপরে দরুদ পড়ি, মোহাম্মদ সল্লে আলা- কবিতা ও গান)। [ছাল্লু আ'লা মু'হাম্মদ- صلوا علي محمد]।

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু- আরবি বাক্য, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পাল তুলে, ঘোর তুফানকে জয় করে ভাই যাবই কুলে-কবিতা ও গান)। [লাইলাহা ইল্লাল্লাহু-لا اله الا الله]।

লা শারীকাল্লাহ- আরবি বাক্য, আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নাই। (দাড়ি মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ -খেয়া পারের তরণী, অগ্নিবীণা)। [লা শারীকাল্লাহ- لا شريك الله]।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-আরবি বাক্য, আল্লাহ তাঁর (মুহাম্মদ স.) উপর দরুদ পড়েন ও সালাম জানান। (নির্ঘোষি 'কার নাম পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়াহি সাললাম" ফাতেহা-ই-দোয়াজ- দহম- অবির্ভাব-বিশের বাঁশি)। [ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- صلي الله عليه وسلم]।

Dhaka University Institutional Repository

সোবহানাল্লাহ-আরবি বাক্য, আল্লাহ পবিত্রতম। (দেহে ইসলামী জোশ আনাগোনা করে, ছহি জঙ্গনামা যবে পড়ি" "কোরাস:সোবহান আল্লা! সোবহান আল্লা" ভৌবা-চন্দ্র বিন্দু)। [সুব'হানাল্লাহ-سبحان الله]।

তিন. বাংলা কাব্যে আরবি ছন্দের ব্যবহার

সাধারণতঃ কবিতার তাল, ঘাত, লয়, ঝোঁক, দোলা ইত্যাদিকে ছন্দ বলে। মোদ্দাকথা, পদসমূহকে যেভাবে বিন্যস্ত করলে নিয়মিত গতিবেগ সঞ্চারিত হয় তাকেই ছন্দ বলে। সব ভাষাতেই 'ছন্দ' একটি কঠিন বিষয়। আরবি ভাষায় রচিত কবিতার ছন্দ অন্যান্য ভাষার ছন্দের চেয়ে যে জটিল, তা সর্বজন স্বীকৃত ও বিদিত। আরবি ভাষায় ছন্দকে বলা হয় 'আল-বাহর' বা সমুদ্র। সমুদ্র যেমন বিশাল, আরবি ছন্দও বিশাল। আরবি ছন্দের সংখ্যা ষোলটি। মতান্তরে আঠারটি। পাঁচ ও সাত মাত্রা বিশিষ্ট অংশ সমন্বয়ে গঠিত হয় মোট তিনটি 'আল-বাহর' বা ছন্দ। আর শুধু সাত মাত্রার অংশ সমন্বয়ে গঠিত হয় মোট এগারটি ছন্দ। আর শুধু পাঁচ মাত্রার 'অংশ' সমন্বয়ে গঠিত হয় আরো দু'টি বাহর বা ছন্দ। অবশিষ্টগুলো নতুন ছন্দ।

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ আরবি সাহিত্য চর্চার ফলশ্রুতিতে এ দেশের সাহিত্য প্রিয় মানুষের নিকট আরবি কবিতা যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নজরুল স্বীয় কাব্যকলায় আরবি ছন্দের ব্যবহার করে এ প্রভাব প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ পর্যায়ে আমরা আরবি ছন্দে রচিত নজরুলের কাব্য এবং আরবি ছন্দের মাত্রার একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রামাণিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করছি[76]:

আরবি ছন্দে রচিত বাংলা কাব্য

০১. আল-বাহর আত-তাভীল (দীর্ঘ ছন্দ):

ছন্দ ও মাত্রা:

৩	৪	৩	৪	৩	৪	৩	৪
ফা'উলুন	মাফা'ঈলুন	ফা'উলুন	মাফা'ঈলুন	ফা'উলুন	মাফা'ঈলুন	ফা'উলুন	মাফা'ঈলুন
فعولن	مفاعيلن	فعولن	مفاعيلن	فعولن	مفاعيلن	فعولن	مفاعيلن

মুক্ত দল = ৮
রুদ্ধ দল =২০
=২৮ মাত্রা

পর্যবেক্ষণ:

৩	
চোখের জল	৪
৩	আবার আয় ভাই
হিয়ায় মোর	৪
৩	সোহাগ তোর চাই

Dhaka University Institutional Repository

তাহার তুল ৪
৩
দরদ বুঝবার
আপন জন ৪
এমন কেউ নাই॥

মুক্ত দল = ৮
রুদ্ধ দল =২০
=২৮ মাত্রা

০২. আল-বাহ্‌র আল-মাদ্দীদ (বিস্তৃত ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৩	৪	৩	৪	৩	৪	৩
ফা'ইলাতুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলুন
فاعلاتن	فاعلن	فاعلاتن	فاعلن	فاعلاتن	فاعلن	فاعلاتن	فاعلن

মুক্ত দল =৮
রুদ্ধ দল = ২০
=২৮ মাত্রা ।

পর্যবেক্ষণ:

৪
হায়, এ কান্নার
৩
নাইক শেষ,
৪
কই মা শান্তির
৩
কোন্ সে দেশ?
৪
কোন্ সে দূর পথ
৩
অন্তে হায়
৪
পান্থ-বাস যায়
৩
নাই মা ক্লেশ ।

মুক্ত দল =৮
রুদ্ধ দল = ২০
=২৮ মাত্রা ।

০৩. আল-বাহ্‌র আল-বাসীত্ব (সহজ-সরল ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৩	৪	৩	৪	৩	৪	৩
মুসতাফ'ইলুন	ফা'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	ফা'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	ফা'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	ফা'ইলুন
مستفعلن	فاعلن	مستفعلن	فاعلن	مستفعلن	فاعلن	مستفعلن	فاعلن

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত দল =৮
রুদ্ধদল =২০
= ২৮ মাত্রা ।

পর্যবেক্ষণ:

৪
কোন্ বন্ এমন
৩
শ্যাম শোভায়
৪
প্রাণ্-মন্ জুড়ায়
৩
চোখ ভুবায়?
৪
বুল্‌বুল্ ভোমর
৩
বন-বিহগ
৪
চঞ্চল এমন
৩
আর কোথায়?

মুক্ত দল =৮
রুদ্ধদল =২০
= ২৮ মাত্রা ।

০৪. আল-বাহুর আল-ওয়াফির (সমৃদ্ধ ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
মুফা'আলাতুন	মুফা'আলাতুন	মুফা'আলাতুন	মুফা'আলাতুন	মুফা'আলাতুন	মুফা'আলাতুন
مفاعلتن	مفاعلتن	مفاعلتن	مفاعلتن	مفاعلتن	مفاعلتن

মুক্ত দল = ৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্রা ।

পর্যবেক্ষণ:

৪ ৪
কানের তার দুল্ সোদুল্ দুল্ দুল্
৪ ৪
কোথায় তার তুল্ কোথায় তার তুল্
৪ ৪
দুলের লাল্‌চায় গালের লাল ছায় ।

মুক্ত দল = ৬
রুদ্ধ দল =১৮
= ২৪ মাত্রা ।

০৫, আল-বাহর আল-কামিল (পরিপূর্ণ ছন্দ):

ছন্দ ও মাত্রা:

৫	৫	৫	৫	৫	৫
মুতাফা'ইলুন	মুতাফা'ইলুন	মুতাফা'ইলুন	মুতাফা'ইলুন	মুতাফা'ইলুন	মুতাফা'ইলুন
متفاعلن	متفاعلن	متفاعلن	متفاعلن	متفاعلن	متفاعلن

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত দল = ১৮
রুদ্ধদল = ১২
= ৩০ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৫
কহুতান নদির
৫
করে প্রাণ অধির
৫
জেগে ওঠ্ অলস
৫
চেয়ে দ্যাখ্ বধির্
৫
মান-আগুন দ্বিগুণ
৫
এযে সেই ফাল্গুন

মুক্ত দল = ১৮
রুদ্ধদল = ১২
= ৩০ মাত্র।

০৬. আল-বাহুর আল-হাঝাজ্ব (সংগীতময় ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪
মাফা'ঈলুন	মাফা'ঈলুন	মাফা'ঈলুন	মাফা'ঈলুন
مفاعيل	مفاعيل	مفاعيل	مفاعيل

মুক্তদল = ৪
রুদ্ধদল =১২
=১৬ মাত্রা

পর্যবেক্ষণ:

৪
ফাটির কিঙ্কিণ
৪
চুড়ির শিঞ্জিন
৪
বাজায় রিন ঝিন
৪
ঝিনিক রিনরিন।

মুক্তদল = ৪
রুদ্ধদল = ১২
=১৬ মাত্রা।

০৭, আল-বাহুর আল-রাজ্বায (লোক ছন্দ) :

ছন্দও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন
مستفعلن	مستفعلن	مستفعلن	مستفعلن	مستفعلن	مستفعلن

Dhaka University Institutional Repository

মুক্ত দল = ৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪
বিল্‌কুল নদীর
৪
মন্‌ আজ অধীর
৪
ছল্‌ ছল্‌ দু'তীর
৪
চঞ্চল্‌ অথির।
৪
বর্ষার নাতন
৪
প্রাণ্‌ উন্‌মাদন

মুক্ত দল = ৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্র।

০৮. আল-বাহ্‌র আর-রামাল (দ্রুত ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন
فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن

মুক্ত দল = ৬
রুদ্ধদল =১৮
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪
খাম্‌খা হাঁসফাঁস
৪
দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
৪
নাইয়ে নাই আশ
৪
মিথ্যা আশ্বাস
৪
হাস্‌তে প্রাণ চায়
৪
অম্‌নি হায় হায়।

মুক্ত দল = ৬
রুদ্ধদল =১৮
= ২৪ মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

০৯. আল-বাহুর আসসারী' (ধাবমান ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	মাফ'উলাতুন	মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ 'ইলুন	মাফ'উলাতুন
مستفعلن	مستفعلن	مفعولات	مستفعلن	مستفعلن	مفعولات

মুক্ত দল = ৬

রুদ্ধদল = ১৮

= ২৪ মাত্রা

পর্যবেক্ষণ:

৪
লোকজন বেবাক্
৪
একদম অবাক্
৪
এম্‌নি গান গায়্ ।
৪
কণ্ঠের গমক্
৪
চম্‌কায় চমক্
৪
বিজ্‌লি ঝল্লায় ।

মুক্ত দল = ৬

রুদ্ধদল = ১৮

= ২৪ মাত্রা ।

১০. আল-বাহুর আল-মুনসারি'হ (মুনসারিহ ছন্দ)ঃ

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
মুসতাফ'ইলুন	মাফ'উলাতু	মুসতাফ'ইলুন	মুসতাফ'ইলুন	মাফ'উলাতু	মুসতাফ'ইলুন
مستفعلن	مفعولات	مستفعلن	مستفعلن	مفعولات	مستفعلن

মুক্তদল = ৬

রুদ্ধদল = ১৮

= ২৪ মাত্রা ।

পর্যবেক্ষণ:

৪
বদ্‌লা-থম্‌থম্
৪
তায় ঘোর নিশীথ,
৪
মেঘ্‌লা মাঘ মাস
৪
হায় হায়, কি শীত!
৪
শূন্য ঘর মোর

Dhaka University Institutional Repository

৪
নাই কেউ দোসর-
৪
ঝুরছে বায় হায়-
৪
অন্তর তৃষিত।

মুক্তদল = ৮
রুদ্ধদল = ২৪
= ৩২ মাত্রা

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কবি নজরুল আলোচ্য ছন্দের সরল সূত্র অনুসরণ করেন নি। অবশ্য আরবিতেও এর সরল সূত্র খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে।

১১. আল-বাহ্‌র আল-খাফীফ (লঘু ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
ফা'ইলাতুন	মুসতাফ'ইলুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	মুসতাফ'ইলুন	ফা'ইলাতুন
فاعلاتن	مستفعلن	فاعلاتن	فاعلاتن	مستفعلن	فاعلاتن

মুক্তদল = ৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪
আস্‌লো ফাল্‌গুন
৪
আস্‌মান জমিন
৪
হাস্‌লো বিল্‌কুল।
৪
গাইলো বুল্‌বুল্‌
৪
শোন্‌ ওই অলস
৪
ওঠ্‌রে খিল্‌ খুল্‌।

মুক্ত দল =৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্রা।

১২. আল-বাহ্‌র আল-মুদারি' (সামঞ্জস্য ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪
মাফা'ঈলুন	ফা'ইলাতুন	মাফা'ঈলুন	ফা'ইলাতুন
مفاعيلن	فاعلاتن	مفاعيلن	فاعلاتن

মুক্তদল = ৪
রুদ্ধদল =১২
= ১৬মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবেক্ষণ:

৪ ৪
ডাগর চোখ তোর বিজ্‌লি চঞ্চল
৪ ৪
কাহার চিন্তায় কান্না ছলছল?

মুক্তদল = ৪
রুদ্ধদল = ১২
= ১৬ মাত্রা।

১৪. আল-বাহুর আল-মুজতাচ (মুলোৎপাটিত ছন্দ) ঃ

ছন্দ ও মাত্রা:

১ ১ ১ ১
মুসতাফ্‌ইলুন ফা'ইলাতুন মুসতাফ্‌ইলুন ফা'ইলাতুন
مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

মুক্তদল =৪
রুদ্ধদল =১২
= ১৬ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪ ৪
সই তুই সুধাস-কেননে কই হায়,
৪ ৪
প্রাণ্ নন্ উদাস কোন্ সে বেদ্‌নায়।

মুক্তদল =৪
রুদ্ধদল = ১২
= ১৬ মাত্রা।

১৫. আল-বাহুর আল-মুতাক্বারিব (ঘনিষ্ঠ ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

মুক্তদল = ৮
রুদ্ধদল = ১৬
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৩
ফলস-জল
৩
আবার বল্-
৩
ছলাৎ ছল্
৩
ছলাৎ ছল্!
৩
রিমিক ঝিন্
৩

Dhaka University Institutional Repository

রিনিক রিন্
৩
বলুক ফিন্
৩
কাঁকন মল।

মুক্তদল = ৮
রুদ্ধদল = ১৬
= ২৪ মাত্রা।

১৬. আল-বাহুর আল-মুতাদারিক (নব প্রবর্তিত ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা ঃ

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
ফা'ইলুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলুন	ফা'ইলুন
فاعلن	فاعلن	فاعلن	فاعلن	فاعلن	فاعلن	فاعلن	فاعلن

মুক্তদল = ৮
রুদ্ধদল =১৬
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৩
তোর অথই
৩
মন যতই
৩
জিন্‌তে চাই
৩
সই ততই
৩
পাইনে থই
৩
পাইনে থই।
৩
মন শুধায়
৩
কই সে কই।

মুক্তদল = ৮
রুদ্ধদল = ১৬
= ২৪ মাত্রা।

এখানে আরবি ছন্দের মোকাবেলায় বাঙলা ছন্দের দলানুপাত সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। নজরুলের মুক্ত ও রুদ্ধ হচ্ছে যথাক্রমে ৮ ও ১৬। কিন্তু আরবি ছন্দানুযায়ী তা হবার কথা ১৬ ও ৮। হিসাব ঠিকই আছে। প্রতেদটি হয়েছে রীতিগত।

১৭. আল-বাহুর আল-ক্বারীব (নিকটবর্তী ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
মাফা'ইলুন	মাফা'ইলুন	ফা'ইলাতুন	মাফা'ইলুন	মাফা'ইলুন	ফা'ইলাতুন
مفاعلن	مفاعلن	فاعلاتن	مفاعلن	مفاعلن	فاعلاتن

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তদল = ১০
রুদ্ধদল = ১৪
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪
জীবন-সাধন
৪
প্রাণের বাঁধন-
৪
হায় সে কান্নাই।
৪
পেলেন আদর
৪
পেলেন সোহাগ,
৪
মনটি পাই নাই।

মুক্তদল = ১০
রুদ্ধদল = ১৪
= ২৪ মাত্রা।

১৮. আল-বাহ্‌র আল-জাদীদ (নতুন ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	মাফা'ঈলুন	ফা'ইলাতুন	ফা'ইলাতুন	মাফা'ঈলুন
فاعلاتن	فاعلاتن	مفاعيلن	فاعلاتن	فاعلاتن	مفاعيلن

মুক্তদল= ৬
রুদ্ধদল= ১৮
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪
রক্ত-লাল বুক
৪
সিক্ত চোখ মুখ
৪
হাসায় লোকভাই।
৪
ছিন্ন-কণ্ঠের
৪
কান্না শুন্‌বার
৪
ধরায় কেউ নাই।

মুক্তদল= ৬
রুদ্ধদল= ১৮
= ২৪ মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. আল-বাহর আল-মুশাকিল (মুশাকিল ছন্দ)

ছন্দ ও মাত্রা:

৪	৪	৪	৪	৪	৪
ফা'ইলাতুন	মাফা'ঈলুন	মাফা'ঈলুন	ফা'ইলাতুন	মাফা'ঈলুন	মাফা'ঈলুন
فاعلاتن	مفاعيلن	مفاعيلن	فاعلاتن	مفاعيلن	مفاعيلن

মুক্তদল = ৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্রা।

পর্যবেক্ষণ:

৪
আজকে শেষ গান
৪
বিদায় তারপর
৪
বিদায় চাই ভাই!
৪
বেদনা সইতেই
৪
জনম যার, নাই
৪
শান্তি তার নাই!

মুক্তদল = ৬
রুদ্ধদল = ১৮
= ২৪ মাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

[1] আবদুস সাত্তার, তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলীয়া (ঢাকা: ১৯৫৯), পৃ. ১৯৮।

[2] নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা: ১৯৬৬), পৃ. ৩০৬।

[3] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ ১৮০১-১৯৭১ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৬৬-৬৭।

[4] আবদুর রহমান কাশগড়ী, আয-যাহরাত (লখনৌ, ১৩৫৪), পৃ. ৭৫-৭৬।

[5] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১।

[6] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

[7] মাওলানা আবুল বশর, সীরত-এ-আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (জৌনপুর, ১৩৭০ হি.), পৃ. ১৭-২১।

[8] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৯।

[9] আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, আত-তহীদ--লিল-আনীযিয যরীফ (লখনৌ: আসী প্রেস, ১৮৯৭), পৃ. ১৪০।

[10] আরাফাত (সম্পাদকীয়) (ঢাকা, ১৯৭২), ৫ জুন।

[11] প্রাগুক্ত।

[12] প্রাগুক্ত।

[13] প্রাগুক্ত।

[14] তর্জমানুল হাদীছ, আগষ্ট, ১৯৬৮।

[15] "নাহরু সুয়েজ" সওতুল মাদ্রাসা, আলীয়া মাদ্রাসা, ১৯৫৬।

[16] মাওলানা আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

[17] যফর আহমদ উসমানী, ওসীলাতুয যফর (আমলারা: মাআরিফ প্রেস, ১৯৪৩), পৃ. ৪।

[18] অধ্যাপক আবদুল মালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ৬২-৬৯।

[19] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

[20] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

[21] মাওলানা আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

[22] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

[23] অধ্যাপক আবদুল মালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

[24] খাজা মোঃ নিজাম উদ্দীন, দৈনিক পূর্বতারা, চট্টগ্রাম, ২০ মার্চ, ১৯৮০।

[25] হাফেয ফয়েয আহমদ, তাযকীরাই যমীর (চট্টগ্রাম: হাটহাজারী, ১৩৭৭ হি.), পৃ. ২০৩।

[26] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩।

[27] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৭।

[28] মুফতী মুহম্মদ আযীযুল হক, আযীযুল কালাম ফী মাদহি খায়রিল আনাম (চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া প্রেস, ১৩৮৪), পৃ. ১২-১৩।

[29] নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

[30] ফয়েয আহমদ ইসলামাবাদী, তাযকিরায়ে যমীর (চট্টগ্রাম: হাটহাজারী, ১৩৭৭), পৃ. ২১৬-২২২।

[31] নূর মোহাম্মদ আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

[32] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩।

[33] ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (আরবী), জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭৮, পৃ. ১০৩।

[34] মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, নোয়াখালী জিলার মুসলিম মনিষা, ১৯৭৭ (অপ্রকাশিত), পৃ. ৬০-৬১।

[35] হাফিয মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমাদুল আরাব (ঢাকা: এমদাদিয়া প্রেস, ১৯৪১), পৃ. ৪১-৪২।

[36] মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

[37] খালেদ সায়ফুল্লাহ, উর্দূ কী তারাক্কী মেঁ মাশরিকী পাকিস্তান-কা-হিস্সা, (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ), ১৯৬৪. পৃ. ১১৫।

[38] মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, আলদুররুল মান্‌ছুরাহ (দিল্লী: জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১৯৩৭), পৃ. ১৯।

[39] মুনশী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখে ঢাকা, পৃ. ২৪৮।

[40] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

[41] ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ, তাকরীযাত (কলিকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২১-২২।

[42] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৩০।

[43] শামসুদ্দীন আহমেদ, মাজাল্লাতুল মুআসসাসাতিল ইসলামিয়া (ঢাকা: ৩য় বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা, জানু-জুন, ১৯৭৯), পৃ. ১৫৫।

[44] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

[45] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৯।

[46] শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হুসাইন, খুতাবুল জুম'আ ওয়াল ঈদাইন (ঢাকা: এমদাদিয়া প্রেস, ১৯৫২)।

[47] মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মাওলানা রুহুল আমীন, ড. হাফেয এ.বি.এম হিযবুল্লাহ, জুমুআর আদর্শ খুতবা (ঢাকা: বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ২০০১)।

[48] মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, বার চান্দের খুতবাহ (ঢাকা: হাদীনা প্রকাশনী, ১৯৪৯)।

[49] মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), খুতবাতুল আহকাম (অনু) ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

[50] মাওলানা মুহাম্মদ নুমান, সহীহ খুতবাতে মুহাম্মদী (ঢাকা: মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া, ১৯৮৪)।
[51] শাইখ মিছবাহুর রহমান, আল-হাক্ক আল-মুবীন (ঢাকা: কিতাব মহল, ১৯৯৭)।
[52] মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ, অস্-সব'উ-ল-মু'অল্লকাত (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২), পৃ. ১-১৫০।
[53] ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ১-৪২।
[54] মুহাম্মদ হাসান রহমতী ও আবদুল মুকীত চৌধুরী, দীওয়ান-ই-আলী [রা.]-কাব্যানুবাদ (ঢাকা: রায়মন পাবলিশার্স, ২০০২), ভূমিকা।
[55] মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, অশ্রু সরোবর- দীওয়ানু ইবনিল ফারীদ-এর কাব্যানুবাদ (বরিশাল: শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬), পৃ. ১৩-১৩৪।
[56] রুহুল আমীন খান, কাসীদা সওগাত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১-১৯৮।
[57] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, কাসীদাতুল বুরদাহ (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১-৫৪।
[58] রুহুল আমীন খান, "কাসীদায়ে নুমান" (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১২১।
[59] আরবী কাব্যতত্ত্ব (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), পৃ. ১-৫৮।
[60] অধ্যাপক আবদুস সালাম মোল্লা-অনুবাদক, দি প্রফেট (ঢাকা: গ্রাজুয়েট প্রডাক্টস বিডি লি., ২০০৬), পৃ.১-৪৯।
[61] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী), পৃ. ১-৫০।
[62] ফয়সাল বিন খালেদ-অনুবাদক, একটি নাসটিক্রের মুহযাদি (ঢাকা: বাঙলায়ন, ২০০৬), পৃ. ১-১৭০।
[63] আবদুসসাত্তার-অনুবাদক, বালি ও ফেনা (ঢাকা: মুক্তধারা)।
[64] প্রাচ্য সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৮।
[65] গুলজার, সাহিত্য বার্ষিকী, ২০০০।
[66] মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৫), পৃ. ১-২৪১।
[67] মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, রক্ত রঞ্জিত পথ (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ১-২০৮।
[68] আলী আহমদ, চোর ও সারমেয় সমাচার (ঢাকা: বুক ক্লাব, ১৯৯১), পৃ. ১-১২৪।
[69] আলী আহমদ, খোঁজ (ঢাকা: সন্দেশ, ১৯৯৮), পৃ. ১-১২০।
[70] আহসান সাইয়েদ, তাওফীক আল-হাকীমের নাটক (ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ১-৬৩।
[71] আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী গল্প (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃ. ১২৪।
[72] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় রক্ষিত ও আরবি হরফে লেখা বাংলা পুঁথির তালিকা। এই তালিকায় পুঁথির সংখ্যা তেতাল্লিশটি।
[73] গোলাম মাকসুদ হিলালী,
[74] দ্র. কাজী রফিকুল হক, "বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান" সাহিত্য পত্রিকা॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা॥ জুন ২০০০; চুয়াল্লিশ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ যথাক্রমে অক্টোবর ২০০০, জানুয়ারী ২০০১ ও জুন ২০০১।
[75] ইসলামি বিশ্বকোষ, ২৩ খণ্ড, পৃ. ৫৭৮; ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩; ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮; ২২ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; নজরুল কাব্যে ব্যবহৃত আরবী নামবাচক বিশেষ্য: একটি সমীক্ষা, ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিযামী ও মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ই.ফা.বা পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ১২১; শাহাবুদ্দীন আহমদ, নজরুল কাব্যে শব্দ, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৯-৫৩; নজরুল শব্দ পঞ্জি, হাকিম আরিফ, নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৯০; নজরুলের কাব্যানুবাদ, সম্পাদনা- মুহাম্মদ নুরুল হুদা ও রশিদুন নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৫৭।
[76] হুদ, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী নজরুল জন্মশত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক- আ. মান্নান সৈয়দ, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ. ২৮২, ২৯১-২৯২; নজরুল কবিতা সমগ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, জুন ২০০১, পৃ. ৬৩৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯-৫৭১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবদুস সাত্তার, তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলীয়া, ঢাকা- ১৯৫৯।

২. নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা- ১৯৬৬।

৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবিবিদ ১৮০১-১৯৭১, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

৪. আবদুর রহমান কাশগড়ী, আয-যাহরাত, লখনৌ, ১৩৫৪।

৫. মাওলানা আবুল বশর, সীরত-এ-আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, জৌনপুর, ১৩৭০ হি.।

৬. আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, আত-তরীক-লিল-আদীবিয যরীফ, লখনৌ, আসী প্রেস, ১৮৯৭।

৭. যফর আহমদ উসমানী, ওসীলাতুয যফর, আমপারা, মাআরিফ প্রেস, ১৯৪৩।

৮. হাফেয ফয়েয আহমদ, তাযকীরাই যমীর, চট্টগ্রাম, হাটহাজারী, ১৩৭৭ হি.।

৯. মুফতী মুহাম্মদ আযীযুল হক, আযীযুল কালাম ফী মাদহি খায়রিল আনাম, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া প্রেস, ১৩৮৪।

১০. মোহাম্মদ সফিকুল্লাহ, নোয়াখালী জিলার মুসলিম মনিষা, ১৯৭৭ (অপ্রকাশিত)।

১১. হাফিয মুহাম্মদ কুব্বাদ, আহসানুল আরাব, ঢাকা, এমদাদিয়া প্রেস, ১৯৪১।

১২. খালেদ সায়ফুল্লাহ, উর্দূ কী তাবাল্লী মেঁ মাশরিকী পাকিস্তান-কা-হিস্সা, (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ), ১৯৬৪।

১৩. মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, আদদুররুল মানছুরাহ, দিল্লী, জাইয়েদ বারকী প্রেস, ১৯৩৭।

১৪. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখে ঢাকা।

১৫. ইনতেখাবে দীওয়ানে ওহীদ, তাকরীযাত, কলিকাতা, ১৮৯১।

১৬. শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হুসাইন, খুতাবুল জুম'আ ওয়াল ঈদাইন, ঢাকা, এমদাদিয়া প্রেস, ১৯৫২।

১৭. মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মাওলানা রুহুল আমীন, ড. হাফেয এ.বি.এম হিযবুল্লাহ, জুমুআর আদর্শ খুতবা, ঢাকা, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ২০০১।

১৮. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, বায় চান্দের খুতবাহ, ঢাকা, ছারছীনা প্রকাশনী, ১৯৪৯।

১৯. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), খুতবাতুল আহকাম (অনু) ১৯৮২।

২০. মাওলানা মুহাম্মদ নুমান, সহীহ খুতবায়ে মুহাম্মদী, ঢাকা, মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া, ১৯৮৪।

২১. শাইখ মিছবাহুর রহমান, আল-হাক্ক আল-মুবীন, ঢাকা, কিতাব মহল, ১৯৯৭।

২২. মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস্-সর্ফ-ল-মু'অল্লকাত, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২।

২৩. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. মুহাম্মদ হাসান রহমতী ও আবদুল মুকীত চৌধুরী, দীওয়ান-ই-আলী {রা.}-কাব্যানুবাদ, ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০২।

২৫. মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির, অশ্রু সরোবর- দীওয়ানু ইবনিল ফারীদ-এর কাব্যানুবাদ, বরিশাল, শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬।

২৬. রুহুল আমীন খান, কাসীদা সওগাত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

২৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, কাসীদাতুল বুরদাহ, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০১।

২৮. রুহুল আমীন খান, "কাসীদায়ে নুমান", ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

২৯. আরবী কাব্যতত্ত্ব, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৩০. অধ্যাপক আবদুস সালাম মোল্লা-অনুবাদক, দি প্রফেট, ঢাকা, গ্রাজুয়েট প্রভাষ্টস বিডি লি., ২০০৬।

৩১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী।

৩২. ফয়সাল বিন খালেদ-অনুবাদক, একটি মানচিত্রের কুরবানি, ঢাকা, বাঙলায়ন, ২০০৬।

৩৩. আবদুসসাত্তার-অনুবাদক, বালি ও ফেনা, ঢাকা, মুক্তধারা।

৩৪. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, আল্লার পথের সৈনিক, ঢাকা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৫।

৩৫. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, রক্ত রঞ্জিত পথ, ঢাকা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১।

৩৬. আলী অহমদ, চোর ও সায়মের সমাচার, ঢাকা, বুক ক্লাব, ১৯৯১।

৩৭. আলী আহমদ, খোঁজ, ঢাকা, সন্দেশ, ১৯৯৮।

৩৮. আহসান সাইয়েদ, তাওফীক আল-হাকীমের নাটক, ঢাকা, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২।

৩৯. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী গল্প, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৫।

৪০. গোলাম মাকসুদ হিলালী,

৪১. নজরুল শব্দ পঞ্জি, হাকিম আরিফ, নজরুল ইন্সটিটিউট।

৪২. নজরুলের কাব্যানুবাদ, সম্পাদনা- মুহাম্মদ নুরুল হুদা ও রশিদুন নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৭।

৪৩. ছন্দ, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী নজরুল জন্মশত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক- আ. মান্নান সৈয়দ, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

৪৪. নজরুল কবিতা সমগ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, জুন ২০০১।

৪৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

পত্রিকা ও স্মরণিকা:

১. তর্জমানুল হাদীছ, আগষ্ট, ১৯৬৮।

২. "নাহরু সুয়েজ" সওতুল মাদ্রাসা, আলীয়া মাদ্রাসা, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শামসুদ্দীন আহমেদ, মাজাল্লাতুল মুআসসাসাতিল ইসলামিয়া, ঢাকা, ৩য় বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা, জানু-জুন, ১৯৭৯।

৪. প্রাচ্য সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৮।

৫. গুলজার, সাহিত্য বার্ষিকী, ২০০০।

৬. ইসলামী ফাউণ্ডেশন পত্রিকা।

৭. নজরুল একাডেমী পত্রিকা।

৮. সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ।